উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮৫,১৩৮.২৭ (-৫০৩.৬৩)

নিফটি : ২৬,০৩২.২০ (-১৪৩.৫৫)

২২০৮ থেকে নেমে মাত্র ৪০৮

একরাতেই সংখ্যা বদল। মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটার নেই এমন বুথের সংখ্যা ২২০৮-এর থেকে কমে এসে দাঁড়াল মাত্র ৪০৮-এ। কমিশন তলব করার পরই ডিইও-রা এমন রিপোর্ট দিলেন। » ৫

সঞ্চার সাথী বাধ্যতামূলক নয়

সঞ্চার সাথী অ্যাপ নিয়ে ঢোঁক গিলল কেন্দ্র। সাধারণের ফোনে আড়িপাতা হবে, এমন অভিযোগ তুলে সরব বিরোধীরা। কেন্দ্র জানিয়ে দিল, অ্যাপটি বাধ্যতামূলক নয়। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৮°	১২°	২৮°	১৪°	২৮°	১৪°	২৭°	১৫°

রোকো ম্যাজিকে আজ সিরিজ জয়ে নজর » ১১

১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 3 December 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 194

চাপ বাড়ল প্রশান্তর, এরপর?

রিমি শীল

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : জামিন পেলেও রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের অস্বস্তি বাড়াল পুলিশ। তাঁর জামিন খারিজ করার জন্য মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের তরফে হাইকোর্টে আর্জি জানানো হয়েছে। বিডিও'র বিরুদ্ধে অভিযোগের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে পুলিশ দ্রুত শুনানি চেয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার মামলা দায়েরের প্রাথমিক পর্ব শেষ হয়েছে। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে মামলাটি শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শুধু জামিন খারিজের আর্জি নয়, প্রশান্তর নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের হওয়া মামলাটির শুনানি চলতি সপ্তাহে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চে শুরু হওয়ার কথা। হাইকোর্টে মামলাটি ৯ বছর ঝুলে থাকায় তাঁর প্রভাবশালী তকমা নিয়ে আলোচনা চলছে। জামিন খারিজের মামলা দায়ের হওয়ায় তাই আরও চাপ বাড়ল রাজগঞ্জের বিডিও'র ওপর।

বিষয়টি অস্বীকার করছেন না হাইকোর্টে তাঁর আইনজীবী

অমলেশ সরকার। তিনি বলেন, 'আমাকে জানিয়েছেন বিডিও। এতে চাপ বাড়ল। আদালতে কী হবে দেখা যাবে।'

অন্যদিকে, তাঁর নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার অন্যতম আইনজীবী শামিম আহমেদ বলেন,

জামিন আটকাতে হাইকোর্টে পুলিশ

'জোড়া মামলার ফলে বিডিও'র ওপর চাপ তো অবশ্যই বাড়ল। তাঁর আগাম জামিন বাতিলের আর্জি সংক্রান্ত মামলাতেও যুক্ত হওয়ার আবেদন জানাব।'

পরীক্ষায় পাশ না করেও বিডিও হিসেবে তাঁর নিযুক্তির ওই অভিযোগ নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। গত সপ্তাহেও মামলাটি শুনানির তালিকায় ছিল। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহে শুনানি হবে। অন্যদিকে, সল্টলেকের দত্তাবাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যাকে খুন এবং অপহরণের মতো গুরুতর অভিযোগ থাকলেও গত বুধবার বারাসত জেলা ও দায়রা আদালত বিডিও'র জামিন মঞ্জুর করেছিল।

পুলিশ ইতিমধ্যে ওই ঘটনায় উদ্ধার হওয়া বিভিন্ন নথি, সিসিটিভি ফুটেজ এবং *এরপর দশের পাতায়*

আমি এক যাযাবর...

পরিবার নিয়ে ফুটপাথে সংসার। তিলোত্তমার রাস্তায়। কলকাতায় মঙ্গলবার। -পিটিআই

ডিসানে নার্সিং পড়ে
ডিসানেই নার্স!
হ্যাঁ, তাই।
90 5171 5171
Desun Nursing School & College
Kolkata | Siliguri
(A Desun Hospital Initiative)

ছাব্বিশের টক্কর

এসআইআর প্রক্রিয়া ফুরোলেই বঙ্গে বাজবে ভোটের বাদ্যি। তাই ভোটারদের মনে দাগ কাটতে উঠেপড়ে লেগেছে তৃণমূল-বিজেপি। ১৪ বছরের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে ময়দানে নামছেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রীকে জব্দ করতে পালটা বিজেপির চার্জশিট নিয়ে দুয়ারে যাবেন শুভেন্দুরা।

'ঢপের পাঁচালি', কটাক্ষ শুভেন্দুর

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২ ডিসেম্বর : উন্নয়নের পাঁচালি 'গেয়েছেন' মমতা। আর চার্জশিট দখলের হুমকি দিলেন শুভেন্দু। জানালেন, জানুয়ারি মাস থেকে রাজ্যের সব বিধানসভায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করবে বিজেপি।

মঙ্গলবার পুরাতন মালদায় এসেছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির এই নতুন কর্মসূচির ঘোষণা করেন। জানান, তিনি নিজে এবং সঙ্গে দলের বিধায়করা প্রতিটি বিধানসভায় যাবেন। সেখানকার বাসিন্দাদের বলবেন, মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়নের কী কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আর তার কতখানিই বা রেখেছে তৃণমূল সরকার। তুলে ধরবেন প্রতিশ্রুতিভঙ্গের কথা। সেটাই হবে মমতার বিরুদ্ধে বিজেপির চার্জশিট।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর পেশ করা উন্নয়নের পরিসংখ্যান পুরোপুরি অতিরঞ্জিত বলে শুভেন্দু অধিকারীর দাবি। তাঁর কথায়, 'এটি ঢপের পাঁচালি'। মঙ্গলবার পুরাতন মালদার এক হোটেলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, 'উন্নয়ন নিয়ে এটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আইপ্যাডে তৈরি একটি ফ্লপ চিত্রনাট্য। এটা ঢপের পাঁচালি, হতশ্রীর পাঁচালি।'

নানা তথ্য দিয়ে শুভেন্দু এদিন মমতার নানা দাবিকে ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। বিরোধী দলনেতার কথায়, 'উনি বলেছেন রাজ্যের এক কোটি ৭২ লক্ষ মানুষকে দারিদ্র্যসীমার ওপরে তোলা হয়েছে। চাকরি দেওয়া নিয়ে নানা দাবি করছেন।

এরপর দশের পাতায়

পুরাতন মালদায় চেয়ারম্যান নিয়ে জল্পনা

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ২ ডিসেম্বর : পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষের পদত্যাগের পর প্রায় ৮ দিন কেটে গিয়েছে। মঙ্গলবার অবধি নতুন চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করা হয়নি। নতুন চেয়ারম্যান কে হবেন, তা নিয়ে শহরের রাজনৈতিক মহলে চর্চা তুঙ্গে। বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কোন 'যোগ্যতা' বেশি গুরুত্ব পাবে? অভিজ্ঞতা? নাকি তারুণ্য? তা নিয়েও শুরু হয়েছে জল্পনা। দলের একাংশ বলছেন, সুযোগ বেশি কোনও প্রবীণ

বাছাইয়ের অঙ্ক

- বিভূতিভূষণ ঘোষ, বৈশিষ্ট্য ত্রিবেদী, প্রিয়াংকা চৌধুরী গঙ্গোপাধ্যায় ও বিশ্বজিৎ হালদারের নাম উঠে এসেছে
- বিভূতি ও বৈশিষ্ট্য অভিজ্ঞ মুখ, তবে বয়স বেশি

ও অভিজ্ঞ কাউন্সিলারের। আবার নবীন মুখেরও পুরসভার গুরুত্বপূর্ণ পদে বসার সম্ভাবনা রয়েছে। এসবের মধ্যেই বুধবার গাজোলে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর জেলা সফরের মধ্যেই নতুন নাম ঘোষণা করা হবে কি না, সেই চর্চাও চলছে।

বর্তমানে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের দৌড়ে অন্তত চারজন নবীন-প্রবীণ কাউন্সিলারের নাম উঠে এসেছে। বিভূতিভূষণ ঘোষ, বৈশিষ্ট্য ত্রিবেদী, প্রিয়াংকা চৌধুরী গঙ্গোপাধ্যায় ও বিশ্বজিৎ হালদার।

১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিভূতিভূষণ অভিজ্ঞতার নিরিখে অনেকটাই এগিয়ে। ১৯৯৫ সাল থেকে টানা ১০ বছর কংগ্রেসের টিকিটে চেয়ারম্যান ছিলেন। পরবর্তীতে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। তারপর ২০১৪-২০১৫ সাল পর্যন্ত তিনি তৃণমূলের চেয়ারম্যান ছিলেন। সব মিলিয়ে পুর প্রশাসনে প্রায় ১১ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আর একটি বড় গুণ হল, তিনি দক্ষ হাতে সংগঠন সামলাতে পারেন। তবে বিভূতির বয়স হয়েছে। পুরসভা এলাকায় সক্রিয়তা বাড়াতে বয়স্ক মুখকে সুযোগ দেওয়া হবে কি না, সেটাই প্রশ্ন।

চেয়ারম্যান পদের আরেক দাবিদার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বৈশিষ্ট্য ত্রিবেদীর ক্ষেত্রেও অনেকটা একই কথা প্রযোজ্য। ২০০০ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত তিনি ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলেছেন। ২০২১ সালে মাস ছয়েকের জন্য পুর প্রশাসকের দায়িত্বও সামলেছেন। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রেও বয়সটা একটা ফ্যাক্টর। *এরপর দশের পাতায়*

উন্নয়নের পাঁচালি মমতার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : মমতার 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' ইভিএমে তৃণমূলের লক্ষ্মীলাভ ঘটিয়েছিল ২০২১ সালে। আরও একটি নির্বাচন দোরগোড়ায় থাকতে 'উন্নয়নের পাঁচালি' গাওয়ানো শুরু করলেন মুখ্যমন্ত্রী। দুটিই সরকারি প্রকল্প। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) চলাকালীন এই পাঁচালি আসলে তৃণমূল রাজত্বের সাড়ে ১৪ বছরের রিপোর্ট কার্ড। প্রকারান্তরে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের নির্বাচনি ইস্তাহারের অংশবিশেষও বলা যায়।

নবান্নের সভাঘরে মঙ্গলবার ওই রিপোর্ট কার্ড প্রকাশের অনুষ্ঠানে আক্ষরিক অর্থে উন্নয়নের পাঁচালি গেয়ে শোনান সংগীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তী। গানটি যে তাঁর মনে ধরেছে, তা স্পষ্ট হয় উঠে দাঁড়িয়ে তিনি তারিফ করায়। গানটি এরপর সরকারের তরফে প্রচার করা হবে কি না, তা অবশ্য বলেননি কেউ। ওই গানে মমতা জমানায় উন্নয়নের দাবির ফিরিস্তি তুলে ধরা হয়েছে।

রিপোর্ট কার্ড প্রকাশের ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য আগাগোড়া কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার অভিযোগে সোচ্চার ছিলেন। কখনও তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের টাকা আটকে রেখেছে। কিন্তু রাজ্যের মানুষকে আমরা বঞ্চিত করিনি।' আবার কখনও তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে, 'গ্রামীণ রাস্তা, আবাস সহ একাধিক প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। একশো দিনের কাজ প্রকল্পের বরাদ্দ আটকে রাখায় রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে গরিব মানুষকে কাজ দিচ্ছে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এখনও পর্যন্ত ১ লক্ষ ৮৭ হাজার কোটি টাকার বেশি পাই। বারবার অনুরোধ করেও সেই টাকা পাচ্ছি না।'

মঙ্গলবারের সরকারি অনুষ্ঠানে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে মমতা ফের বলেন, 'আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হাতজোড় করে অনুরোধ করছি, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বাঁচাতে শত্রুতা নয়,

এরপর দশের পাতায়

রাজ্যের রিপোর্ট কার্ড

- ১০ বছরে দারিদ্র্যসীমার ওপরে ১ কোটি ৭২ লক্ষ
- কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি ৯.১৬ গুণ, বেকারত্ব হ্রাস ৪০ শতাংশ
- ক্ষুদ্রশিল্পে কর্মসংস্থান ১ কোটি ৩০ লক্ষ
- ৩১ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে ৫০০০ টাকা
- লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ব্যয় ১২ হাজার কোটির বেশি
- রূপশ্রী-তে ব্যয় ৫৫৫৮ কোটি, কন্যাশ্রী ১ কোটির বেশি
- দুয়ারে র‍্যাশনে খরচ ৭ কোটি ৪১ লক্ষ
- ২ কোটি ৪৫ লক্ষ পরিবারকে স্বাস্থ্যসাথী

রাজনীতি হচ্ছে, পরিষেবা কই

মুখ ঢেকে যায় আবর্জনায়

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নম্বর গেটের উলটোদিকে সরকারি জায়গায় রয়েছে রায়গঞ্জ পুরসভার বিশাল ডাস্টবিন। যাতে আশপাশের আবর্জনা সেখানে জমা করা যায়। অথচ অভিযোগ, সেই ডাস্টবিন ব্যবহার করছেন না আশপাশের চায়ের দোকান, হোটেল ও রেস্তোরাঁর কর্মীরা। তাঁরা তাঁদের দোকানে ব্যবহৃত পাতা, গ্লাস ও উচ্ছিষ্টাংশ ফেলছেন পাশের ফাঁকা জায়গায়। ফলে ডাস্টবিন সংলগ্ন এলাকাই এখন ডাস্টবিন।

একটু এগিয়ে জেলখানার কাছে গিয়ে দেখা গেল বীভৎস ছবি। বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে সাফাইকর্মীরা পচনশীল ও অপচনশীল আবর্জনা নিয়ে এসে সেখানে জড়ো করেছেন। ডাস্টবিন ছাপিয়ে জঞ্জাল একেবারে রাস্তার ওপর চলে এসেছে। গোরু-ছাগলের দল সেই আবর্জনার মধ্যে ঢুকে খাবার খুঁজছে। চারদিকে ছড়াচ্ছে। পাশেই পুরসভার তরফে টাঙানো ফ্লেক্সে লেখা 'এখানে আবর্জনা ফেলবেন না' যেন প্রহসন। ওই এলাকার বাসিন্দা তন্ময় দত্ত এখানকার ডাস্টবিন নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'এখানকার ডাস্টবিনের জঞ্জাল নিয়মিত পরিষ্কার হয় না। বাইরের মানুষ শহরে ঢুকলেই এই আবর্জনার স্তূপ দেখেন।' আর এসবের ফলে আশপাশের দোকানদাররা যেমন

উঠছে প্রশ্ন

- রায়গঞ্জ শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে এমন জঞ্জাল জমে থাকার চিত্র অহরহ দেখা যায়
- গত দু'দিন ধরে হাতে বেলচা নিয়ে নিজে সাফাই অভিযানে নেমেছেন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী
- তা নিয়ে আবার কটাক্ষ করেছেন পুরসভার প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস
- শহরবাসীর প্রশ্ন, আবর্জনা সাফাই নিয়ে কেবল রাজনীতি তো হচ্ছে, কাজ কবে হবে

সমস্যায় পড়ছেন, তেমনি পথচলতি অসংখ্য মানুষ এবং ছাত্রছাত্রীদের নাকে রুমাল চাপা দিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। রায়গঞ্জ ব্লক অফিসের ভেতরে পশু হাসপাতালে যাতায়াতের রাস্তাটি আবর্জনায় ভরা। পথ চলতে গেলেই সমস্যা অবধারিত।

এসব কোনও ব্যতিক্রম নয়, উদাহরণ। রায়গঞ্জ শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে এমন জঞ্জাল জমে থাকার চিত্র অহরহ দেখা যায়। গত দু'দিন ধরে হাতে বেলচা নিয়ে নিজে সাফাই অভিযানে নেমেছেন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। তা নিয়ে আবার কটাক্ষ করেছেন পুরসভার প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস। এসবের মধ্যে শহরবাসীর প্রশ্ন, আবর্জনা সাফাইয়ের মতো জরুরি পুর পরিষেবা নিয়ে কেবল রাজনীতির নাটকই তো হচ্ছে, কাজ কবে হবে?

আবর্জনা জমে থাকার একইরকম ছবি এদিন দেখা গেল রায়গঞ্জ পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের জলট্যাংকির গেটে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানালেন, সেখানকার আবর্জনা সাফাইকর্মীদের মর্জিমতো পরিষ্কার করা হয়। একটু এগিয়ে যেতেই ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে পোস্ট অফিস মোড়, সেরিকালচার অফিস মোড়, দেবীনগর বাজারের পাশে এবং শিশু সদনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে জঞ্জালের স্তূপ ঢিপির মতো উঁচু হয়ে আছে। তবে সেখানে সাফাইকর্মীরা কাজ করছিলেন। শিশু সদনের বিপরীতদিকে বাড়ি শিক্ষক সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়ের। বলছিলেন, 'ডাস্টবিন আর নেই। তাই স্কুলের পাশেই ওয়ার্ডের আবর্জনা ফেলা হয়।

এরপর দশের পাতায়

মদ পাচার রুখতে মহিলাদের বিক্ষোভ চলছেই

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২ ডিসেম্বর : মদ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কার্যত জেহাদ ঘোষণা করেছেন বালুরঘাট শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তুড়িপাড়ার বাসিন্দারা। দিনে তো বটেই, রাতেও পালা দিয়ে এলাকা পাহারা দিচ্ছে প্রমীলাবাহিনী। আর প্রমীলাবাহিনীর এমন নজরদারিতে চাপে পড়েছে অবৈধ মদ কারবারে অভিযুক্তরা। অভিযোগ, তারা লুকিয়ে ঘরের ভেতরে মদ বানিয়ে, সেগুলি কায়দা করে এজেন্টদের মাধ্যমে বাইরে পাচার করছিল গত কয়েকদিন ধরে। এই বিষয়টি জেনে যাওয়ার পর তক্কে তক্কে ছিল প্রমীলাবাহিনী। মঙ্গলবার সাতসকালে এমনই এক এজেন্টকে পাকড়াও করে ফেলে তারা। ওই এজেন্টকে তার ভ্যান সহ আটকে রেখে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চলে। পরে বালুরঘাট থানার পুলিশ খবর পেয়ে ওই ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

এদিন দিনভর প্রমীলাবাহিনী এলাকার স্কুল শিক্ষক ও এলাকার অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের কাছে এই লড়াইয়ের পাশে দাঁড়াতে তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবেদন জানায়। সকলেই তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন।

গত দু'দিন ধরে অবৈধ মদ কারবারিরা তেজ দেখালেও এলাকার মহিলাদের জেহাদ দেখে অনেকটাই পিছু হটেছে। প্রমীলাবাহিনী ও পুলিশ মঙ্গলবারও এলাকায় যৌথ তল্লাশি চালায়। তবে এদিন কোথাও মদ পাওয়া যায়নি।

এক আন্দোলনকারী গৃহবধূ এদিন দুপুরে এমনই এক কারবারির বাড়ির দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলছিলেন, 'তোদের এই ব্যবসার

পাড়া পাহারায় প্রমীলাবাহিনী।

জন্য আমার ছেলে ও স্বামী মদ্যপ হয়ে পড়েছে। বাড়িতে সংসার খরচ দেয় না, মারধর করে। আর ওদের যা করার করব, তোদেরও ব্যবসা করতে দেব না।'

ওই বধূর এমন রুদ্রমূর্তি দেখে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর স্বামী বললেন, 'মদ খেতাম, কিন্তু আর খাব না। ছেলে ও পাড়ার অন্যদের কথা ভেবে মহিলারা যে আন্দোলন করছেন, আমরা তার পাশে আছি।'

এরপর দশের পাতায়

কমলার সুবাস কাঁটাতারের ওপারেও

শিলিগুড়ির কাছে বাংলাদেশের পঞ্চগড়, গাজীপুর, ঠাকুরগাঁও, পীরগঞ্জ, নীলফামারি, চুয়াডাঙ্গার মতো অনেক এলাকাতেই মিলছে দার্জিলিংয়ের মান্দারিন।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : কয়েকশো একরজুড়ে চা বাগান, সকালে ঘুম ভেঙে দেখা মিলছে শ্বেতশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘার; আর অসম্পূর্ণ বৃত্ত সম্পন্ন করেছে কমলার সুবাস। শিলিগুড়ি বা জলপাইগুড়ি নয়, এ ছবি কাঁটাতারের ওপারের উত্তরবঙ্গের। ডিসেম্বরে যেন মিনি দার্জিলিং হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের পঞ্চগড় বা ঠাকুরগাঁও। ভারতের উত্তরবঙ্গ আভিজাত্যে মোড়া। সে যেন তার উচ্চতা ও শীতল মেজাজ নিয়ে গর্বিত। তার গল্পে পাহাড়ি স্রোত আর বন্য হাতির ডাক। আর এক উত্তরবঙ্গ কাঁটাতারের ওপারে, বাংলাদেশে, সে মাটির কাছে ঋণী। তার অহংকার ফসলের মাঠে। সে কঠোর পরিশ্রমী, তার গল্প ধরলার বাঁকে আর শীতের তীব্রতায় লেখা। একজন হিমালয়ের ছায়ায় বিলাস খোঁজে, অন্যজন প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবন ফলায়। আপাতত দুই উত্তরবঙ্গকে মিলিয়েছে পাতলা চামড়ার রসালো সোনালি ফল। স্বাদে-গন্ধে হুবহু এক না হলেও দার্জিলিংয়ের প্রজাতির কমলা ফলিয়ে তাক লাগিয়েছে ওপার বাংলার উত্তরবঙ্গ।

শিলিগুড়ির কাছে বাংলাদেশের পঞ্চগড়, গাজীপুর, ঠাকুরগাঁও, পীরগঞ্জ, নীলফামারি, চুয়াডাঙ্গার মতো অনেক এলাকাতেই মিলছে দার্জিলিংয়ের মান্দারিন। যে কমলার নাম শুনলেই পাহাড়ি ঠান্ডা আর কুয়াশার ছবি ভেসে উঠত, তা এখন সমতলের আঙিনায় দুলছে। শখে নয়, বাংলাদেশে কমলার চাষ হচ্ছে বাণিজ্যিকভাবেই। সেদেশের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পঞ্চগড় (বিশেষ করে তেঁতুলিয়া), ঠাকুরগাঁওতেই সবচেয়ে বেশি চাষ হচ্ছে দার্জিলিংয়ের মান্দারিন। সিলেট, মৌলভীবাজার, সাজেক, বাঘাইছড়ি, খাগড়াছড়ি অঞ্চলেও অল্প পরিমাণে চাষ করা হচ্ছে। ২০১০-এর শুরুর দিকে পরীক্ষামূলকভাবে দার্জিলিং কমলার উন্নত জাতের চারা নিয়ে গিয়ে চাষ শুরু করা হয়েছিল। ২০১৫ সালের পর পঞ্চগড়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং কিছু কৃষকের চেষ্টায় বাণিজ্যিকভাবে চাষের এলাকার বিস্তার ঘটে।

টেলিফোনে ঠাকুরগাঁও-এর একটি কমলা বাগানের ম্যানেজার ওমর আলি বলেন, "প্রথম দিকে আমরা বিশ্বাসই করতে পারিনি যে দার্জিলিংয়ের কমলা সমতলে জন্মাতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞান আর পরিশ্রম মিলে যখন প্রথম কয়েকটি গাছে টুকটুকে ফল এল, সবাই তো রীতিমতো অবাক।

এরপর দশের পাতায়

আবহাওয়ার বদলে বক্সায় কমলার ফলনে ধাক্কা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২ ডিসেম্বর : একটা সময় উত্তরবঙ্গজুড়ে বক্সার কমলার সুনাম ছিল। তবে কয়েকবছর ধরে সেই কমলার ফলন যেমন কমেছে, ঠিক তেমন কমলার খ্যাতিও তলানিতে ঠেকেছে। কৃষকরা জানিয়েছেন, চলতি বছরও কমলার ফলন ভালো হয়নি। এরই মধ্যে বক্সার কমলা চাষে সুদিনের স্বপ্ন দেখাচ্ছে দার্জিলিংয়ের মান্দারিন। বক্সার কৃষকদের প্রায় ১০ হাজার মান্দারিন প্রজাতির কমলা গাছের চারা দেওয়া হয়েছে। এই গাছ বড় হয়ে ফল দিতে প্রায় ৫ বছর সময় লাগবে। বর্তমানে সেই সুদিনের অপেক্ষায় দিন গুনছেন বক্সার কমলাচাষিরা।

মূলত, নভেম্বর মাস থেকে বক্সার কমলা আলিপুরদুয়ার শহরের বিভিন্ন এলাকায় পাওয়া যায়। তবে এবছর ফলন কম হওয়ায় জানুয়ারি মাসেও কমলা পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। বক্সার লেপচাখার কমলাচাষি পাসাং দজি ডুকপা বললেন, 'গত বছর কমলার যা ফলন হয়েছিল, সে তুলনায় এবছরের ফলন অনেকটাই কম। আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্যই এমন হচ্ছে।' কমলার ফলন কম হওয়া নিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার উদ্যানপালন আধিকারিক দীপক সরকারের বক্তব্য, 'এবছর শীত দেরিতে পড়েছে। আবহাওয়ায় পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন সবজি, ফুলের ফলন কম হচ্ছে। বক্সার কমলার উপরও এর প্রভাব পড়েছে।'

হাতেগোনা কয়েকজন এখন বক্সা পাহাড়ে কমলা চাষ করছেন।

১৯৯৩ সালের বন্যায় বক্সা পাহাড়ের প্রচুর কমলা গাছ নষ্ট হয়।

> গত বছর কমলার যা ফলন হয়েছিল, সে তুলনায় এবছরের ফলন অনেকটাই কম। আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্যই এমন হচ্ছে।
>
> **পাসাং দজি ডুকপা** কমলাচাষি

এছাড়াও বন্যার ফলে সেখানকার মাটির চরিত্র বদলে যায়। আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে অনেক চাষি কমলা চাষ বন্ধ করে দেন। মূলত সেই সময় থেকেই বক্সার কমলা চাষে অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করে। দিন যত এগিয়েছে, সেই অন্ধকার আরও গাঢ় হয়েছে। এখন হাতেগোনা কয়েকজন বক্সা পাহাড়ে কমলা চাষ করছেন। তবে এবছর ফলন কম হওয়ায় সেই চাষিদেরও মন খারাপ। অন্যদিকে, আগের তুলনায় কমলা চাষে খরচও অনেকটা বেড়েছে বলে জানাচ্ছেন কৃষকরা। এই অবস্থায় ফলন কম হওয়ায় মাথায় হাত কৃষকদের। বক্সা বিকাশ অভিযানের সম্পাদক বিকাশ থাপার কথায়, 'বক্সার কমলা চাষের যে পরিস্থিতি ছিল সেটার বদল হয়েছে। আগে কীটনাশক ছাড়াই ভালো ফলন হত। তবে এখন কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই খরচ বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতেও সেভাবে আগের মতো ফলন হচ্ছে না।'

এইডস সচেতনতা

নিউজ ব্যুরো

২ ডিসেম্বর : এইচআইভি প্রতিরোধ এবং নিরাপদ যৌন সম্পর্ক নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ ম্যানকাইন্ড ফার্মার কন্ডোম ব্র্যান্ড ম্যানফোর্স কন্ডোমসের। বিশ্ব এইডস দিবসে বিখ্যাত ডিজাইনার অ্যাশলে রেবেলোর সঙ্গে যৌথভাবে একটি ফ্যাশন শো-র আয়োজন করে ব্র্যান্ডটি।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মালাইকা অরোরা এবং সানি লিওনি। ফ্যাশন শো-র পাশাপাশি যৌন সুস্থতা নিয়েও আলোচনা করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে 'সাথী' নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে ১১ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করা হয় ম্যানকাইন্ড ফার্মার তরফে। এই সংস্থা ২০৩০ সালের মধ্যে ভারত থেকে এইডস নির্মূল করার লক্ষ্যে কাজ করছে। পাশাপাশি, ২০০২ সাল থেকে প্রান্তিক মানুষদের স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা নিয়েও কাজ করে আসছে।

কর্মখালি

একজন বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে কোলকাতায় চিকিৎসা করার জন্য ৫/৬ দিনের আয়া (মাসি) দরকার। M : 8944803768.

•

আলিপুরদুয়ার/কুচবিহারবাসীদের বাড়ি থেকে কাজ করে দারুণ আয়ের সুযোগ (Age-25-60)। 9474875922. (K)

•

Wanted an Assistant Teacher, B.Sc (Pass) in Bio-Science with B.Ed in Maternity Leave Vacancy, SC Category upto 10.04.2026. Apply to the Secretary, Siliguri Netaji High School, P.O. Siliguri, Dt. Darjeeling with attested copies of testimonials within 10 days. (C/119465)

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, পুরুষ বা মহিলা বয়স 35-এর মধ্যে। অভিভাবক ও Document সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M No- 9679967639. (C/119461)

অ্যাফিডেভিট

আমি Charu Mandal S/o- Digambar Mandal, Vill- Boro Gosaipur, P-O- Khaskol Chandipur, P.S.- English Bazar, Pin-732207. আমার ছেলের জন্ম সংসাপত্রে যার Reg. No- 5510 Dt. -11/05/2012 আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 9/09/2025-এ প্রথম শ্রেণি J.M কোর্ট মালদার অ্যাফিডেভিট বলে Kumar Sanu Mandal থেকে Sanu Kumar Mandal করা হলো। (C/115443)

•

আমি Tasbir Fatema W/o- Md. Mahafuj Alam Vill- Kamaltipur P.O. K.B Jhowbona P.S. Manikchak Dist Malda Pin-732209. আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে নং-B/2023/442559 dt. 17/04/2023 ও তার আধার কার্ডে (নং 2698 7733 5444) আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত ৯.১০.২৫-এ প্রথম শ্রেণী J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Sabasirin Fatema থেকে Shirin Fatema করা হল যা উভয় একই ও অভিন্ন ব্যক্তি। (M-115444)

•

আমি Sreebash Chandra Saha মধ্যপাড়া ওয়ার্ড নং-১২ ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি E.M. কোর্ট-এ অ্যাফিডেভিট (নং-২২৮৩৭ তাং ২১/১১/২০২৫) শপথ করিয়া ঘোষনা করিলাম যে, Sreebash Chandra Saha এবং Sree Sribash Chandra Saha এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, এবং আমার পিতা Phonindra Mohan Saha (সঠিক) ও Phanindra Mohan Saha এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (A/B)

অ্যাফিডেভিট

আমি Subir Kumar Das, পিতা Late Shankar Das, ঠিকানা- টিউমল পাড়া, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, পিন-734001। আমার বিভিন্ন সরকারি নথিতে আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 18/11/2025 তারিখে শিলিগুড়ি মহকুমা দেওয়ানী ও ফৌজদারি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার বাবার নাম Chinmoy Das থেকে Shankar Das করা হইল। যা উভয় নামই এক ও অভিন্ন ব্যক্তির। (C/119464)

•

I, Sarita Sharma, D/o Bhim Prasad Sharma, W/o Dwarika Sharma, Residing at Purba Khayerbari, Madarihat, Alipurduar-735220, shall henceforth be known as Sarita Kharel Sharma as declared before the Notary Public at Alipurduar Court, vide affidavit no 14/25, dated 02.12.2025. Sarita Sharma & Sarita Kharel Sharma both are same and identical person. (C/118752)

•

আমি Ranjan Kumar Mandal S/o- Lt. Mahendra Nath Mandal, গ্রাম-মানিকপুর, পোঃ মাদাপুর, থানা- ইংঃবাজার, মালদা, আমার ছেলের জন্ম সংশাপত্রে যার Reg No- 6340, Dt. 28/03/2016 আমার ছেলের ডাক নাম থাকায় গত 20/11/25-এ প্রথম শ্রেণী J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Swadhin Mandal থেকে Samrat Mandal করা হলো। (M-115445)

মাহুতদের যত্নে বড় হচ্ছে লাকি

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২ ডিসেম্বর : মাহুতকে ফিডিং বোতলে গুঁড়ো দুধ আনতে দেখলেই ছুটে আসছে নাদুসনুদুস চেহারার প্রাণীটি। নাদুসনুদুস চেহারার প্রাণীটি অর্থাৎ 'লাকি', গত দুর্যোগের সময় উদ্ধার হওয়া যে হস্তীশাবকটির নামকরণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বনকর্তারা জানাচ্ছেন, খাওয়াদাওয়ার পর ঘুম দেওয়ার অভ্যাস তৈরি হয়েছে লাকি-র। বাকি সময়টা কেটে যাচ্ছে মাহুতদের সঙ্গে খুনশুটি করে। হলং সেন্ট্রাল পিলখানায় সকলের পরিচর্যা ও আদরে বড় হয়ে উঠছে হস্তীশাবকটি।

হলং সেন্ট্রাল পিলখানায় সকলের পরিচর্যায় বড় হয়ে উঠছে হস্তীশাবক লাকি।

বস্তুত, ৫ অক্টোবর মেচি নদীতে ভেসে যাওয়ার সময় শাবকটিকে উদ্ধার করা হয়। ৮ অক্টোবর সেটিকে জলদাপাড়ায় আনা হয়। এরপর ১৫ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শাবকটির নাম দেন 'লাকি'। উদ্ধার হওয়ার সময় লাকি-র বয়স ছিল মাত্র ১৫ দিন। বর্তমানে লাকি-র বয়স ৪০ দিন পেরিয়েছে। একরত্তিটিকে মাতৃস্নেহে বড় করে তুলছেন জলদাপাড়ার অভিজ্ঞ দুই মাহুত ফারুক ইসলাম ও নির্মল কুজুর। পাশাপাশি প্রাণী চিকিৎসক উৎপল শর্মার চিকিৎসা ও বনকর্তাদের নজরদারিতে অনেকটাই বিপন্মুক্ত সে।

বনকর্তাদের বয়ান অনুযায়ী, খাবারের প্রতি তেমন কোনও অনীহা নেই মাদি হস্তীশাবকটির। লাকি-র সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য, ফিডিং বোতলে গুঁড়ো দুধ। মাহুতরাও সেটিকে জড়িয়ে ধরে আদর করেন। দৃশ্যত মনে হয়, যেন বাবা-মেয়ের খুনশুটি চলছে। জলদাপাড়ার বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান বললেন, 'বর্তমানে হস্তীশাবকটিকে আইসোলেশন সেন্টার থেকে বের করে একটু জঙ্গলের পরিবেশে রপ্ত করানো হচ্ছে।'

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ

মাদারিহাট

নবিকান্ত ঝা জানালেন, সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমানোর আগে পর্যন্ত লাকি-র ওপর নজর রাখা হয়। নিয়মিত শরীর-স্বাস্থ্যের পরীক্ষা করানো হয়। তবে তিনি এ-ও বলেন, 'হলং সেন্ট্রাল পিলখানায় অন্য দুই অনাথ শাবক, গজরাজ ও তিস্তারানি রয়েছে। কিন্তু ওরা অনেকটাই বড়। সেইজন্য লাকি-কে এখনও ওদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়নি।'

প্রাণী চিকিৎসক উৎপল শর্মা বললেন, 'শাবকটি অনেকটাই ভালো রয়েছে। তবে, হাতির শাবকেরও মানুষের বাচ্চার মতো অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ওরা যেহেতু কথা বলতে পারে না, তাই লাকি-কেও মানুষের বাচ্চার মতো পরিচর্যা করা হচ্ছে।'

বিভাগীয় বনাধিকারিক বলেন, 'যে কোনও হস্তীশাবককে মায়ের দুধ ছাড়া বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়ে। তবে আমাদের পরিকাঠামো যথেষ্ট মজবুত। সেইজন্যে এখনও পর্যন্ত আমরা এব্যাপারে ৯৯ শতাংশ সফল।'

মাহুত ফারুক ইসলাম বলেন, 'লাকি-রা আমাদের সন্তানের মতোই। ওরা অবোলা প্রাণী। কথা বলতে পারে না। সেইজন্য ওদের প্রতি বেশি যত্নশীল হতে হয়। সারাক্ষণ ওর সঙ্গেই থাকি। আত্মীয়পরিজনদের বাড়ি যাওয়াও প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে আমাদের। আর ওইটুকু দুধের শিশুকে একা ফেলে যেতেও মন চায় না।' ক্রমে সকলের নয়নের মণি হয়ে উঠছে 'লাকি'।

দলছুট তিন হাতি ভাবাচ্ছে বনকর্মীদের

শুভাশিস বসাক,

ধূপগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : জঙ্গলে ফিরলেও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকছে না জখম হাতি। তোতাপাড়া থেকে রেতি জঙ্গল হয়ে দলগাঁও ফিরতে পারে হাতিটি। এই পরিস্থিতিতে করিডরে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এদিকে দলগাঁও জঙ্গলে ঢুকে যাওয়া দলের অপর হাতি দুটিও মাদারিহাটের দিকে এগোচ্ছে। এই তিনটি হাতিই এখন মাথাব্যথার কারণ বন দপ্তরের। দলছুট হাতিগুলিকে নিয়ে বর্তমানে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন মোরাঘাট, বিন্নাগুড়ি ও দলগাঁও রেঞ্জের বনকর্মীরা।

ট্রেনের ধাক্কায় দুই হাতির মৃত্যুতে তাদের দলটি দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। আহত হাতিটি এবং তার দলের আরও দুই সঙ্গী দলগাঁও জঙ্গলে যাওয়ার ফলেই দলটি বর্তমানে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। একসঙ্গে তিন সঙ্গীকে আনা সম্ভব হলেই বন দপ্তরের মাথাব্যথা কমবে। কিন্তু এই কাজটাই চ্যালেঞ্জ।

মোরাঘাটের রেঞ্জ অফিসার চন্দন ভট্টাচার্য বলেন, 'জখম হাতিটি খুট্টিমারির জঙ্গলে একাই ছিল। আর একাই তোতাপাড়া জঙ্গলে ঢুকেছে। তারপর দলগাঁও জঙ্গলে ঢুকতে পারে। সেই কারণে করিডরে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।'

এদিকে বন দপ্তর সূত্রে খবর, দুটি হাতি ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যুর পর দলের বাকি তিনটি হাতি বিক্ষিপ্তভাবে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এর মধ্যে একটি সামান্য জখম হয়ে মোরাঘাট জঙ্গলে ঢুকে যায় এবং বাকি দুইটি হাতি দলগাঁও জঙ্গলে চলে যায়। বর্তমানে দলগাঁও জঙ্গলেও দুটি হাতি এক স্থানেই দাঁড়িয়ে থাকছে না। জঙ্গলপথে ক্রমশ মাদারিহাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

জলদাপাড়া জঙ্গলেই বেশি ঘোরাফেরা করত পাঁচটি হাতির ওই দলটি। দুই সঙ্গী হারানোয় বাকি তিনটি হাতিকে এক জায়গায় করে দিলে হয়তো একাকিত্ব ঘুচতে পারে। তা না হলে জখম হাতি কতটা হিংস্র হতে পারে, তা ভাবাচ্ছে বনকর্মীদের। বর্তমানে তোতাপাড়া জঙ্গলে জখম হাতিটি

ধূপগুড়ি

থাকলেও সেটি বানারহাট হিন্দি কলেজের করিডর হয়ে রেতি জঙ্গলে ঢুকলেই বনকর্মীদের চাপ অনেকটা মিটবে।

এক বন আধিকারিকের কথায়, 'রেতি জঙ্গলের সঙ্গে দলগাঁও রেঞ্জের জঙ্গলপথে খুব সহজেই চলাচল করা যায়। আর হাতিটিও একই দিকে এগোচ্ছে। কোনও অস্বাভাবিক কিছু না দেখায় জখম হাতিটিকে বিরক্ত করা হচ্ছে না। একইসঙ্গে ক্ষতচিহ্নও বিশেষ নজরে আসেনি। যত দ্রুত সম্ভব স্বাভাবিকভাবেই দলের সবক'টি হাতি এক জায়গায় চলে এলেই চিন্তা মিটবে এবং কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে।'

১৫টি স্টেশনে টিকিট ভেন্ডিং মেশিন

জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : অসংরক্ষিত কামরার টিকিট পেতে যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে তিন জেলার ১৫টি স্টেশনে অটোম্যাটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন বসাল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে ডিভিশনের অধীনে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার ১৫টি স্টেশনে ২১টি অটোম্যাটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন বসানো হয়েছে। নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, আলিপুরদুয়ার জংশন, হাসিমারা, নিউ মাল, দিনহাটা, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, ফালাকাটা, বামনহাটের মতো স্টেশনে অসংরক্ষিত কামরার জন্য এই ভেন্ডিং মেশিনগুলি বসেছে। যাত্রীরা এই মেশিন থেকে প্ল্যাটফর্ম টিকিটও কাটতে পারবেন। রেলের থেকে নির্দিষ্ট মূল্যের স্মার্ট কার্ড আগে তৈরি করতে হবে। ভেন্ডিং মেশিনে সেই স্মার্ট কার্ড ঢুকিয়ে টিকিট কাটা যাবে। সেজন্য স্মার্ট কার্ড থেকে ব্যালেন্স কেটে নেবে মেশিন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানিয়েছেন, কাউন্টারে ভিড়ে না দাঁড়িয়েই এই ভেন্ডিং মেশিনের মাধ্যমে প্ল্যাটফর্ম এবং অসংরক্ষিত কামরার টিকিট কাটার সুবিধা পাবেন যাত্রীরা।

ঝলসে মৃত্যু বৃদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : ভোররাতে নিজের ঘরেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। ঘটনাটি দার্জিলিং শহর লাগোয়া পুল বিজনবাড়ি ব্লকের স্টেনথাল চা বাগানের। মৃতের নাম রূপমণি রাই (৬৯)। তিনি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। চা বাগান লাইনের বহু পুরোনো কাঠের বাড়িতে স্বামী মহাবীর রাই ও ছেলেকে নিয়ে রূপমণি বসবাস করতেন। স্থানীয়দের দাবি, মঙ্গলবার ভোর ৩টা নাগাদ ওই বাড়িতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। প্রথমে নাকি কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি পরিবারের সদস্যরা। পরে বিষয়টি টের পেয়ে বাবা আর ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। এগিয়ে যান প্রতিবেশীরাও। পরিবার ও প্রতিবেশীদের দাবি, আগুন পুরো ঘরটি গ্রাস করেছিল। ফলে শয্যাশায়ী রূপমণিকে উদ্ধার করতে আর ভেতরে ঢোকা সম্ভব হয়নি। বিছানায় শুয়েই অগ্নিদগ্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। স্থানীয় বীরেন লামা জানালেন, বাড়িতে আগুন লাগার খবর পেয়ে দার্জিলিং দমকলকেন্দ্র থেকে একটি ইঞ্জিন এলেও বাগানের সংকীর্ণ রাস্তার কারণে ইঞ্জিন ঢুকতেই পারেনি।

সিডেটিভ ড্রাগস সহ ধৃত

জয়গাঁ, ২ ডিসেম্বর : সিডেটিভ ড্রাগস সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করল জয়গাঁ থানার পুলিশ। এদিন সন্ধ্যায় জয়গাঁ শহরের গেরিগাঁও থেকে এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে মোট ৩৫৪টি সিডেটিভ ট্যাবলেট পাওয়া যায়। ধৃতদের নাম মহম্মদ হাসান, রাজেন্দ্র ছেত্রী ও কুমার রায়। তাঁরা প্রত্যেকেই জয়গাঁর বাসিন্দা। আগামীকাল তাঁদের আদালতে তোলা হবে।

ধৃতরা কোথা থেকে সিডেটিভ নিয়ে এসেছিল, চক্রের পান্ডা কারা তা জানার চেষ্টা চলছে।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন ৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

Notice

Notice is hereby given that my client namely, Sudesh Singha, Son of Gajen Singha and others, resident of Putimari, P.O. & P.S. Bagdogra, Dist. Darjeeling have applied for correction of Khatian/ Record-of-Rights before the B.L.&L.R.O, Naxalbari, Dist. Darjeeling, with respect to the land, in Plot No. R.S. 341, L.R. 268/516, J.L. No. 100, Mouza-Putimari, P.S. Bagdogra, Dist. Darjeeling. Any person/s who have purchased the said land after 08-05-2017 by virtue of Power of Attorney vide No. 460/2015 have any claim/ objection in the said land may contact/inform the B.L.&L.R.O, Naxalbari, Dist. Darjeeling within 7 days from the date of publication of this notice.

Armita Paul
Advocate, Siliguri

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭৬০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭৬১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণ, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা : ৪২৩১/ বিডিও (বালুরঘাট) তারিখ : ০২/১২/২০২৫

ডাঙ্গা বিজয়শ্রী জুনিয়র বেসিক স্কুল আশ্রম হোস্টেল-এ ১(এক) বছরের জন্য চুক্তির ভিত্তিতে একজন করে হোস্টেল সুপার, কুক (রাঁধুনি) ও হেল্পার (সহায়িকা) নিয়োগ করা হবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১২-১২-২০২৫ দুপুর ৩.০০ টা পর্যন্ত। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণ, বালুরঘাট-এ আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে।

বিস্তারিত তথ্য ও আবেদনপত্রের জন্য সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণ, বালুরঘাট-এর অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ এবং ডাঙ্গা বিজয়শ্রী জুনিয়র বেসিক স্কুল-এ যোগাযোগ করুন।

স্বাক্ষরিত/-
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, বালুরঘাট

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ আবার বিবাহ অভিযান, দুপুর ১২.৪৫ অগ্নি, বিকেল ৪.০০ মস্তান, সন্ধে ৭.১৫ বাঘ বন্দি খেলা, রাত ১০.৩০ অন্যায় অবিচার

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মান মর্যাদা, দুপুর ১.০০ খোকা ৪২০, বিকেল ৪.০০ রণক্ষেত্র, সন্ধে ৭.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, রাত ১০.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ শপথ নিলাম, দুপুর ১২.০০ আক্রোশ, ২.৩০ অভিমন্যু, বিকেল ৫.০০ আশ্রয়, রাত ১০.৩০ বিরোধ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মেজ দিদি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অনুরোধ

জি সিনেমা : দুপুর ১.০২ গদর- এক প্রেম কথা, বিকেল ৪.৫৪ সূরয়া-দ্য সোলজার, রাত ৮.০০ সিংহম এগেইন, ১০.৫০ দ্য রিয়েল ডন রিটার্নস-টু

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.০৫ দিওয়ানা মস্তানা, বিকেল ৩.০০ দিল হ্যায় তুমহারা, সন্ধে ৬.৫৫ অর্জুন, রাত ১০.১৫ অমর আকবর অ্যান্থনি

জি বলিউড : বেলা ১১.২৩ দিল কা কেয়া কসুর, দুপুর ২.১৯ অনোখা বন্ধন, বিকেল ৫.১৯ ম্যায় তেরা দুশমন, রাত ৮.০০ নদিয়া কে পার

অমর আকবর অ্যান্থনি রাত ১০.১৫ কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

দ্য বিগ ড্রাই রাত ১০.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

আবার বিবাহ অভিযান সকাল ১০.১৫ জলসা মুভিজ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : স্ত্রীর প্রচেষ্টায় ব্যবসায় ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন। সন্তানের পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয়ে চিন্তা কেটে যাবে। আর্থিক শুভ। বৃষ : আজ রাস্তাঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। বাড়ির কোনও কাজে খরচ বেশি হবে। মিথুন : বাবার পরামর্শে সংসারের অচলাবস্থা কেটে যাবে। সামান্য কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। কর্কট : দূরের কোনও আত্মীয়ের সুপারিশে ভালো সংস্থায় চাকরি পেতে পারেন। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে আনন্দ। সিংহ : রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভোগান্তি হতে পারে। ব্যবসায়ে আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হওয়ায় মানসিক চাপ বাড়বে। কন্যা : সামান্য বিষয় নিয়ে বাড়িতে অশান্তি হতে পারে। বন্ধুর কারণে কিছু টাকা গচ্চা যেতে পারে। তুলা : শিল্পী ও কলাকুশলীরা নতুন কাজের বরাত পাবেন। কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। অনিদ্রাজনিত রোগকে অবহেলা করবেন না। বৃশ্চিক : উচ্চশিক্ষার পড়ুয়ারা ভিনরাজ্যে ভালো সুযোগ পেতে চলেছেন। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। ব্যবসায় আজ বিনিয়োগ করতে পারেন। ধনু : ব্যবসায় কর সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে মানসিক চাপ বাড়বে। বহুদিনের কোনও স্বপ্নপূরণের দিন আজ। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পাবেন। মকর : পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিবাদে সংসারে শান্তি বিঘ্নিত হবে। অতিরিক্ত বিলাসিতায় খরচ বাড়বে। বিদ্যার্থীদের শুভ। কুম্ভ : পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব বাড়বে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। মীন : কোনও কারণে মানসিক অস্থিরতা বাড়বে। অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা এড়িয়ে চলুন। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ১২ অগ্রহায়ণ, ৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৬ অঘোন, সংবৎ ১৩ মার্গশীর্ষ সুদি, ১১ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৭, অঃ ৪।৪৮। বুধবার, ত্রয়োদশী দিবা ৯।৫৮। ভরণীনক্ষত্র সন্ধ্যা ৪।৪৯। পরিঘযোগ অপরাহ্ণ ৪।২৮। তৈতিলকরণ দিবা ৯।৫৮ গতে গরকরণ রাত্রি ৮।৪৮ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, সন্ধা ৪।৪৯ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ১০।২৪ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তের শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, সন্ধা ৪।৪৯ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে দিবা ৯।৫৮ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৮।৪৭ গতে ১০।৭ মধ্যে ও ১১।২৭ গতে ১২।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৪৭ গতে ৪।২৭ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, প্রাতঃ ৬।২২ গতে পূর্ব্বেও নিষেধ, দিবা ৯।৫৮ গতে যাত্রা নাই, সন্ধা ৪।৪৯ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৮।৪৭ গতে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৯। ৫৮ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের ও অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২ মধ্যে ও ৭।৪৪ গতে ৮।৩২ মধ্যে ও ১০।৩৩ গতে ১২।৪০ মধ্যে ও রাত্রি ৫।৪৮ গতে ৬।৪১ মধ্যে ও ৮।২৯ গতে ৩।৩৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।২ গতে ৭।৪৪ মধ্যে ও ১।১২ গতে ৩।২৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শিক্ষকের নামে থানায় নালিশ

পতিরাম, ২ ডিসেম্বর : পাগলিগঞ্জ আটইর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিম্নমানের পোশাক বিলির অভিযোগ ঘিরে সোমবার উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, এদিন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ব্রতীনকুমার রায়ের সঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তীব্র বচসা হয়। শিক্ষক দাবি করেন, গোষ্ঠীর নেত্রী তাঁকে মারধর করার চেষ্টা করেন। ঘটনার পর মঙ্গলবার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা পতিরাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। গোষ্ঠীর নেত্রী লায়লা আর্জু বলেন, 'ওই শিক্ষক মিথ্যে অভিযোগ ছড়াচ্ছেন। আমাদের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করেছেন।' এখন দু'পক্ষের অভিযোগে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কিশোরের দেহ কুয়োয়

রতুয়া, ২ ডিসেম্বর : নিখোঁজ হওয়ার কুড়ি ঘণ্টা পর দেহ মিলল কিশোরের। ঘটনা রতুয়া থানার মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের জগবন্ধুটোলা গ্রামের। মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে পড়শি রাজ্য বিহারের এক প্রাথমিক স্কুলের কুয়ো থেকে। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃত কিশোরের নাম অঙ্কুর সরকার। বয়স ১৫ বছর। সোমবার সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল অঙ্কুর। আর বাড়ি ফেরেনি। শেষে মঙ্গলবার বিকেলে কাটিহার জেলার আমদাবাদ থানার বিনোদটোলা গ্রামের আনন্দমার গুরুকুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কুয়োতে তার মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা।

বাল্যবিবাহ রুখল পুলিশ

কুশমণ্ডি, ২ ডিসেম্বর : সোমবার রাতে হরিরামপুর ব্লকের ১৫ বছরের নাবালিকা কুশমণ্ডিতে প্রেমিকের বাড়িতে চলে আসে। চাইল্ডলাইন মারফত খবর পেয়ে রাতেই তাকে প্রেমিকের বাড়ি থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। কুশমণ্ডির আইসি তরুণ সাহা জানিয়েছেন, নাবালিকাকে মালদার এক হোমে পাঠানো হয়েছে। প্রেমিকের বাবা অবশ্য মুচলেকা দিয়ে পুলিশকে জানিয়েছেন, নাবালিকা প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা বিয়ের ব্যবস্থা করবেন না।

সম্মানিত প্যারা অ্যাথলিট

হিলি, ২ ডিসেম্বর : জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতায় সোনাজয়ী হিলির প্যারা অ্যাথলিট শুভজিৎ চৌধুরীকে পুরস্কৃত করল পশ্চিমবঙ্গ নারী ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর। মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের আগে, কলকাতার রোটারি সদনে ক্রীড়াক্ষেত্রে অসাধারণ নৈপুণ্যের জন্য 'বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ সম্মান'-এ শুভজিৎকে পুরস্কৃত করেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। মেডেল, স্মারকপত্র ও আর্থিক সাহায্য তুলে দিয়ে শুভজিৎকে সম্মানিত করে নারী ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর। এ প্রসঙ্গে শুভজিৎ বলেন, 'রাজ্য সরকারের সম্মান ও সাহায্যে পেয়ে ভালো লাগছে।'

প্রতিবাদ

কুমারগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : নিম্নমানের কাজের অভিযোগে গ্রামবাসী রাস্তা সংস্কারের কাজ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে দেন। ধর্মপুর থেকে কুরাহা পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। মঙ্গলবার থেকে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়। কিন্তু সঠিক মানের কাজ হচ্ছে না বলে গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ জানান। পরে ঠিকাদারি সংস্থার প্রতিনিধিরা এসে সঠিক মান বজায় রেখে কাজ করার আশ্বাস দেওয়ার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং পুনরায় কাজ শুরু হয়।

বাজেয়াপ্ত সোনা গায়েব মামলার কিনারা

শুল্ককর্তার যাবজ্জীবন

সুবীর মহন্ত ও বিধান ঘোষ

বালুরঘাট ও হিলি, ২ ডিসেম্বর : যার হেপাজতে বাজেয়াপ্ত সরকারি সম্পত্তি রাখা হয়েছিল, সেই ফের করেছিল চুরি। শুধু তাই নয়, ঘটনায় নিজের নাম যাতে না জড়ায় তাই থানায় মিথ্যে অভিযোগও দায়ের করে। বাজেয়াপ্ত হওয়া সোনা গায়েব করার সেই মামলায় অভিযুক্ত কাস্টমসের হিলি প্রিভেনশন ইউনিটের ইনস্পেকটর বালাদিত্য বারিকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। সোমবার মামলায় বালাদিত্যকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। মঙ্গলবার বালুরঘাট জেলা আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক (ফাস্ট কোর্ট) সন্তোষকুমার পাঠক অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেন।

ঠিক কী হয়েছিল? বিএসএফের তরফে বাজেয়াপ্ত হওয়া সাতটি সোনার বিস্কুট ২০২২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর হিলি কাস্টমস প্রিভেনশন ইউনিটে জমা দেওয়া হয়। মোট ৮১৬.৩৬০ গ্রাম ওজনের সোনার বারের সেসময় বাজারমূল্য ছিল ৪০ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকারও বেশি। ইউনিটের ইনস্পেকটর বালাদিত্য প্রক্রিয়া মেনে সোনা নিজের হেপাজতে নিয়ে নেয়। এরপর সে হাওড়ায় নিজের বাড়িতে ছুটিতে চলে যায়। ওই বছরেরই ৭ নভেম্বর হিলি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করে সে জানায়, সোনাগুলি যে বাক্সে ভরে তিনি লকারে রেখে গিয়েছিলেন, সেই বাক্সটি গায়েব। দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করে হিলি থানার পুলিশ। বালাদিত্য সহ অফিসের অন্য কর্মীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে পুলিশি তদন্তে স্পষ্ট হয়, বালাদিত্যই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। তাকে হেপাজতে নিয়ে তদন্ত চলে। দীর্ঘদিন মামলা চলার পরে সোমবার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর এদিন তার কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় বালুরঘাট আদালত।

যে এলাকাকে ঘিরে সব ঘটনার শুরু সেই হিলি বন্দরে গিয়ে এদিন দেখা গেল যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের তেমন জোর নেই। ভিসাযাত্রীদেরও ভিড় নেই। বিএসএফ-বিজিবি জওয়ানরা খোশমেজাজে নজরদারি চালাচ্ছেন। শীতের শান্ত পরিবেশে হিলি স্থলবন্দর নিজের মতো রয়েছে। বছরতিনেক আগে বন্দরের শুল্ক দপ্তর থেকে সোনা উধাওয়ের ঘটনায় রায় ঘোষণা হওয়ায় এদিন বন্দরের বিভিন্ন মহলে কিছুটা গুঞ্জন উঠেছিল। কিন্তু বাস্তবে অবশ্য কেউ এনিয়ে মুখ খুলতে রাজি হননি।

বালুরঘাট আদালতে সরকারি আইনজীবী ঋতব্রত চক্রবর্তী বলেন, 'বিএসএফের উদ্ধার করা সোনা কাস্টমসে জমা করা হয়েছিল। সেগুলি হারিয়ে যাওয়ার মামলা দায়ের করেছিলেন ওই কাস্টমস অফিসার। তদন্তে নেমে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল। মামলাতে তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।' তদন্ত চলাকালীন ২০২৩ সালের মে মাসে পুলিশ শুল্ক দপ্তরের অস্থায়ী দুই কর্মী চন্দ্রদেব সিং এবং গৌরাঙ্গ দাসকে গ্রেপ্তার করেছিল। এদিকে বিচার বিভাগীয় তদন্তে বালাদিত্যকেও আগেই বরখাস্ত করে কাস্টমস। এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে অবৈধ এক সোনা ব্যবসায়ী পার্থ সাহাকেও পুলিশ হেপাজতে নেয়। দফায় দফায় জেরা করে বালাদিত্যের বিরুদ্ধে তথ্য পান তদন্তকারীরা। এরপর কলকাতায় থেকে হিলি থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছিল। যদিও আদালতে বিচার চলাকালীন অস্থায়ী শুল্ক দপ্তরের দুই কর্মী ও সোনা ব্যবসায়ী মুক্তি পান। এছাড়া ২০২৪ সালে অভিযুক্ত কাস্টমস ইনস্পেকটরও জামিন পেয়েছিল। মামলার এতদিন পর অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা হল।

সিনেমার মতো

- ২০২২ সালে হিলি কাস্টমস প্রিভেনশন ইউনিটে জমা দেওয়া হয় ৮১৬.৩৬০ গ্রাম ওজনের সোনার বার
- ইউনিটের ইনস্পেকটর বালাদিত্য বারিক প্রক্রিয়া মেনে সোনা নিজের হেপাজতে নিয়ে নেয়
- ওই বছরেরই ৭ নভেম্বর হিলি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করে সে জানায়, সোনা গায়েব
- পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে ওই আধিকারিক নিজেই ঘটনায় জড়িত রয়েছে

পড়ন্ত বেলা।। বালুরঘাট শহরে মঙ্গলবার। ছবি : মাজিদুর সরদার

মালদা নিয়ে শুভেন্দুর ত্রিফলা আক্রমণ

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২ ডিসেম্বর : ভূতনির ভাঙন রোধে ব্যর্থতা। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনে ব্যর্থতা। আর পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা। মঙ্গলবার মালদা সফরে এসে স্থানীয় ৩টি ইস্যুতে প্রশাসনকে তীব্র কটাক্ষ করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার তিনি মালদায় রঘুনাথ জিউ মন্দিরের প্রবেশদ্বারে থাকা বজরঙ্গবলীর মূর্তির উদ্বোধন করতে আসেন। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি ওই ৩টি ইস্যুতে আক্রমণ শানান।

এদিন বিকেলে পুরাতন মালদার একটি বিলাসবহুল হোটেলে উত্তর মালদার বিজেপি নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন শুভেন্দু। সেই সভায় সংবাদমাধ্যমের প্রবেশাধিকার ছিল না। তবে সাংগঠনিক সভা শুরুর আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিরোধী দলনেতা। সেখানেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে কটাক্ষ করেন। বলেন, 'তিনটি বিধানসভা নির্বাচন ধরে আপনি ভাঙা রেকর্ড বাজিয়ে যাচ্ছেন। ভূতনি নিয়ে আপনার মিথ্যাচার, চাই সমাজকে নিয়ে আপনার মিথ্যাচার মানুষ জেনে গিয়েছেন। ২০১৬ সালে সাবিত্রী মিত্রকে জেতানোর জন্য আপনি চাই সমাজের উন্নয়নের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূরণ করেননি। ভাঙন রোধ নিয়ে আপনি প্রতিশ্রুতি পূরণ করেননি।' পাশাপাশি শুভেন্দুর অভিযোগ, মালদায় আম ও লিচু নিয়ে অনেকগুলো ফুড প্রসেসিং ইউনিট তৈরি করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেসব কিছুই করেননি। মালদার একটি জ্বলন্ত সমস্যা হল পরিযায়ী শ্রমিকের সমস্যা। সেই প্রসঙ্গ টেনে এনে শুভেন্দু বলেন, 'আপনি এই জেলার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে পরিযায়ী শ্রমিক ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এখনও এই জেলাতে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে তরুণরা পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে অন্য রাজ্যে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।' তাঁর কটাক্ষ, 'যখন তাঁদের (পরিযায়ীদের) দেহ ফিরে আসে, যখন আত্মীয়স্বজনদের চোখের জল পড়ে, তখন আপনার মন্ত্রী আর ডিএমরা যান চেক আর ফুল নিয়ে। আর বলেন, তু খিচ মেরি ফোটো...।' মালদায় পূর্ণাঙ্গ বিমানবন্দর না হওয়ার জন্যও মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করেন তিনি। বিএলও-দের মৃত্যুর ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তেরও দাবি করেন।

এদিন বেলা আড়াইটা নাগাদ সড়কপথে তিনি মালদা এসে পৌঁছান। এরপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম সেরে বেলা তিনটা নাগাদ পৌঁছে যান শহরের ফুলবাড়ি পাকুড়তলা মোড়ে। সেখানে মূর্তি উন্মোচনের আগে রীতিমতো হিন্দু তাস খেলেন বিরোধী দলনেতা। হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে তিনি মন্তব্য করেন, 'এখন যদি হিন্দুরা এক হতে না পারেন তবে সেদিন খুব বেশি দূরে নয় যেদিন মালদাতেও হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়বেন।' শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও এদিন সেই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ইংরেজবাজার পুরসভার বিরোধী দলনেতা অম্লান ভাদুড়ি, দক্ষিণ ও উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রতাপ সিং, বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী প্রমুখ। উদ্বোধনের পর রঘুনাথ জিউয়ের মন্দিরে আরতি করেন বিরোধী দলনেতা। এরপর পাকুড়তলা মোড় থেকে নেতাজি মোড় পর্যন্ত পদযাত্রা করেন। তাঁকে দেখতে রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন অসংখ্য মানুষ।

রঘুনাথজি জিউ মন্দিরের বজরঙ্গবলীর মূর্তির উদ্বোধনে শুভেন্দু অধিকারী।

দুই ইয়ারি কথা।। কোচবিহার শহরে মঙ্গলবার অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে বধূকে 'ধর্ষণ'

মানিকচক, ২ ডিসেম্বর : মানিকচকের প্রত্যন্ত এক গ্রামের গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এলাকারই তরুণের বিরুদ্ধে। সোমবার সন্ধ্যায় রাস্তা থেকে আম বাগানে তুলে নিয়ে গিয়ে ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে ওই বধূকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয়। এমনই দাবি করার পাশাপাশি সমস্ত ঘটনা জানিয়ে ওই বধূ মঙ্গলবার মানিকচক থানায় ওই তরুণের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পরিযায়ী শ্রমিক স্বামী ভিনরাজ্যে কর্মরত থাকায় দুই নাবালক সন্তানকে নিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামের বাড়িতে একাই থাকেন ২৬ বছরের ওই বধূ। স্বামীর রোজগারে সেভাবে সংসার না চলায় বাড়ির কিছুটা দূরে নিজস্ব জমিতে চাষাবাদ করেন ওই গৃহবধূ। তাঁর বক্তব্য, সবজি চাষ করায় সকাল ও বিকালে তাঁকে জমিতে যেতে হয়।

সোমবার সন্ধ্যায় জমি থেকে বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎই রাস্তা আটকায় এলাকার পরিচিত এক তরুণ। প্রথমে বিপদ বুঝতে পারেননি তিনি। হঠাৎই তাঁকে জোর করে রাস্তার পাশের আম বাগানে নিয়ে যায় ওই তরুণ এবং ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে ধর্ষণ করে। ওই তরুণের বিষয়টি গোপন রাখার হুমকি অগ্রাহ্য করে ওই বধূ সমস্ত ঘটনা জানান পাড়ার লোকজনকে। গ্রামের লোকেদের সাহায্যে অভিযুক্ত তরুণের শাস্তির দাবিতে হাজির হন মানিকচক থানায়। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে মানিকচক থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই বধূ। বধূর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করলেও ওই তরুণকে ধরতে পারেনি পুলিশ। মানিকচক থানার আইসি সূর্যদীপ্ত ভট্টাচার্য বলেন, 'এক গৃহবধূ ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে।'

> এক গৃহবধূ ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে।
>
> **সূর্যদীপ্ত ভট্টাচার্য**
> *আইসি, মানিকচক থানা*

কিশোরীর মৃত্যুতে কাঠগড়ায় 'প্রাক্তন প্রেমিক'

রায়গঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : প্রেমিকার অন্তরঙ্গ ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকিতে ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয় বছর ষোলোর এক নাবালিকা। অভিযোগের তির প্রাক্তন প্রেমিকের দিকে। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েতে। পরিবারের সদস্যরা গলার ফাঁস কেটে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে এলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। মঙ্গলবার বিকেলে ওই নাবালিকার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

পরিবার সূত্রে খবর, মৃত ওই নাবালিকা দশম শ্রেণিতে পড়ত। আট মাস আগে রায়গঞ্জ থানার মহিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভগিলতা গ্রামের সুবল হরিজনের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল ওই নাবালিকা। এই ঘটনায় রায়গঞ্জ থানার ভাটোল ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে বিহার থেকে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করার পাশাপাশি ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সম্প্রতি ইটাহারের এক তরুণের সঙ্গে ওই নাবালিকার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। এই নিয়েই যাবতীয় গণ্ডগোলের সূত্রপাত। প্রাক্তন প্রেমিক সুবল ওই নাবালিকার অন্তরঙ্গ ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দেন। আর সেই আতঙ্কেই গলায় ফাঁস দিয়ে ওই নাবালিকা আত্মহত্যা করেছে বলে পরিবারের দাবি। এদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ ভাটোল ফাঁড়িতে অভিযুক্ত তরুণ সুবল হরিজনের বিরুদ্ধে আত্মহত্যার প্ররোচনার অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতার বাবা।

মৃতার বাবার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, 'সম্প্রতি মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছিল ইটাহারে। সেই বিষয়টি জানতে পারে আমার মেয়ের প্রাক্তন প্রেমিক। দিনতিনেক ধরে ফোনে হুমকি দিতে শুরু করে মেয়েকে। সোমবার রাতে ওড়নায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে দরজা ভেঙে মেয়েকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আমার মেয়ের মৃত্যুর জন্য সুবল দায়ী। ওর বিরুদ্ধে ভাটোল ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।' অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে ভাটোল ফাঁড়ির পুলিশ।

অন্তরঙ্গ ছবি ভাইরালের হুমকি

অসুস্থ যুগল, মৃত্যু তরুণীর

রায়গঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : কালিয়াগঞ্জ থানা এলাকার এক শতাব্দীপ্রাচীন শিব মন্দির থেকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় যুগলের উদ্ধার হওয়ার পরে সোমবার গভীর রাতে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মহিলা মেডিসিন ওয়ার্ডে মৃত্যু হয় তরুণীর। অসুস্থ তরুণ এখনও চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে, মৃতার নাম সেরিনা সোরেন (২০)। তাঁর বাড়ি কালিয়াগঞ্জ থানার শিবপুর গ্রামে। মঙ্গলবার বিকেল ৪টে নাগাদ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। তাঁর দেওর গোপীনাথ হেমব্রম বলেন, 'বছর দু'য়েক আগে আমার দাদার সঙ্গে বিয়ে হয় সেরিনার। পরে অন্য এক তরুণের সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তিনি। রবিবার ওঁরা বিয়ে করেন। তবে তরুণের পরিবারের লোক এই সম্পর্ক মেনে না নেওয়ায় ওঁরা মন্দির চত্বরে পৌঁছে বিষ খান।' ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

নিগৃহীতা বৃদ্ধা

বালুরঘাট, ২ ডিসেম্বর : সম্পত্তি লিখে দেওয়ার চাপ দিয়ে এক বৃদ্ধাকে বাড়িছাড়া করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। পুত্র ও পুত্রবধূর নামে বালুরঘাট থানায় এমনই লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বছর ৭৫-এর বৃদ্ধা আরতি সরকার। বৃদ্ধার অভিযোগ পেয়েই বালুরঘাট থানার পুলিশ মামলা দায়ের করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ধৃত ১

রায়গঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় পুলিশের সঙ্গে অভব্য আচরণ করার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মইনুল হক, বাড়ি রায়গঞ্জ থানার বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের শংকরপুর এলাকায়। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।

ঘর ভস্মীভূত

বৈষ্ণবনগর, ২ ডিসেম্বর : বাড়িতে রান্না করার সময় উনুনের আগুন থেকে বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল বৈষ্ণবনগর থানার পারদেওনাপুর শোভাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জোহাক মোড়লপাড়ায়। মঙ্গলবার দুপুরের এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট বাড়ির মালিক আবদুল সাত্তারের দুটি ঘর ভস্মীভূত হয়ে যায়। ক্ষয়ক্ষতি বিপুল হলেও কেউ আহত হননি।

গঙ্গারামপুর চৌপথিতে বাংলা বাঁচাও যাত্রার মঞ্চে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

'লুটের ভুঁড়িতে' টাইট দেওয়ার নিদান মীনাক্ষীর

নিউজ ব্যুরো

২ ডিসেম্বর : কোচবিহারের তুফানগঞ্জ থেকে শুরু হয়েছে সিপিএমের বাংলা বাঁচাও যাত্রা। সেই যাত্রা মঙ্গলবার এসে পৌঁছায় দক্ষিণ দিনাজপুরে। এদিন জেলায় তিনটে জনসভা করেছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। বলেছেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের যে সমস্ত নোংরা চরিত্রের মানুষ, লুটেরা, গুন্ডা, মাফিয়া রয়েছেন, যাঁরা লোকের খেয়ে নিজের ভুঁড়ি বাড়ানোর চেষ্টা করছেন, তাঁদের চিহ্নিত করে টাইট দিতে হবে।'

এদিন সমস্ত ব্লকেই মিছিল করেছে সিপিএম। বিভিন্ন ব্লক থেকে নিয়ে এসে মিছিলগুলি বাংলা বাঁচাও যাত্রার পথে এসে মেলানো হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় মীনাক্ষীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। কুমারগঞ্জের গোপালগঞ্জ, গঙ্গারামপুর চৌপথি ও বুনিয়াদপুরে জনসভা করেছেন। ওই সভাগুলিতে তরুণ প্রজন্মের বহু কর্মী-সমর্থকের দেখা মিলেছে। এমনকি বসে যাওয়া কর্মী-সমর্থকদেরও দেখা গিয়েছে এই কর্মসূচিতে। আর মীনাক্ষী সভাগুলিতে বিজেপি ও তৃণমূলকে সমানভাবে দুষেছেন। আর দুই দলকে গোয়ালে ঢুকে পড়া দুই দুষ্টু বলদ বলে তোপ দেগেছেন।

এদিন মীনাক্ষী বলেন, 'রাজ্যের ৮০ হাজার ৪৮২ বুথে ২ কোটির উপরে চাকরি দিয়েছে বলে রাজ্য সরকার থেকে যে দাবি করা হচ্ছে তা সঠিক নয়। সেই হিসাবে প্রতিটি বুথে ২৪৮ জন করে চাকরি পাওয়ার কথা। কিন্তু আমরা বাস্তবে তা দেখতে পাচ্ছি না। চাকরির পরীক্ষা ভালো দিয়েও বেকার ছেলেমেয়েরা চাকরি পাচ্ছেন না। অথচ সাদা খাতা জমা দিয়ে অনেকে চাকরি পেয়ে যাচ্ছেন।'

সারের কালোবাজারি, বীজের কালোবাজারি নিয়েও তৃণমূল এবং বিজেপি একে অপরকে টেক্কা দিচ্ছে বলে এদিন সভামঞ্চ থেকে কটাক্ষ করেন তিনি। অভিযোগ করেন, এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানো হচ্ছে, জমি মাফিয়ারা বিএলআরও-এর সাহায্যে সাধারণ মানুষের জমি দখল করে নিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ধর্ষণ, খুন, থ্রেট কালচার চলছে বলে রাজ্য সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করেন। যোগ্য শিক্ষকদের পুনরায় কাজে ফেরানোর কথাও তিনি তুলে ধরেন।

কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ায় অত্যাচার, খুনের অভিযোগ

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২ ডিসেম্বর : এক গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধারে খুনের অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। দুই কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ায় জাসমিনকে (২১) খুন করা হয়েছে বলে তাঁর বাপের বাড়ির অভিযোগ। শ্বশুরবাড়ি থেকেই জাসমিনের দেহ উদ্ধার হয় মঙ্গলবার। জাসমিনের মায়ের অভিযোগ, গলায় ফাঁসের দাগ যেমন ছিল, তেমনই শরীরের একাধিক জায়গায় মারধরের চিহ্ন স্পষ্ট। জাসমিনের মৃত্যুতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় স্বামী জাহাঙ্গির আলম, শ্বশুর রফিকুল ইসলাম, শাশুড়ি তানজেরা বিবি ও এক আত্মীয় খালেদা খাতুনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের হয়। তবে অভিযুক্তরা গা-ঢাকা দেওয়ায় পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলে এক পুলিশ আধিকারিক জানান।

কয়েক বছর আগে হরিশ্চন্দ্রপুরের তিওরপাড়া গ্রামের বাসিন্দা হেসামুদ্দিনের মেয়ে জাসমিনের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী গ্রাম তেলজাননার জাহাঙ্গিরের বিয়ে হয়। বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যে পরপর দুটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন জাসমিন। তারপর থেকেই জাসমিনের উপর শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন চলত বলে অভিযোগ। এমন অভিযোগে কয়েকবার দুই পক্ষকে নিয়ে গ্রামে সালিশি সভায় সমস্যা মেটানো হয়েছে। যৌতুক বাবদ বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য জাসমিনের ওপর জাহাঙ্গির চাপ সৃষ্টি করতেন বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার তেলজাননার বাসিন্দাদের কাছ থেকে মেয়েকে মারধরের অভিযোগ পান জাসমিনের বাপের বাড়ির লোকজন। তাঁরা মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে ছুটে এসে দেখেন, জাসমিনের দেহ পড়ে রয়েছে বারান্দায় একটি খাটের ওপর। এরপরেই জাসমিনের বাপের বাড়ির লোকজন খুনের অভিযোগ তোলেন।

জাসমিনের মা আকতারা বিবি বলেন, 'বিয়ের পর থেকেই জামাই মেয়েকে বিভিন্ন সময় মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন করত। মেয়ে থাকতে চাইত না। মাঝে মাঝেই জামাই টাকার দাবি করত। টাকা ছাড়াও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জিনিসের দাবি করেছে, যা আমরা যথাসাধ্য মিটিয়েছি। কিন্তু তবুও অত্যাচার কমেনি। এবার আমার মেয়েটাকে মেরেই ফেলল।' জাসমিনের কাকিমা নারীজা বিবি বলেন, 'বিয়ের প্রথম দিকে সবকিছু ঠিক ছিল। কিন্তু পরপর দুই মেয়ের জন্ম দেওয়ায় জাসমিনের ওপর অত্যাচার শুরু হয়, দাবি করা হয় টাকা। শুধু জামাই নয়, খুনে যুক্ত ওর বাবা এবং মা। মা হারা মেয়ে দুটোর কী হবে, বুঝতে পারছি না।'

এলাকার বাসিন্দা প্রবীণ শিক্ষক আবদুল ওয়াহাব বলছেন, 'পণপ্রথার জন্য আজও গ্রামেগঞ্জে কত শত মেয়েকে অত্যাচারিত হতে হচ্ছে। কোথাও নীরবে তাঁরা মুখ বুজে সহ্য করছেন, কোথাও তাঁরা নিজের জীবন দিয়ে সমাজের সামনে প্রশ্ন রেখে যাচ্ছেন।' হরিশ্চন্দ্রপুর উন্নয়ন সমিতির আহ্বায়ক মফিজউদ্দিন আহমেদের বক্তব্য, 'এখনও অনেক পরিবারে কন্যাসন্তানকে বঞ্চিত রাখা হয়। অনেক পরিবারে কন্যাসন্তানের জন্মদাত্রী মায়ের উপর নেমে আসে হিংসার কোপ। হরিশ্চন্দ্রপুরের এই ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক। আমরা চাইব প্রশাসন দৃঢ় পদক্ষেপ করুক।'

মর্মান্তিক

- দুই কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার পর থেকেই জাসমিনের ওপর অত্যাচার শুরু
- বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্যও চাপ সৃষ্টি করতেন স্বামী জাহাঙ্গির
- একাধিকবার দুই পক্ষকে নিয়ে সমস্যা মেটানো হয়েছে গ্রাম্য সালিশি সভায়
- খুনের অভিযোগে তদন্তের পাশাপাশি তল্লাশি পুলিশের, অভিযুক্তরা ফেরার

মুখ্যমন্ত্রী একটু শুনবেন

২০২০ সালের মার্চে আদিবাসীদের গণবিবাহ অনুষ্ঠানই হোক বা ২০২১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনি জনসভা। ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেও গাজোলে প্রশাসনিক সভা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে ৪ এপ্রিলও গাজোলে সভা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু গাজোলবাসীর আশা আর পূরণ হয় না। বুধবার আবার গাজোলে জনসভা রয়েছে তাঁর। এবার কি সেই সভামঞ্চ থেকে গাজোলবাসীর জন্য উপহারের ঝুলি উপুড় করবেন রাজ্যের প্রাশাসনিক প্রধান? নাগরিকদের মনের কথা শুনলেন গৌতম দাস

পুরসভা ঘোষণা

- গাজোলের সব থেকে বড় ইস্যু পুরসভা। বর্তমানে গাজোলের যা অবস্থা, তাতে পঞ্চায়েতের পক্ষে পরিষেবা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে বিধানসভা ভোট হোক বা লোকসভা নির্বাচন, সবসময় সবার আগে এই ইস্যুই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। বর্তমানে প্রশাসনিক সুবিধার জন্যই মালদা জেলায় বেশ কয়েকটি পুরসভা গঠন জরুরি হয়ে পড়েছে। যার প্রথম দাবিদার পশ্চিমবঙ্গের সবথেকে বড় ব্লক গাজোল। গাজোলবাসীর ক্রমাগত দাবির ভিত্তিতে বামফ্রন্টের শাসনকালের শেষ দিকে ২০১০ সালে গাজোলকে পুরসভা হিসেবে ঘোষণা করার একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু ২০১১ সালে বাম সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর সেই উদ্যোগ চলে যায় বিশবাঁও জলে। এরপর ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে উঠে আসে পুরসভা গঠনের ইস্যু। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গাজোলকে পুরসভা করার আশ্বাস দেন। কিন্তু আশ্বাসই সার।

বাস টার্মিনাস কই

- গাজোলবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি একটি অত্যাধুনিকমানের বাস টার্মিনাসের। গত বছরের মার্চ মাসে তৎকালীন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া আশ্বাস দিয়েছিলেন, গাজোলে খুব শীঘ্রই অত্যাধুনিক মানের নতুন বাস টার্মিনাস তৈরির কাজ শুরু হবে। তার জন্য রাজ্যসভার সাংসদ শুভেন্দুশেখর রায়ের সাংসদ কোটার তহবিল থেকে বরাদ্দ করা হয়েছে এক কোটি টাকা। পরবর্তীকালে হয়তো টাকার অঙ্ক আরও কিছুটা বাড়তে পারে। এই টাকা দিয়েই গাজোলে তৈরি হবে অত্যাধুনিকমানের বাস টার্মিনাস। বাস টার্মিনাসের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছিল তিস্তা প্রকল্পের জমি। কিন্তু সেই প্রকল্পও এখন বিশবাঁও জলে।

দমকলকেন্দ্র স্থাপন

- দমকলকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য শালবোনা এলাকায় প্রায় পরিত্যক্ত সেরিকালচার অফিসের অব্যবহৃত প্রায় ৪৭ শতক জমি তুলে দেওয়া হয়েছে দমকলের হাতে। চলতি বছরের মার্চ মাসে দমকলকেন্দ্র তৈরির জন্য হাওড়া রিভার ব্রিজ কমিশনারকে সরকারি নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দমকলকেন্দ্র তৈরির কোনও উদ্যোগই এখনও পর্যন্ত চোখে পড়েনি। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ গাজোলের আমজনতা। কেননা গাজোলে কোনও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে ভরসা মালদা শহরের দমকলকেন্দ্র। কিন্তু প্রায় ২৭ কিলোমিটার দূর থেকে দমকল আসার আগেই যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে যায়। দমকল নিয়ে জোরালো দাবি তুলেছে বণিকসভাও।

মহিলা কলেজের দাবি

- গাজোলে একটি মহিলা কলেজ স্থাপনের দাবি উঠছে দীর্ঘদিন ধরে। ২০১০ সালে ২ নভেম্বর শিক্ষাব্রতী রামচন্দ্র সাহার স্মরণিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানে মহিলা কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করেন ডঃ গৌরাঙ্গ দেব ভার্মা। ২০ মাইলের কাছে কলেজ স্থাপনের জন্য ১৫ বিঘা জমি দান করার কথা ঘোষণা করেন রামচন্দ্র সাহার পুত্রবধূ নুপুর সাহা। ২০১১ সালের ৪ নভেম্বর গণস্বাক্ষর সংবলিত একটি দাবিপত্র তুলে দেওয়া হয় তৎকালীন মন্ত্রী সাবিত্রী মিত্রের হাতে। ২০১২ জানুয়ারি মাসে এই বিষয় নিয়ে শিলিগুড়িতে গৌতম দেবকে একটি দাবিপত্র দেওয়া হয়। এরপর ২০১৫ সালের ২২ জানুয়ারি আবার সাবিত্রী মিত্রের কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয়। ২০১৫ সালের ৯ মে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হাতেও কলেজ তৈরির জন্য দাবিপত্র দেওয়া হয়। ২০১৫ সালের ৬ জুন কলেজ স্থাপন নিয়ে ব্লক ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয় সর্বদলীয় বৈঠক। সেই বৈঠক থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৫ জুন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানানো হয়। সবশেষে গত ২০১৯ সালের ৭ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবার আবেদনপত্র পাঠানো হয়। কিন্তু মহিলা কলেজ তৈরির কোনও উদ্যোগ এখনও পর্যন্ত চোখে পড়েনি।

ছবিগুলি তুলেছেন পঙ্কজ ঘোষ।

টার্গেট ৪০ হাজার

গৌতম দাস

গাজোল, ২ ডিসেম্বর : বুধবার গাজোলে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলনেত্রী আসার আগে তাই গাজোলজুড়ে সাজোসাজো রব। মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সভায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৪০ হাজার কর্মী-সমর্থক আনার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে তৃণমূল। গাজোলের গ্রামীণ ও শহর এলাকা থেকে বাস, ট্রাক সহ ছোট গাড়িতে করে মানুষ আসবেন বলে জানাচ্ছে শাসকদল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের ব্লক ও অঞ্চল কমিটি কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা রাখছে। এছাড়া প্রচুর মানুষ নিজস্ব উদ্যোগেও সভায় উপস্থিত হবেন। সভাস্থলের পাশে গাজোল টোল প্লাজার কাছে গাড়িগুলি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে। অন্যদিকে গ্রামীণ এলাকার অনেক কর্মী-সমর্থক গাজোল বাসস্ট্যান্ড অবধি আসার পরে সেখান থেকে মিছিল করে গাজোলের কলেজ মাঠে আসবেন। মঙ্গলবার সকাল থেকে মাঠে তৃণমূলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের জেলা এবং ব্লক নেতৃত্বকে দেখা গিয়েছে। মাইকে প্রচারও চলছে।

এনিয়ে মালদায় তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনতে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৪০ হাজার মানুষ উপস্থিত হবেন। নির্বাচনের আগে তিনি কী বার্তা দেন সেই দিকেই তাকিয়ে থাকবেন অগণিত জনতা। সমর্থকদের জন্য প্রায় ৪০০টি বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া ছোট গাড়ি, টোটো, অটো সহ আরও ৬০০টি যান মানুষকে নিয়ে সভাস্থলে আসবে।' এদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার আগে জোরকদমে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও গোয়েন্দা সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকেরা গাজোলে গত কয়েকদিনে নানা দিক খতিয়ে দেখেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর জন্য এবার নতুন হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছে। সোমবার সেখানে হেলিকপ্টারের ট্রায়াল রান সম্পন্ন হয়। হেলিকপ্টার থেকে নেমে সম্ভবত হেঁটেই সভামঞ্চে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া কলেজ মাঠে ৬ ফুট উঁচু অত্যাধুনিক মঞ্চ তৈরির কাজ শেষ। মঞ্চের দু'পাশে সিঁড়ি থাকলেও মুখ্যমন্ত্রীর জন্য আলাদা র‍্যাম্প তৈরি করা হচ্ছে। সভাস্থলে প্রয়োজন মতো মাইক ও লাইট লাগানো হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভ্রাট

> গাজোলের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর একটি আলাদা আবেগ রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শোনার জন্য বুধবার প্রায় ৪০ হাজার মানুষ সভাস্থলে উপস্থিত হবেন বলে আমরা আশা করছি।
>
> **রাজকুমার সরকার**
> *ব্লক সভাপতি, তৃণমূল*

হলে যাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত থাকে সেজন্য জেনারেটর থাকছে।

মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক সহ গোটা এলাকা সেজেছে তৃণমূলের পতাকায়। মমতার বিশাল কাট আউটও লাগানো হয়েছে দিকে দিকে। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি রাজকুমার সরকার বললেন, 'গাজোলের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর আলাদা আবেগ রয়েছে। তাই মালদা জেলায় সভা করার কথা হলেই প্রথমেই গাজোলকে বেছে নেন। তাঁকে স্বাগত জানাতে আমরা প্রস্তুত। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শোনার জন্য বুধবার প্রায় ৪০ হাজার মানুষ সভাস্থলে উপস্থিত হবেন বলে আমরা আশা করছি।' সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। সঙ্গে রাজ্যজুড়ে এসআইআর-এর কাজ চলছে। এমন পরিস্থিতিতে গাজোলের মাটিতে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে মালদাবাসী।

টুকরো খবর

মৃত চালক

রায়গঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ভারতীয় ডাক বিভাগের গাড়িচালকের। ঘটনাটি মঙ্গলবার সকালে রায়গঞ্জ থানার শীতগ্রাম পঞ্চায়েতের পানিশালা হাটের ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটেছে। মৃত গাড়িচালক লক্ষ্মেশ্বর রায় (৪৩)-এর বাড়ি অসমের গোঁসাইগাঁও থানার খণ্ডা শনি মন্দির এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, গুয়াহাটি থেকে ভারতীয় ডাক বিভাগের গাড়িতে পার্সেল নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন দুই চালক। ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্যাংকারকে পেছন থেকে ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। একজন চালকের মৃত্যু হলেও অপর চালক সুস্থ রয়েছেন।

দুর্ঘটনা

বুনিয়াদপুর, ২ ডিসেম্বর : অটোর সঙ্গে সাইকেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত হলেন সাইকেলচালক। তপন মার্ডি নামে ওই ব্যক্তির বাড়ি বংশীহারীর সাহানন্দ এলাকায়। মঙ্গলবার দুপুরে বংশীহারীর ভক্তিপুর রাইস মিল থেকে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে উলটো দিক থেকে আসা একটি অটো তপনকে ধাক্কা মারে। ছিটকে পড়েন ওই সাইকেলচালক। স্থানীয়রা তাঁকে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠান। ঘটনার পর অটোচালক চম্পট দিয়েছে।

আগুনে মৃত্যু

হেমতাবাদ, ২ ডিসেম্বর : আগুনে পুড়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি হেমতাবাদ থানার চৈনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের যাতাপুর গ্রামে ঘটেছে। মৃতার নাম কণিকা রায় (৪২)। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, সোমবার সন্ধ্যায় ঠাকুরঘরে পুজো দেওয়ার সময় প্রদীপ থেকে কণিকার শাড়ির আঁচলে আগুন ধরে যায়। তাঁকে হেমতাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে রেফার করে দেওয়া হয়। মঙ্গলবার সকালে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই মহিলার মৃত্যু হয়।

পুলিশের হাতে

রায়গঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে বেধড়ক মারধর করে যুগলকে রায়গঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দিলেন ক্ষিপ্ত গ্রামের বাসিন্দারা। ঘটনাটি সোমবার রাতে রায়গঞ্জ থানার বড়ুয়া পঞ্চায়েতের রায়পুরে ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের মধ্যে রেখা সিংহ'র বাড়ি হেমতাবাদ থানার বাঙ্গালবাড়িতে এবং দেবাশিস রায়ের বাড়ি রায়পুর গ্রামে। মঙ্গলবার বিকেলে ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।

সভা

সামসী, ২ ডিসেম্বর : এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে এবং মালদা জেলা পুলিশের সহযোগিতায় সোমবার সন্ধ্যার পরে সামসী কুশরাক্ষা মোড়ের প্রাইমারি স্কুলের পাশে এক সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সামসী ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই রামচন্দ্র সাহা, এএসআই রফিকুল ইসলাম প্রমুখ। তাঁরা আইনশৃঙ্খলা মেনে চলা, সামাজিক নিরাপত্তা বজায় রাখার বার্তা দেন।

অমলেই ভরসা কংগ্রেসের

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ২ ডিসেম্বর : প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অমল আচার্য দলে যোগ দেওয়ায় উজ্জীবিত কংগ্রেস জোর দিচ্ছে সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধিতে। '২৬-এর নির্বাচনকে নজরে রেখে কংগ্রেস ইটাহারে নতুন পরিকল্পনা নিয়েছে। ইটাহার বিধানসভা কেন্দ্রের ২৩৮টি বুথের মধ্যে এই মুহূর্তে ১০০টির কিছু বেশি বুথে কমিটি রয়েছে কংগ্রেসের। অমল অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে আগামী কিছুদিনের মধ্যে বাকি সমস্ত বুথে কমিটি গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছে কংগ্রেস। যার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে দলের তরফে।

অমল বলছেন, 'ইটাহার বরাবরই কংগ্রেসের মাটি। মাঝে এই মাটিতে আমারই হাত ধরে ঘাসফুল ফোটায় এখানে কংগ্রেস দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এখন আমি ও পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি আব্দুস সামাদ সহ ৭ জন পুরোনো দল কংগ্রেসে ফিরে এসেছি। এবার ফের ইটাহারে কংগ্রেসের সংগঠনকে শক্তিশালী করে তুলব।'

শক্তিবৃদ্ধিতে জোর

'২৬-এর ভোটে নজর রেখে ইটাহারে সংগঠনকে ঢেলে সাজাচ্ছে কংগ্রেস

তৃণমূল থেকে অমল আচার্য ও আব্দুস সামাদ দলে ফেরায় উজ্জীবিত কংগ্রেস কর্মীরা

বিধানসভা নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থী হওয়ায় বুথ কমিটি গঠনে বাড়তি নজর অমলের

রাজ্যে পালাবদলের আগে পর্যন্ত ইটাহারে রাজ ছিল কংগ্রেস, সিপিএম সহ অন্য বাম দলগুলির। ডাঃ জয়নাল আবেদিনের পর ইটাহারে কংগ্রেসের হাল ধরেছিলেন অমল আচার্য ও নাজমুল হোসেন।

নাজমুল দীর্ঘদিন ব্লক কংগ্রেস সভাপতির পদ সামলে দলকে শক্ত হাতে ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু ইটাহারের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতে শুরু করে দুই দশক আগে থেকে। ২০১১-তে অমল সপার্ষদ কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর থেকে ইটাহারে ক্রমশ দুর্বলতর হয়ে পড়ে কংগ্রেস। পরে তৃণমূলে যোগ দেন নাজমুলও।

ইটাহারে কংগ্রেস কার্যত অভিভাবকহীন হয়ে পড়ায় দলের অবস্থা আরও সঙ্গিন হয়ে ওঠে। নাজমুল প্রয়াত হয়েছেন। তবে সপ্তাহদুয়েক আগে প্রাক্তন বিধায়ক অমল ও পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি আব্দুস সহ তাঁদের অনুগামীরা কংগ্রেসে ফিরে আসায় ফের প্রতিটি বুথে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে চাইছে কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই যার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস সূত্রে খবর, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে অমলকেই ইটাহারে প্রার্থী করা হবে। এমন সম্ভাবনায় বুথ কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে বাড়তি নজর রয়েছে অমলের।

নতুন বুথ কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে নতুন ও পুরোনো কর্মীদের সমান গুরুত্ব দিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই কাজ করা হবে বলে জানান কংগ্রেসের জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কামরুল হক।

কামরুল বলেন, 'অমলদা দলে যোগ দেওয়ায় আমাদের লোকবল বেড়েছে। অমলদা ও আব্দুস সামাদের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ সাপেক্ষে প্রত্যেকটি বুথে শক্তিশালী কমিটি গড়া হচ্ছে। পোড়খাওয়া নেতা হিসেবে অমলদার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কংগ্রেস এবার ইটাহারে জমি পুনরুদ্ধার করবে। তবে কমিটিতে পুরোনো যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের কাউকে বাদ দেওয়া হবে না। শুধু নতুন সদস্য সংযোজন হবে।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

মাতৃক্রোড়ে।। হলদিবাড়ি হাসপাতাল মোড়ে ছবিটি তুলেছেন পূর্ণেন্দু রায়।

বিডিও-র দ্বারস্থ বিজেপি

রায়গঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : এসআইআর আবহে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম থাকা, না থাকা নিয়ে বেশকিছু প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে এখনও। সেই নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক দানা বাঁধছে। বিস্তারিত জানতে মঙ্গলবার রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা মলয় সরকারের নেতৃত্বে বিজেপির এক প্রতিনিধিদল বিডিও কামালউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে দেখা করেন।

বৈঠক শেষে মলয় বলেন, 'রায়গঞ্জ বিধানসভার ৫টি অঞ্চল, রায়গঞ্জ শহর ও হেমতাবাদ বিধানসভার অন্তর্গত রায়গঞ্জ ব্লকের ৭টি অঞ্চলের এসআইআর সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে বিডিও-র কাছে গিয়েছিলাম। ২০১৯ সালের ভোটার তালিকায় অনেকের নাম থাকলেও ২০০২ সালের তালিকায় নেই। আবার অনেকের কোনও তালিকায় নাম নেই। এই নিয়ে বিডিও-র সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।' তিনি অভিযোগ করেন, 'তৃণমূল গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য অনেক বুথে আমাদের দলের সমর্থকদের নাম কাটিয়ে দিয়েছেন। আবার অনেক মৃত ভোটারের নাম রেখে দিয়েছেন। অনেক বিএলও তাঁদের কথা মতো কাজ করছেন। আমাদের দাবি, স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরি করতে হবে।' এদিনের কর্মসূচিতে ছিলেন রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহ সভাপতি তথা বিজেপির জেলা সহ সভাপতি মানস ঘোষ, মণ্ডল সভাপতি স্বরূপ সরকার, গৌরাঙ্গ হালদার, সীতা সিংহ বর্মন, উত্তম মণ্ডল সহ অন্যরা।

উদ্বোধন

করণদিঘি, ২ ডিসেম্বর : উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে করণদিঘি থানায় প্রগতি প্রশিক্ষণকেন্দ্র, মহিলা পুলিশ ব্যারাক ও রসাখোয়া ফাঁড়িতে পুলিশ ব্যারাকের উদ্বোধন করলেন ইনস্পেকটর জেনারেল অফ পুলিশ (নর্থবেঙ্গল) রাজেশকুমার যাদব। জানা গিয়েছে, জেলা পরিষদের তরফে ১৮ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকায় প্রশিক্ষণকেন্দ্রটি তৈরি করা হয়েছে। থানা চত্বরে মহিলা পুলিশ ব্যারাকে প্রায় তিরিশটি বেডের ব্যবস্থা আছে।

আহত ২

গাজোল, ২ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার সকালে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের মশালদিঘি এলাকায় একটি পাথরবোঝাই ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। ঘটনায় ডাম্পারের চালক ও খালাসি আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, এদিন সকাল দশটা নাগাদ পাথরবোঝাই ডাম্পারটি গাজোলের দিক থেকে রায়গঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। মশালদিঘির কাছে ডাম্পারটি জাতীয় সড়কের ওপর উলটে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে গাজোল থানার পুলিশ ও টোল প্লাজার কর্মীরা। টোল প্লাজার অ্যাম্বুল্যান্সে আহত চালক ও খালাসিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে পাথর সরিয়ে, ক্রেন দিয়ে ডাম্পারটিকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

মালদা, ২ ডিসেম্বর : ভিনরাজ্য থেকে কাজ করে ফেরার ছ'দিনের মাথায় পরিযায়ী শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হল। বৈষ্ণবনগরের পান অনন্তপুর এলাকার ঘটনা। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম গুলজারুল আলম (২০)।

পরিবহণ মানচিত্রে বঞ্চিত বালুরঘাট

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গের পরিবহণ মানচিত্রে 'দুয়োরানি' বালুরঘাট! দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা সদরকে বঞ্চনার এই অভিযোগ নতুন নয়। অন্য জেলায় নতুন বাস চালু হলে, সেই ডিপোর পুরোনো বাস এসে পড়ে বালুরঘাটের ভাগ্যে। নতুন বাস শেষ কবে চালু হয়েছিল, মনে পড়ে না জেলাবাসীর। জরাজীর্ণ দশা ডিপোর। এই আবহে মঙ্গলবার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আসেন এনবিএসটিসি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই। তবে তারপরও বঞ্চনা থেকে মুক্তির কোনও আশা দেখতে পাচ্ছে না বালুরঘাট।

পরিদর্শন শেষে এমডি দীপঙ্কর জানান, অদূরভবিষ্যতে নতুন ডিজেলচালিত বাস পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাঁর বক্তব্য, 'নতুন ৬৭টি সিএনজি বাস অনুমোদন করা হয়েছে নিগমের জন্য। কিন্তু বালুরঘাটে সিএনজি স্টেশন না থাকায় এখানে নতুন বাস দেওয়া যাবে না। তাই অন্য জায়গায় সিএনজি বাস দিয়ে সেখানকার বাস বালুরঘাটে আনতে হবে।' ফলে কার্যত স্পষ্ট, আপাতত নতুন বাস জুটছে না বালুরঘাটের ভাগ্যে।

তবে বালুরঘাট ডিপোয় পুরোনো বাস বরাদ্দের অভিযোগ পুরোপুরি মানতে নারাজ দীপঙ্কর। তিনি জানান, নিগমের হাতে ২০২৩ সালে ৪৩টি নতুন বাস এসেছিল। তার কয়েকটি বালুরঘাটকে দেওয়া হয়। পরে আরও ন'টি নতুন বাস আসে। তবে সেই সময় নতুন বাস বালুরঘাটের জন্য বরাদ্দ সম্ভব হয়নি। তবে ভবিষ্যতে নতুন গাড়ি বরাদ্দ করা হবে বলে আশ্বাস দেন এনবিএসটিসি-র এমডি।

বাস ডিপো পরিদর্শনে ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ছবি : মাজিদুর সরদার

দীপঙ্কর স্বীকার করেন, 'বালুরঘাটে ঘনঘন পরিদর্শন করা হয় না। বারবার আসতে পারলে ভালো হত।'

এদিন প্রথমে তিনি বালুরঘাট এনবিএসটিসি টার্মিনাসে পৌঁছান। সেখান থেকে কোচবিহার ও কলকাতা সহ দূরপাল্লার রুটের বাস পরিষেবা সম্পর্কে খোঁজ নেন দীপঙ্কর। ১৯৫৬ সালে নির্মিত বালুরঘাটের বাস ডিপো ভবন আজও ব্যবহার করতে হচ্ছে। পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সংস্কারের প্রয়োজন চোখে পড়লেও কর্তৃপক্ষের তাগিদ চোখে পড়ে না। এদিন পরিদর্শন চলাকালীন জানানো হয়, পরিকাঠামোর আমূল বদল ঘটাতে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে নিগমের তরফে। এমনকি, কর্মীদের বেতন কাঠামো ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান নিয়ে স্থানীয় কর্মী ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন এমডি। তাঁর মতে, সরকারের কাছে সংস্কারের আবেদন করা হয়েছে। ফান্ড পেলে কাজ শুরু হবে। পাশাপাশি, জলের তীব্র সংকটের কথা স্বীকার করে দীপঙ্কর বলেন, 'এখানে জলের সমস্যা রয়েছে। কর্মচারীরা ভুক্তভোগী। দ্রুত নতুন করে জলের ব্যবস্থা করা হবে।' এছাড়া, টার্মিনাস ভবনের ওপরে যাত্রীনিবাস চালুর পরিকল্পনা আছে বলেও জানান দীপঙ্কর। এর ফলে, ভিনজেলা থেকে আসা মানুষ স্বল্প ব্যয়ে রাত কাটাতে পারবেন।

যুগলের সাজা

মাত্র ১০০ টাকা নিয়ে বচসা। তার জেরে খুন হতে হয়েছিল ২৩ বছরের তরুণকে। ২০১৯ সালের ঘটনা। খুনের ছয় বছর পর সাজা ঘোষণা করল চুঁচুড়া আদালত। অভিযুক্ত যুগলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ঘোষণা করা হয়েছে।

টোটো চুরি

পুলিশের গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে হাওড়ার আন্দুলে টোটো চুরির অভিযোগ উঠেছে। এই নিয়ে নাজিরগঞ্জ থানায় টোটোচালক অভিযোগ দায়ের করেছেন। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কংগ্রেসের চিঠি

ওয়াকফ সংশোধনী আইন এরাজ্যে কার্যকর না করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের পরও কেন এই আইন কার্যকর হচ্ছে, তা নিয়েই তাঁর প্রশ্ন।

বহুতল-বৈঠক

ভবানীপুর সহ একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রের আবাসনের বাসিন্দাদের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে তৃণমূল। বিজেপির অভিযোগ নস্যাৎ করতে বুধবার বহুতলবাসীদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন ফিরহাদ হাকিম।

শীতের সকালে হলুদ পথে যাত্রা। মঙ্গলবার নদিয়ায়। -পিটিআই।

নির্বাচন কমিশন রিপোর্ট চাইতেই তথ্য বদল

মৃতহীন বুথের সংখ্যা কমে ৪৮০

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : কমিশনের গুঁতোয় ২৪ ঘণ্টায় মৃত বুথে ফিরল জীবন্ত ভোটার। সোমবার কমিশন জানিয়েছিল ২২০৮টি বুথে কোনও মৃত, স্থানান্তরিত বা ডুপ্লিকেট ভোটার খুঁজে পাওয়া যায়নি। অথচ মঙ্গলবারই অভিযুক্ত বুথগুলির সংশোধিত রিপোর্টে মৃতহীন বুথের সংখ্যা একধাক্কায় ২২০৮ থেকে কমে হল ৪৮০। ভুল সংশোধন করতে আপলোড করা তথ্যে 'এডিট' করার জন্য বিএলওদের শেষ সুযোগ দিয়েছিল কমিশন। তারপরেই এদিন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় মৃত বুথের সংখ্যা কমল।

গতকাল পর্যন্ত ডিজিটাইজড এনুমারেশন ফর্মের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনই এই তথ্য জানিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিককে এই ব্যাপারে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। কারণ, কমিশনের সেই নির্দেশের প্রেক্ষিতেই সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচনি আধিকারিকদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সন্দেহজনক ওই বুথগুলির তথ্য যাচাই করে দেখে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। সিইও দপ্তর সূত্রে মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত যে তথ্য মিলেছে, তাতে মৃতহীন বুথের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৪৮০। মঙ্গলবার রাত ১২টা পর্যন্ত সেই সংখ্যা আরও কিছুটা বাড়তে পারে বলেই মনে করছেন দপ্তরের আধিকারিকরা।

অভিযুক্ত ২২০৮টি বুথের মধ্যে সব থেকে বেশি মৃতহীন বুথ ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনায় (৭৬০টি)। সিইও দপ্তরের নির্দেশ পাওয়ার পর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ৭টা পর্যন্ত ওই জেলা থেকে যে রিপোর্ট এসেছে, সেখানে মোট সংখ্যায় বিরাট কিছু ফারাক না হলেও জেলার নির্দিষ্ট কিছু বিধানসভায় এই সন্দেহজনক বুথগুলির অস্তিত্ব মিলেছে। যেমন রায়দিঘিতে ৬৬টি বুথ, কুলপিতে ৫৮টি, পাথরপ্রতিমায় ১৫টি এবং মগরাহাটে ২০টি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিনই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার কুলতলির বিডিওর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের একটি কথোপকথন সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন। শুভেন্দুর ওই পোস্টে মৃত ভোটারদের নাম বাদ না দেওয়ার জন্যে বিএলওদের চাপ দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট বিডিও। এমনটাই দাবি করা হয়েছে। যদিও ওই অডিও টেপের সত্যতা যাচাই করেনি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'। রাজ্যে রোল অবজারভার সুব্রত গুপ্ত বলেন, শুভেন্দুর অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিডিওর কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। বিজেপির দাবি, মৃত ভোটারদের নাম রেখে দেওয়ার জন্যে বিএলওদের ওপরে বিডিও বা প্রশাসনের একাংশ চাপ সৃষ্টি করছেন। শুধু দক্ষিণ ২৪ পরগনা নয়, রাজ্যজুড়েই ভোটার তালিকা সংশোধনে মৃত ভোটারদের বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে মরিয়া তৃণমূল।

এদিন সিইও দপ্তর জানিয়েছে, কয়েকদিন ধরেই কমিশনের বিএলও অ্যাপের সার্ভারে সমস্যার জেরে ফর্ম আপলোড করতে অসুবিধা হয়। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গিয়েছে ওই তিনদিনই বিএলও অ্যাপের সার্ভার ঠিকঠাক কাজ করেছে। তবে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মঙ্গলবার নিখোঁজ ভোটারের সংখ্যা আরও কিছুটা বেড়েছে। সোমবার নিখোঁজ ভোটারের সংখ্যা ছিল ৪৩ লক্ষ ৬৪ হাজার। যার মধ্যে মৃত ভোটার ছিল ২১ লক্ষ ৩৬ হাজার। এদিন কমিশন জানিয়েছে, নিখোঁজ ভোটারের মোট সংখ্যা ৪৫ লক্ষ ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মৃত ভোটার উত্তর কলকাতার ১ লক্ষ ৪ হাজার ৭৬ জন। শতাংশের হিসেবে ৬.৯। সবচেয়ে কম মৃত ভোটার রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ২ লক্ষ ৭৯ হাজার। তবে ডিজিটাইজড করা ফর্ম ৯৮ শতাংশের কাছাকাছি।

ভোটে টাকার খেলা হওয়ার আশঙ্কায় আগাম সতর্কতা

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : রাজ্যের বিধানসভা ভোটে বড় মাপের বেআইনি আর্থিক লেনদেন হতেই পারে। এমনটই আশঙ্কা করছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কেন্দ্র ও রাজ্যের একাধিক আর্থিক হিসেব রক্ষাকারী সংস্থা ও গোয়েন্দা সূত্রের দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এমনটাই মনে করছে কমিশন। সেই কারণে, আটঘাট বেঁধে এখন থেকেই নামতে চায় কমিশন। এই লক্ষ্যে আগামী ১১ ডিসেম্বর রিজার্ভ ব্যাংক, ইনকাম ট্যাক্স, এক্সাইস, নারকোটিক্স সীমান্ত ও উপকূল রক্ষী বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে বড় মাপের সমন্বয় বৈঠক করতে সিইও দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

সাধারণভাবে নির্বাচন ঘোষণার পর এ ধরনের বৈঠক করে থাকে কমিশন। সেদিক থেকে এবারের এই বৈঠকে যথেষ্ট আগেভাগেই হতে চলেছে। শুধু তাই নয়, প্রস্তাবিত এই বৈঠক ধারে ও ভারে অন্যান্য বারের তুলনায় যথেষ্টই বড়। সিইও দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু পুলিশ প্রশাসন বা আর্থিক হিসেব রক্ষাকারী সংস্থাগুলি নয় বিএসএফ, কোস্টগার্ড এবং রেল, সড়ক ও বিমান পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত মোট ২৫টি সংস্থার প্রধানদের নিয়ে এই বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। সিইও দপ্তরের আধিকারিক বলেন, 'রাজ্যে কিছু এলাকায় আইনশৃঙ্খলার সমস্যা থাকলেও গোটা দেশেই নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলার সমস্যা এখন আগের মতো আর গুরুতর বিষয় নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে বেআইনি অর্থের ব্যবহার। নির্বাচনে আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে কমিশনের সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা থাকলেও নানা কৌশলে তা লঙ্ঘিত হচ্ছে। সেই কারণেই এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চাইছে কমিশন।'

বিহার নির্বাচনে ভোটের মুখে মহিলা ভোটকে মাথায় রেখে বড় ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। তা নিয়ে আপত্তি না করায় কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল বিরোধীরা। ভোটের ফলে দেখা গিয়েছে বিহারের মহিলা ভোট বিপুলভাবে পেয়েছে রাজ্যের শাসকদল। এ রাজ্যের বিধানসভা ভোটেও 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' শাসকদলের অন্যতম হাতিয়ার। সেই অস্ত্রকে ভোতা করতে পালটা প্রতিশ্রুতি দিতে শুরু করেছে বিজেপিও। এই আবহে বিধানসভা ভোটে অর্থের ব্যবহার নিয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে চাইছে কমিশন।

অযোগ্যদের তালিকা খতিয়ে দেখবে কোর্ট

দাগি না হলেও তকমা, অভিযোগে মামলা

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : অযোগ্যদের তালিকায় নাম নেই। আদালত নির্ধারিত অযোগ্য নির্ধারণের ক্যাটিগোরিগুলির মধ্যেও তাঁরা পড়েন না। এই পরিস্থিতিতে নির্দিষ্টভাবে দাগি নন এমন প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করুক কমিশন। এই আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। বিচারপতি অমৃতা সিনহা মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন। এদিকে এসএসসির গ্রুপ সি ও ডি'র অযোগ্যদের তালিকা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে তৈরি হয়েছিল কি না, তা আদালত নির্ধারণ করবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন বিচারপতি।

ইতিমধ্যেই নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশের অযোগ্যদের বিস্তারিত বিবরণ সহ তালিকা প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ২০২৫ সালে অংশ নেওয়া সমস্ত প্রার্থীর ওএমআর শিট কমিশনের ওয়েবসাইটে জনসমক্ষে আনার জন্য আপলোড করার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। তবে এদিন আবেদনকারীদের দাবি, র‍্যাংক জাম্প, প্যানেল বহির্ভূত নিয়োগ, মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে নিয়োগ, ওএমআর কারচুপির অভিযোগকে অযোগ্য নির্ধারণের ক্যাটিগোরি হিসেবে জানানো হয়েছিল। এগুলি ছাড়াও অসদুপায়ে নিয়োগ হলে দাগি হিসেবে বিবেচিত করার কথা। কিন্তু এগুলি ব্যতীত যাঁরা নির্দিষ্টভাবে অযোগ্য চিহ্নিত নন, সেই তালিকা কমিশন প্রকাশ করেনি। আবেদনকারীদের আইনজীবী আদালতে জানান, সুপ্রিম কোর্ট দাগিদের বেতন ফেরতের নির্দেশ দিয়েছিল। এই তালিকা প্রকাশিত না হলে যাঁরা নির্দিষ্টভাবে অযোগ্য নন, তাঁদের কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট রয়ে যাচ্ছে। তাই মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে বিষয়টি বিবেচনা করুক আদালত। এছাড়াও ২০১৬ সালের পরীক্ষার্থীদের ওএমআর প্রকাশ্যে আনতে হবে। আদালত মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে। পরের সপ্তাহে মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও সিলেবাসের বাইরে প্রশ্ন থাকার অভিযোগেও মামলা দায়ের হয়েছে।

আদালতে কী হল

- নির্দিষ্টভাবে অযোগ্য চিহ্নিত নন সেই তালিকা প্রকাশের আর্জি
- ২০১৬ সালের ওএমআর শিট প্রকাশের আবেদন
- সংরক্ষিত শ্রেণির পরীক্ষার্থী হলে ওই শ্রেণিরই বরাদ্দ সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে
- অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের তালিকা নিয়ম মেনে কি না, তা দেখবে আদালত

অপর একটি মামলায় বিচারপতি সিনহা জানিয়েছেন, সংরক্ষিত শ্রেণির অন্তর্গত পরীক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সমস্ত সুযোগসুবিধা দেওয়া উচিত। যোগ্যতার ভিত্তিতে তাকে জেনারেল ক্যাটিগোরিতে উন্নীত করা হলেও সংরক্ষিত শ্রেণির জন্য তার বরাদ্দ সুযোগ সুবিধাগুলি কেড়ে নেওয়া যায় না। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'ব্যক্তিগত ভিত্তিতেই শ্রেণি গঠিত হয়। ব্যক্তিগত ভিত্তি ছাড়া শ্রেণির অস্তিত্ব থাকে না।' আবেদনকারী সংরক্ষিত শ্রেণির হয়েও তাঁর আবেদন জেনারেল ক্যাটিগোরিতে হওয়ায় বরাদ্দ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তিনি। সেই সংক্রান্ত মামলাতে বিচারপতি এমনটাই জানিয়েছেন।

গ্রুপ সি ও ডি'র নিয়োগ প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। ৪০০-রও বেশি আবেদনকারীর আইনজীবীর অভিযোগ, দাগি না হওয়া সত্ত্বেও আবেদনকারীদের নাম রয়েছে অযোগ্যদের তালিকায়। আদালত নির্ধারিত প্যানেল বহির্ভূত, মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে নিয়োগ, ওএমআর কারচুপি করে যাঁদের চাকরি হয়েছিল, তাঁরা অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত। অথচ আবেদনকারীরা এই ক্যাটিগোরিগুলির আওতায় পড়েন না। বিচারপতি জানিয়েছেন, ওই তালিকা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ঠিকভাবে তৈরি হয়েছিল কি না, তা বিবেচনা করবে আদালত। ৫ ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি।

৩২ হাজার বাতিলে রায় আজ

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : বুধবার প্রাথমিকের ৩২ হাজার চাকরি সংক্রান্ত মামলার রায়দান হতে চলেছে। দীর্ঘ শুনানির পর বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ রায়দান স্থগিত রাখে। বুধবার দুপুর ২টোয় মামলাটি রায়দানের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

২০১৪ সালের টেটের ভিত্তিতে ২০১৬ সালে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রায় ৪২,৫০০ জন শিক্ষকের নিয়োগ হয়েছিল। তাতেই অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। ২০২৩ সালের মে মাসে তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে চাকরি বাতিলের পরও তাঁদের কর্মরত থাকতে বলা হয়। বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিন মাসের মধ্যে রাজ্যকে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। তাতে যোগ্য ও উত্তীর্ণ প্রার্থীদের চাকরি বহাল থাকবে। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় পর্ষদ। তৎকালীন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতির সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে। ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, একক বেঞ্চের চাকরি বাতিল সংক্রান্ত নির্দেশের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি থাকছে। কিন্তু পর্ষদকে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। একক বেঞ্চ ও ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য ও পর্ষদ। তাদের অভিযোগ, সমস্ত পক্ষের বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়নি। তারপরই মামলাটি হাইকোর্টে পাঠানো হয়। শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, ডিভিশন বেঞ্চকে সমস্ত পক্ষের বক্তব্য শুনতে হবে। মামলাটি বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে আসে। ১২ নভেম্বর মামলাটি শুনানি শেষ করে রায়দানের জন্য স্থগিত রাখা হয়।

নবম-দশমের ইন্টারভিউয়ের তালিকা সম্ভবত এসপ্তাহেই

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : চলতি সপ্তাহের শেষে নবম-দশমের শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশের সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলবে একাদশ-দ্বাদশ স্তরের নথি যাচাই প্রক্রিয়া। স্কুল সার্ভিস কমিশন জানিয়েছে, ওইদিন থেকেই ইংরেজি, বাংলার পর এই স্তরে কম্পিউটার সায়েন্স, বাণিজ্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রার্থীরা নিজেদের নাম ও রোল নম্বর দিয়ে ইতিমধ্যেই নিজেদের ইন্টারভিউয়ের তারিখ জানতে পারছেন। ইন্টারভিউ হবে এসএসসির আঞ্চলিক কার্যালয়ে। শিক্ষা দপ্তর থেকে শূন্যপদের চূড়ান্ত তালিকা এলে নবম-দশমের ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশ করা হবে। শিক্ষাকর্মী পদে নিয়োগের জন্য আবেদনের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে।

এসএসসি কর্তাদের একাংশের কথায়, আবেদন সংখ্যা যাতে আরও কিছুটা বাড়ে, সেই কথা মাথায় রেখে এই সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। রবি, সোম ও মঙ্গলবার মিলিয়ে ১১ লক্ষের কাছাকাছি আবেদন জমা পড়েছে বলেই জানা গিয়েছে। ২০১৬ সালে গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি মিলিয়ে এই আবেদনের সংখ্যা ছিল ১৮ লক্ষ। ওই সংখ্যাকে লক্ষ্যমাত্রা ধরেই এগোচ্ছে এসএসসি। তবে নতুন ও পুরোনো আবেদনকারীদের কথায়, মামলার জট ও চাকরির ভবিষ্যৎ- দুই নিয়েই আশঙ্কা থাকায় অনেকেই শিক্ষাকর্মী পদে আবেদনের জন্য এগোচ্ছেন না। আগামী সোমবার বিকাল ৫টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত শিক্ষাকর্মী পদে আবেদন করা যাবে। ওইদিন রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত ফি জমা দিতে পারবেন আবেদনকারীরা। এসএসসির কর্তারা জানিয়েছেন, আবেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ শেষ হলে আবেদনকারীর সংখ্যা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে।

ওদেরও বাঁচার অধিকার আছে... মঙ্গলবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে প্রতিবাদ। ছবি : রাজীব মণ্ডল

কমিশনের ওপর পালটা চাপ

উন্নয়ন খতিয়ে দেখতে ১০ পর্যবেক্ষক রাজ্যের

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ খতিয়ে দেখতে গত সপ্তাহেই ১৩ জন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করতে গিয়ে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প আটকে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তাই এবার রাজ্য সরকার সচিব পর্যায়ের ১০ জন অফিসারকে উন্নয়নের কাজ খতিয়ে দেখতে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করল। কোন প্রকল্পের অগ্রগতি কতটা হয়েছে, তা নিয়ে প্রতি ১৫ দিন অন্তর তাঁরা মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেবেন। ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের কাজ করতে গিয়ে জেলাগুলিতে উন্নয়নমূলক কাজ যে ধাক্কা খাচ্ছে, সেই অভিযোগ মঙ্গলবার তুলেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন নবান্ন সভাঘরের বৈঠকের মধ্যেই তিনি জেলাশাসকদের উদ্দেশে বলেন, 'পর্যবেক্ষকরা তো সমস্ত কাজ খতিয়ে দেখবেনই, কিন্তু আপনারাও উন্নয়নের কাজে কোনও খামতি দেবেন না। ভোটের কাজ যা করছেন করুন, কিন্তু উন্নয়নে কোনও ঘাটতি যেন না হয়।'

উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে সোমবার বিকালেই নবান্নে জেলাশাসক, মহকুমাশাসক এবং বিডিওদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ওই বৈঠকেই হঠাৎ করে হাজির হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'মনে রাখবেন আমি আছি। আপনাদের কেউ কিছু করতে পারবে না। আপনারা ভয় পাবেন না।' জেলাশাসকদের সঙ্গে ওই বৈঠকের পরই মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তাকে নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী বছর নির্দিষ্ট সময়েই ভোট হবে বলে ধরে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

> পর্যবেক্ষকরা তো সমস্ত কাজ খতিয়ে দেখবেনই, কিন্তু আপনারাও উন্নয়নের কাজে কোনও খামতি দেবেন না। ভোটের কাজ যা করছেন করুন, কিন্তু উন্নয়নে কোনও ঘাটতি যেন না হয়।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

ফলে মার্চ বা এপ্রিল মাসে ভোটের দিন ঘোষণা হতে পারে। তাই তার আগে উন্নয়নমূলক সমস্ত কাজে গতি আনতে চাইছেন মমতা। সেই লক্ষ্যেই জেলাগুলিতে উন্নয়নের কাজ খতিয়ে দেখতে পর্যবেক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জনস্বাস্থ্য কারিগরি, পূর্ত, সেচ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সহ বিভিন্ন দপ্তরের সচিবদের নিয়ে ১০ জন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। চলতি সপ্তাহ থেকেই তাঁরা জেলা সফরে গিয়ে কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখবেন।

তবে শুধু সচিবরা নন, মুখ্যমন্ত্রী নিজেও মঙ্গলবার থেকে জেলা সফর শুরু করে দিলেন। এদিন নবান্নের বৈঠকের পরই হাওড়ার ডুমুরজোলা স্টেডিয়াম থেকে হেলিকপ্টারে তিনদিনের সফরে মুর্শিদাবাদ ও মালদা সফরে গিয়েছেন। সেখান থেকে ফেরার পর তাঁর গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা ও কোচবিহারে যাওয়ার কথা আছে।

ফের বিতর্কিত মন্তব্য হুমায়ুনের

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : ফের বিতর্কিত মন্তব্য করলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। ৬ ডিসেম্বর তিনি বাবরি মসজিদ শিলান্যাস করার কথা আগেই ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু পুলিশি অনুমতি এখনও মেলেনি। এই নিয়ে বলতে গিয়ে মঙ্গলবার হুমায়ুন বলেন, 'যেভাবে প্রশাসন অনুষ্ঠানে বাধা তৈরি করতে চাইছে তাতে ওই অনুষ্ঠান না করতে পারলে ওইদিন রেজিনগর থেকে বহরমপুর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে দেব।'এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। বেলডাঙার এসডিপিওকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'আপনি আমার কাজে বাধা দিচ্ছেন। যেদিন আপনার কলার ধরে নেব, সেদিন আপনাকে কেউ রক্ষা করার থাকবে না।' তবে এই নিয়ে ওই এসডিপিও বা পুলিশ সুপার কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। প্রসঙ্গত, এদিনই মুর্শিদাবাদ পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই মধ্যে হুমায়ুনের এই বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে তৃণমূলে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : সোমবার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১তম সমাবর্তন উৎসব হল। এদিন এপিজে আবদুল কালাম অডিটোরিয়ামে উৎসবের সূচনা করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিড়লা ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সের উপাচার্য অধ্যাপক ভি রামগোপাল রাও। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য কল্লোল পাল, রেজিস্ট্রার দেবাংশু রায় প্রমুখ। রাজ্যপাল বলেন, 'দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে তরুণ সমাজের দায়িত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে শিক্ষিত তরুণ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বাংলার লক্ষ্য উৎকর্ষতর হয়ে ওঠা।'

যাদবপুরের নিরাপত্তার দায়িত্বে প্রাক্তন সেনাকর্মীরা

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : ফের বিতর্কে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। সম্প্রতি ক্যাম্পাসের অন্দরে মাওবাদী এক নেতার নামে দেওয়াল লিখন দেখা যাওয়ায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক টানাপোড়েন। এই আবহে নিরাপত্তার স্বার্থে নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে ৩০ জন প্রাক্তন সেনাকর্মী নিয়োগ করা হল বিশ্ববিদ্যালয়ে। দু-জন সুপারভাইজারকেও নিয়োগ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ক্যাম্পাসের ভিতরে প্রাক্তন সেনাদের টহলের মতো নজিরবিহীন ঘটনা দেখে রীতিমতো অবাক পড়ুয়ারা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, পড়ুয়া মৃত্যু, হস্টেলে র‍্যাগিং সহ একাধিক ঘটনা ঘিরে ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা নিয়ে যে অস্বস্তি বেড়েছিল, তা কমাতেই নিজেদের নিরাপত্তারক্ষীদের পাশাপাশি রাজ্য সৈনিক বোর্ডের মাধ্যমে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের পাহারা দেওয়ার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে।

রাজ্যের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে এভাবে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের টহল দেওয়ার ঘটনা এই প্রথম। দায়িত্বে থাকা সেনাকর্মীদের কথায়, গোটা ক্যাম্পাসের নিরাপত্তার দিকে নজর রাখা হবে। যাতে আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর না হয়। নিরস্ত্র অবস্থাতেই তাঁরা ক্যাম্পাসে টহল দেবেন। সম্প্রতি তৃণমূলপন্থী এক অধ্যাপককে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের দায়িত্বে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সুপারিশ করা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। এরই মধ্যে নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে শিক্ষামহল।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তার খাতে প্রতি মাসে রাজ্য সরকার প্রায় ৭ লক্ষ টাকা খরচ করবে। উপাচার্য জানিয়েছেন, ১২০ জন প্রার্থীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল নিরাপত্তারক্ষী পদে। প্রশিক্ষিতদের নির্বাচন করে চূড়ান্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনটে শিফটে ১০ জন করে নিরাপত্তারক্ষী কাজ করবেন। তবে নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করা হলেও সিসি ক্যামেরা কবে বসানো হবে, সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন পড়ুয়ারা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, সিসি ক্যামেরা বসানোর জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করেছে। দুটি ক্যাম্পাস মিলিয়ে দ্রুত সিসি ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু করা হবে। তবে রেজিস্ট্রারের মেয়াদ ফুরোনোয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান নিয়ে নতুন জটিলতা দেখা গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরকে এবারের অনুষ্ঠানে ডিলিট দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলেও বিসিসিআই তাঁকে যোগদানের অনুমতি দেয়নি। ফলে প্রধান অতিথির তালিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

খেজুর রসের খোঁজে শিউলিরা

চিত্ত মাহাতো

ঝাড়গ্রাম, ২ ডিসেম্বর : শীত পড়তেই খেজুর গুড়ের সন্দেশ, পাটালি, মোয়া ও পায়েসের জোগান দিতে বেরিয়ে পড়েছেন শিউলিরা। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় এসে পৌঁছেছেন তাঁরা। সুতাহাটা, খেজুরি, ময়না, মহিষাদল, শালবনি, মেদিনীপুর সদর ব্লক, বান্দোয়ান, জামবনি, লালগড়, বিনপুর ও বেলপাহাড়ি এলাকায় এরাজ্যের সব থেকে বেশি খেজুর রস সংগ্রহ হয়ে থাকে।

শীত যত বেশি পড়বে, তত বেশি পাওয়া যাবে খেজুরের রস। এবছর শীত ভালোই পড়বে, আবহাওয়া দপ্তরের এমন পূর্বাভাসে ভালো রস সংগ্রহের

ব্যাপারে শিউলিরা অনেকটাই আশাবাদী।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে ঝাড়গ্রামে আসা শিউলি স্বপন বাউরি দীর্ঘদিন খেজুর রস সংগ্রহের কাজ করছেন। তিনি বলেন, 'বর্তমান সময়ে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার কারণে ব্যবসা সবসময় ভালো হয় না। তবু শীত পড়তেই পরিবার নিয়ে খেজুর রস সংগ্রহ করা শুরু করেছি। আগে খেজুর গাছের মালিকরা সামান্য কিছুর বিনিময়ে গাছ থেকে রস সংগ্রহ করতে দিতেন। কিন্তু এখন মোটা অঙ্কের টাকা ও গুড় না দিলে তাঁরা গাছ দিতে চান না। আগে এক একটি এলাকায় দেড় থেকে দু'শোটি খেজুর গাছ পেতাম। এখন সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে একশোতে। ধীরে ধীরে ব্যবসার প্রসার কমলেও পূর্বপুরুষের পেশা ধরে রেখে কোনওরকমে কাজ করে চলেছি।'

শিউলি গোবিন্দ পড়িয়া বলেন, 'সমস্ত জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও খেজুর গুড়ের দাম সেভাবে বাড়েনি। খেজুর রস সংগ্রহ করার পর গুড় তৈরি করতে যেমন সময় লাগে তেমনি প্রচুর জ্বালানির দরকার হয়। এর ফলে লাভ খুব একটা হয় না। এভাবে পুরোনো পেশা ধরে আর কতদিন চলতে পারব জানি না।'

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৯৪ সংখ্যা, বুধবার, ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২

ডেমোক্র্যাসি বনাম ড্রামা

বিদ্রুপ, কটাক্ষ যদি শালীনতার সীমা ছাড়ায়, তখন গণতন্ত্রের বিপন্নতার আভাস ফুটে ওঠে। সংসদীয় গণতন্ত্রে তর্কবিতর্ক, বিভিন্ন দলের মধ্যে চাপানউতোর, পারস্পরিক বিরোধিতা মর্যাদার সঙ্গে ঠাঁই পাওয়ার কথা। কিন্তু সেই সমালোচনার সুযোগকে যদি অপমান করার জন্য ব্যবহার করা হয়, তাহলে গণতন্ত্রের মূল সুরের ছন্দপতন ঘটে। ২০২৫ সালে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের সূচনা লগ্ন সেরকমই ছন্দপতনের বার্তা বয়ে আনল।

দুর্ভাগ্যক্রমে সেই বার্তা দিলেন সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান পুরোহিত ভাবা হয় যাঁকে- সেই প্রধানমন্ত্রী। তিনি যে ভাষায় বিরোধীদের সমালোচনা করলেন, তা একইসঙ্গে বিরোধীদের অমর্যাদা ও তাচ্ছিল্যের শামিল। সংসদে বিরোধীদের সমালোচনার সুর যেন বেঁধে দিতে চাইলেন নরেন্দ্র মোদি। যা সুস্থ গণতন্ত্রে সংসদের গরিমাকে কাঠগড়ায় তুলে দিয়েছে। তাঁর ভাষায় সংসদে বিরোধীরা আসেন 'নাটক' করতে। শব্দটি চয়নে স্পষ্ট কতটা অপমান করার জন্য শাসকদলকে উসকে দিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী।

তিনি সরাসরি বিরোধীদের বলেছেন, নাটক করতে হলে অন্য জায়গায় গিয়ে করুন। সংসদ নাটক করার জায়গা নয়। এই বার্তায় বিরোধীরা যাই বলতে চাইবে গণতন্ত্রের মন্দিরে, তাকে নাটক বলে নস্যাৎ করার সুযোগ পেয়ে গেল সর্বভারতীয় শাসকদল। সদ্য বিহারে গোহারা হেরেছে বিরোধী জোট। বহুদলীয় গণতন্ত্রে কোনও দল হারতেই পারে। সেজন্য কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া যেমন কাম্য নয়, তেমনই সেই নির্বাচন নিয়ে বিরোধীদের প্রশ্ন তোলার সুযোগকে আগে থেকে বন্ধ করার চেষ্টা গণতন্ত্রসম্মত নয়।

সংসদে এমনকি স্লোগান তুলতেও বিরোধীদের প্রতি নিষেধাজ্ঞার পক্ষে সওয়াল করেছেন প্রধানমন্ত্রী। 'যেখানে হেরে গিয়েছেন, সেখানে গিয়ে স্লোগান দিন কিংবা যেখানে হারার বাকি আছে, সেখানে যেতে পারেন' মন্তব্যটি যুগপৎ ঔদ্ধত্য ও বিরোধীদের অপমানের নামান্তর। ভারতীয় গণতন্ত্রে সংবিধান অনুযায়ী সংসদ মূলত বিরোধী শিবিরের। সেই সাংবিধানিক শর্তটিকে কাঠগড়ায় তুলে দিলেন খোদ দেশের প্রধানমন্ত্রী।

এমন নয় যে, নরেন্দ্র মোদি একা সংসদীয় গণতন্ত্রের কফিনে পেরেক ঠুকছেন। অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তো বটেই, বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা বিভিন্ন সময়ে একই পথের পথিক হয়ে থাকেন। ব্যতিক্রম নয় বাংলা। এরাজ্যে শাসকদল তৃণমূলের নেতারা, এমনকি খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাষায় বিধানসভার অন্দরে বিরোধীদের তাচ্ছিল্য করেন, তা গণতন্ত্রসম্মত নয়। দলীয়ভাবে তাঁরা শুভেন্দু অধিকারীকে গদ্দার বলে সমালোচনা করতেই পারেন, কিন্তু বিরোধী দলনেতা হিসেবে ওই বিশেষণে সমালোচনা করা গণতন্ত্রের মূল ভিতের পরিপন্থী।

দেশের ১১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকার চলতি বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) নিয়ে প্রশ্ন বা বিতর্ক কম নয়। তা সত্ত্বেও মানতে হবে যে, এটা একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়ায় সার্বিকভাবে প্রশাসনের যুক্ত থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু 'আমি আছি, ভয় পাবেন না' বলে জেলা শাসকদের উদ্দেশে খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্বাস গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক ব্যবস্থাটির প্রতি বিরূপ মনোভাবের পরিচায়ক।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে এই মনোভাব প্রকাশ করলে, তা-ও গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করে। যদিও সব সৌজন্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে শীতকালীন অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সার্বিকভাবে গোটা বিরোধী শিবিরের প্রতি নেতিবাচক মন্তব্যগুলিতে। 'হেরেছেন বলে সংসদে অশান্তি করবেন, এটা হতে পারে না' মন্তব্যটি বাস্তবে অধিবেশনের শুরুতেই বিরোধীদের সমালোচনাকে বেঁধে দেওয়া ও কণ্ঠরোধের শামিল।

সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান পুরোহিত প্রধানমন্ত্রী নিজে এভাবে বিরোধীদের কার্যকলাপে লাগাম পরানোর চেষ্টা করলে তার পরিণতি ভয়াবহ। বহুদলীয় গণতন্ত্রের ধারণাটি এতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। গণতন্ত্রের মোড়কে একনায়কত্ব, একদলীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঝোঁক এর মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠা পায়। শুধু বিরোধী শিবির নয়, গণতন্ত্রকামী সাধারণ নাগরিকের চেতনায় এর চেয়ে বড় আঘাত আর কিছু হতে পারে না।

অমৃতধারা

ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তিনি সর্বশক্তিমান। ক্ষুদ্রকে বিশ্বাস কর, ছোটকে মর্যাদা দাও। নিজে ঈশ্বর বিশ্বাসী হও আগে, তারপর ভগবানের কথা অপরকে বলিও। বিশ্বাসে যে অবিচল, কর্মে প্রবল হইতে তাহার অধিক সময় লাগে না। কাম তুচ্ছতা-মুক্ত হইলে প্রেম হইয়া যায়, প্রেম কলঙ্কিত হইলেই কামের রূপ পায়। কুসংসর্গের প্রভাব হইতে নিজেকে প্রাণপণ বিক্রমে বাঁচাইয়া চল। জগৎজোড়া সমস্ত প্রাণীই তোমার বান্ধব, হৃদয়ের প্রেম ডোরে বাঁধিয়া তাহাদের আকর্ষণ কর। জীবিকার্জনের পন্থা হইতে পাপকে দূর করিয়া দাও-তোমার বংশে মহাপুরুষের জন্ম বিনা সাধনাই সম্ভব হইবে। অলসকে কর্মঠ কর, বেকারকে কাজ দাও। চিন্তাহীনের মনে চিন্তার ফোয়ারা ছুটাও, দুশ্চিন্তাকারীর মনে সুচিন্তার সমাবেশ কর।

-শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

আলোচিত

যতদিন মোদি রয়েছেন, ততদিন বিজেপি আছে। ঠিক একইভাবে যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন, ততদিন কেউ কিছু করতে পারবে না। যতদিন মোদি রয়েছেন, পদ্ম ফুল ফুটবে। মোদি চলে গেলে পদ্ম ফুল ফুটবে না। এরকমই আমাদের মমতাদি। দল চলে ওঁর নামে।

- কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল

হায়দরাবাদের একটি কলেজে পরীক্ষা চলাকালীন প্রচুর বই জানলা দিয়ে নীচে ছোড়ার ভিডিও ভাইরাল। অভিযোগ, পরীক্ষার সময় ছাত্ররা 'গণ' টুকলি করছিলেন। পর্যবেক্ষকরা আসছেন শুনে আতঙ্কিত হয়ে জানলা দিয়ে সেগুলি ছুড়ে ফেলেন। কর্তৃপক্ষ টুকলির অভিযোগ উড়িয়েছে।

আজ

১৮৮৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন শহিদ ক্ষুদিরাম বসু।

১৮৮৪

ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের জন্ম আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

প্রবচন বলে, কাল করব বলে কিছু ফেলে রাখতে নেই। কাল বললে কালে পায়। উপদেশটি সবার কাছেই মূল্যবান, কিন্তু মার্ক টোয়েনের প্রকৃতি যে অন্য ধাতুতে গড়া, তিনি এই কথাটিই একটু অন্যভাবে ভেবেছেন।

শিকড়সন্ধানী বাবা-মায়ের সন্তান ওবামা

শেখর বসু

স্বনির্ভরতা, স্বাধীনতা এমনি এমনি আসে না। এগুলির চর্চা শুরু করতে হয় প্রথম জীবন থেকেই। শেষ বয়সেও তাহলে পরনির্ভরতা এড়ানো সম্ভব অনেকখানি।

আমার অলস চিন্তায় কয়েক বছর আগের কলকাতার একটা ঘটনাও ভেসে উঠেছিল। আমেরিকায় জন্ম হয়েছে, লেখাপড়া ওই দেশেই, এমন একটি আঠারো বছরের ছেলে কলকাতায় বেড়াতে এসেছে বাবা-মায়ের সঙ্গে। মাঝে মাঝে দেশে আসে, তখন এদিক-ওদিক যতটা পারে দেখে নেয়। সেবার ছেলেটি বাবার লেখাপড়া করার জায়গাগুলো ঘুরেফিরে দেখেছিল। এগুলির মধ্যে ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ, খড়্গপুর আইআইটি।

কথায় কথায় ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোন জিনিসটা এবার তোমার কাছে চমকে ওঠার মতো বলে মনে হয়েছে?

ছেলেটি অদ্ভুত একটি উত্তর দিয়েছিল। বলেছিল, সেদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকে দেখি, একটি ছেলে বিএ-তে ভর্তি হবে। কিন্তু সে নয়, তার বাবা ভর্তি হওয়ার ফর্ম পূরণ করে দিচ্ছেন। ছেলেটি বাবার পাশে বসে আছে চুপটি করে। এমন দৃশ্য আমেরিকায় আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

আমেরিকার ওই ছেলেটি বাঙালি বাবা-মায়ের স্নেহের বন্ধন কাটিয়ে একটু দূরের একটি অ্যাপার্টমেন্টে একা থেকে উচ্চশিক্ষা শুরু করে দিয়েছিল। সব ব্যাপারেই ও ছিল স্বনির্ভর। উচ্চশিক্ষার জন্য একটি স্কলারশিপ পেয়েছিল, আর পকেটমানি জোগাড়ের জন্য অবসর সময়ে হোটেল-রেস্তোরাঁতে ছোটখাটো কাজও করত। জন্ম থেকে আমেরিকায় বড় হয়ে ওঠা এই ছেলেটির কাছে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের ফর্ম তার বাবার পূরণ করে দেওয়ার দৃশ্যটি অস্বাভাবিক ঠেকাই খুব স্বাভাবিক।

শিকাগোয় দিনের আলো খানিকটা ম্লান হয়ে এসেছিল। তবে আকাশের আলোর অভাব পূরণ করে দিয়েছিল বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলো। শহরের রাস্তাঘাট ভেসে গিয়েছিল ঝলমলে আলোয়। আমি ডানদিকের রাস্তা ধরেছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই পৌঁছে গিয়েছিলাম শপিং মলের পাড়ায়। বিশাল বিশাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। আলোর কী বাহার! ঝাঁ চকচকে বললে বোধহয় কিছুই বোঝানো হয় না। কী না আছে এখানে! 'আপস্কেল বুটিক' থেকে 'ডিসকাউন্ট আউটলেট'--সব।

'ব্লুমিংডেলস', 'লর্ড অ্যান্ড টেলর', 'নর্ডস্ট্রম' ইত্যাদি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর নাকি আন্তর্জাতিক। দেশ-বিদেশের বহু মানুষ এখানে এসে বাজার করে যান। এসব জায়গায় কেনাকাটা করলে ক্রেতারা শুধু সন্তুষ্টিই লাভ করেন না, ওজনদার ক্রেতা হিসেবে তাঁদের গায়ে নাকি একটা ছাপ্পাও লেগে যায়।

কিছু কিছু ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আছে যেগুলি শুধু আয়তন আর সম্ভার দেখিয়েই চোখ ধাঁধিয়ে দেয় না, পাশাপাশি অপরূপ আবহাওয়াও তৈরি করে। মনে হবে হঠাৎই বুঝি কোনও অ্যামিউজমেন্ট পার্কে এসে হাজির হয়েছি। উজ্জ্বল আলোর খামতি নেই কোথাও, তবে পথচলতি লোকজনের সংখ্যা বেশ কমে এসেছিল। বাতাসে শীতের ধার আগের তুলনায় একটু বেশি।

এবার হোটেলে ফিরতে হবে। আমার সঙ্গে রাস্তাঘাটের ম্যাপ আছে। নিখুঁতভাবে সবকিছু সেখানে এঁকে আর লিখে দেখানো হয়েছে। পথ হারাবার কোনও ভয় নেই। মাঝে মাঝে ঘাড় উলটে দু'পাশের স্কাইস্ক্র্যাপারগুলো দেখে নিচ্ছিলাম।

আকাশচুম্বী অট্টালিকা। দু'পাশের অট্টালিকাগুলোর শেষ কোথায়, ঘাড় সম্পূর্ণ উলটে দিয়েও দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু যেগুলো একটু দূরে, সামনের দিকে, সেগুলোর অনেকখানি দেখা যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে বিভ্রম হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল কোনও অলৌকিক উপায়ে বুঝি আকাশের গায়ে থাক-থাক আলোর মালা সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

রাতে হোটেলের বিছানায় শুয়ে শুয়ে পরের দিনের ভ্রমণসূচিটা মনে মনে একটু আউড়ে নিচ্ছিলাম। ভ্রমণ-পণ্ডিতরা বলে থাকেন, বেড়াবার একটা ভালো ছক যদি আগেভাগে তৈরি করে রাখা যায়, অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছু দেখে ফেলা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, অবশ্যদ্রষ্টব্য বস্তু বাদ পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু মার্ক টোয়েনের দেশে ভ্রমণ-পণ্ডিতরাই শেষ কথা নয়। শেষ কথা কিংবা মোক্ষম কথাটি জানার জন্য লেখকের দ্বারস্থ একবার হতেই হবে।

একটি বিখ্যাত প্রবচন আছে, কাল করব বলে কিছু ফেলে রাখতে নেই। কাল বললে কালে পায়। সুতরাং আগামীকালের কাজটা সম্ভব হলে আজকেই সেরে রাখো। উপদেশটি সবার কাছেই মূল্যবান, কিন্তু মার্ক টোয়েনের প্রকৃতি যে অন্য ধাতুতে গড়া, তিনি এই কথাটিই একটু অন্যভাবে ভেবেছেন। লেখক বেশ জোর দিয়ে বলেছেন পরশু যেটা করা যেতে পারে, কক্ষনো সেটা কাল করতে যেও না।

লেখকের বিচিত্র এই পরামর্শের কথা মনে পড়ে যেতেই একটু নড়েচড়ে উঠেছিলাম। ইশ! পরামর্শটি যদি মানা যেত। ছুটোছুটি নয়, তাড়াহুড়ো নয়, কালকের কাজ ধীরেসুস্থে পরশু পর্যন্ত গড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার মজাটাও কম নয়। জায়গাটি যে দূর বিদেশ, এখানে সময় ও অর্থ দুটোই দ্রুতগতিতে ফুরিয়ে যায়। সুতরাং আলসেমি করার সুযোগ নেই। কাল যা-যা দেখার কথা ভেবে রেখেছি, পুরোটাই দেখে ফেলার চেষ্টা করব। প্রিয় লেখক মার্ক টোয়েনের উপদেশ বরং দেশে ফিরে নিষ্ঠার সঙ্গে মানা যাবে।

চমৎকার ঘুম হয়েছিল রাতে। পরদিন সকালে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঝকঝকে সকাল। সাইডওয়াকে লোকজন বিশেষ নেই। রাস্তায় গাড়ি ছুটছিল শাঁ-শাঁ করে। সোজা পথ ধরে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিলাম।

অনেকগুলি বিষয় নিয়ে প্রচ্ছন্ন গর্ব আছে শিকাগোবাসীর। যেমন আকাশচুম্বী বেশ কয়েকটা অট্টালিকা আছে এই শহরে। মেধার চর্চায় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব নামডাক। শিকাগো স্কুল অফ ইকনমিক্স এবং শিকাগো স্কুল অফ সোশিওলজির দিকে পৃথিবীর মানুষজন বেশ সম্ভ্রমের চোখে তাকিয়ে থাকে। উত্তর আমেরিকার সেরা বন্দর-শহর এই শিকাগোই। মিডওয়েস্টের অর্থনৈতিক রাজধানী হওয়ার সম্মানও পেয়েছে এই শহরটি।

শহর দেখতে দেখতে পৌঁছে গিয়েছিলাম ফিল্ড মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রিতে। ফিল্ড মিউজিয়ামের পত্তন ১৮৯৩ সালে। তখন এটির নাম ছিল কলাম্বিয়ান মিউজিয়াম অফ শিকাগো। ১৯০৫ সালে মিউজিয়ামের নতুন নাম হল ফিল্ড মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি। মিউজিয়ামের প্রথম এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক মার্শাল ফিল্ডের নামেই নামকরণ করা হয় মিউজিয়ামটির। ১৯২১ সালে নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয় এটি।

জাদুঘরটি পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনে ভর্তি। প্রাচীন মিশর, পেসিফিক নর্থওয়েস্ট এবং তিব্বতের বিস্তর শিল্পকর্ম আছে এখানে। এখানকার দুটি সংগ্রহ তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো। প্রথমটি নানা প্রজাতির ডায়নোসর, দ্বিতীয়টি বিশাল চেহারার জন্তুজানোয়ারের 'ট্যাক্সিডার্মি'।

টাইরানোসরাসের কঙ্কালটি বৃহত্তম। মস্ত বড় একটি হলঘরের ওই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত পর্যন্ত। প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় এই প্রাণীটির হাড়গোড়ের প্রায় নব্বই শতাংশ সংগ্রহ করা গিয়েছে।

'ট্যাক্সিডার্মি' বিভাগে কী না আছে। প্রথমেই আছে সুবিশাল চেহারার দুটি হাতি, এদের বিচরণভূমি ছিল আফ্রিকার জঙ্গল। সঙ্গে আছে বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ, হায়না, জিরাফ, জেব্রা-- এককথায় নিবিড় জঙ্গলের গোটা সংসার। এও এক আশ্চর্য শিল্পকর্ম। চামড়াগুলো আসল, ভিতরে খড়, ভুসি ইত্যাদি।

চোখ, দাঁত এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে কিছু জোড়াতালি আছে, কিন্তু কিছু বোঝার উপায় নেই। এ এক অনবদ্য ট্যাক্সিডার্মি। হঠাৎ দেখলেই শুধু নয়, অনেকক্ষণ ধরে ঠায় তাকিয়ে থাকলেও বিভ্রম তৈরি হতে পারে। মনে হবে বন্যপ্রাণীগুলো জ্যান্ত। বিভ্রম দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য বনভূমির যথাযথ পরিবেশও তৈরি করা হয়েছে জাদুঘরে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, যখন তিনি নিতান্তই স্বল্পপরিচিত ব্যক্তিত্ব, এক প্রকাশনা সংস্থার কাছ থেকে একটি বই লেখার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। তখন তিনি ল' স্কুলে ছিলেন এবং 'হার্ভার্ড ল' রিভিউয়ের' প্রথম আফ্রিকান-আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন।

স্মৃতিকথামূলক অনবদ্য এই বইটির নাম 'ড্রিমস ফ্রম মাই ফাদার।' বইটিতে কালো আফ্রিকান পিতা এবং সাদা আমেরিকান মায়ের সন্তান ওবামা এক অর্থে তাঁর শিকড় সন্ধান করেছেন।

এই বইটিতে শিকাগোকে নিয়ে সুদীর্ঘ একটি অধ্যায় লিখেছেন ওবামা। শিকাগোতে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন তিনি। এই শহর তাঁর প্রথম যৌবনের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে জড়িয়ে আছে। শহরের সুষমা, ঔদার্য এবং বৈষম্য অকপটভাবে উঠে এসেছে এই স্মৃতিকথনে। অসামান্য এই ফিল্ড মিউজিয়ামটির কথাও আছে বইটিতে।

জনমন জনমত

'অদৃশ্য আততায়ী' পড়ে ভালো লেগেছে

হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন (এইচএআই) বা সহজ ভাষায় হাসপাতাল অর্জিত সংক্রমণ এক নিঃশব্দ ঘাতক। ক্যাথেটার থেকে মূত্রনালি, কিডনি-রক্তের সংক্রমণ, ভেন্টিলেশন থেকে ছড়ানো নিউমোনিয়ার সঙ্গে অস্ত্রোপচারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যথাযথ জীবাণুমুক্ত না করাই এর কারণ।

আমাদের চারপাশে অহরহ এমন মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ছে। সরকারি হাসপাতাল থেকে বেসরকারি নামীদামি নার্সিংহোমে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলেও অনেক সময় রোগীকে ফেরানো যাচ্ছে না। আমাদের অনেকেরই এবিষয়ে অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা রয়েছে।

এতদিন বিষয়টি লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিল। কারণ চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা বা অভিজ্ঞতা খুব কম মানুষেরই থাকে। বিষয়টি নিয়ে রবিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের উত্তর সম্পাদকীয় বিভাগে প্রকাশিত 'অদৃশ্য আততায়ী' শীর্ষক নিবন্ধে 'ভরসার ঘরে নিঃশব্দ ঘাতক' এবং 'স্বজনহারার চোখে জল, হাসপাতালের তাতে কী' - প্রতিবেদন দুটি পড়ে চমকিত হলাম। প্রশংসাযোগ্য দুটো প্রতিবেদন পাঠকদের সতর্ক করে তুলবে।

নার্সিংহোমের বিভিন্ন প্যাকেজের সঙ্গে অপারেশন থিয়েটারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যেন জীবাণুমুক্ত থাকে, তার উল্লেখ থাকুক। প্রতিবেদন দুটি প্রকাশে অবশ্যই উত্তরবঙ্গ সংবাদকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

অজিত ঘোষ
গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।

দৃষ্টিহীনদের জন্য সংরক্ষণ ও ভাতা চাই

৩ ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। এই দিনে অনেক মুখরোচক বক্তব্য হয়, মিষ্টি বিতরণ হয় - এটাই কি যথেষ্ট?

সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশ হতে না পারায় গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ স্বাদ নিতে পারছেন না দৃষ্টিহীনরা। স্বাধীনতার সূচনা লগ্ন থেকেই বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জন্য সংরক্ষণের সুবিধা রয়েছে। বিশেষ করে সংরক্ষণ ছাড়া দৃষ্টিহীনদের পক্ষে নির্বাচিত হওয়া কষ্টকল্পনা মাত্র। যদিও সঠিকভাবে আদমশুমারি হলে আমার মনে হয় আমাদের দেশে বিশেষভাবে সক্ষম মানুষের সংখ্যা ২৫ শতাংশেরও বেশি হবে। এই অবস্থায় আইনসভা সহ সর্বত্র বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হবে না কেন?

আমার দাবি, লোকসভা, রাজ্যসভা, বিধানসভা, বিধান পরিষদ সহ পঞ্চায়েত ও পুরসভায় দৃষ্টিহীনদের মধ্যে থেকে প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিহীন এবং ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য অবশ্যই আলাদা আসন সংরক্ষণ অপরিহার্য। না হলে পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিহীনদের বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাবে। এই দাবি পূরণের জন্য রাষ্ট্রপতি থেকে উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মানবিক দৃষ্টি আর্কষণ করছি।

দ্বিতীয়ত, বিশেষভাবে সক্ষমরা এই ক্রমবর্ধমান বাজারমূল্যের যুগে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে ভাতা পেয়ে থাকেন। কিন্তু এটাই কি যথেষ্ট? আমার দাবি, হতদরিদ্র, বেকার, দুঃস্থ, পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিহীনদের ডালভাত খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য সরকারের তরফে প্রতি মাসে কম করে সাত হাজার টাকা করে দেওয়া হোক।

দৃষ্টিহীনদের উপরোক্ত দাবি দুটি পূরণ হলেই আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালন সার্থক হবে।

বিপদতারণ দাস, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।

বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য সচেতনতায় এখনও ঘাটতি

পৃথিবী আর দেশজুড়ে ইনক্লুশন বা অন্তর্ভুক্তির ওপর কাজ চলছে। বিশেষ করে বিশেষভাবে সক্ষম এবং বরিষ্ঠ নাগরিকদের কথাই আজ এখানে বলতে চাই। একজন ৪৫ বছর বয়স্ক বিশেষভাবে সক্ষম নাগরিকের মা হিসেবে আমার এই চিঠি।

সমগ্র ভারতে যেখানে এত ভালো রেল পরিষেবা সেখানে কেন এত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা? 'বিশেষভাবে সক্ষম কোচ, স্টিগমা, আমরা সমান' – এখানে এই কথাগুলির সঠিক মূল্যায়ন হয়নি, যার খুব প্রয়োজন। আসলে 'আমরা বিশেষভাবে সক্ষম' – এই সচেতনতার এখনও অনেক ঘাটতি রয়েছে। তাই তো এখনও ট্রেনে 'ডিজেবলড কোচ' লেখা থাকে। বরং রেল কর্তৃপক্ষের উচিত এমন কোচের ব্যবস্থা করা, যেখানে আমরা-ওরার বিভেদ থাকবে না।

যাঁরা বরিষ্ঠ নাগরিক তাঁরাও সুবিধা পাবেন।

সুবিধাজনক টয়লেট, খোলামেলা জায়গা, টু-টিয়ারের মতো চওড়া বার্থ আর বিশেষ করে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভ্রমণের আনন্দ। তবেই না অন্তর্ভুক্তি কথার অর্থ উপযুক্ত হবে।

কল্পনা সরকার
কেরানিপাড়া, জলপাইগুড়ি।

রিচার্জ মূল্য বেড়েই চলেছে

বিভিন্ন মোবাইল পরিষেবা সংস্থা কিছুদিন পরপর তাদের রিচার্জের মাশুল বাড়িয়েই চলেছে। এমনিতেই রিচার্জ করতে অনেক পয়সা খরচ হয়। তার ওপর এভাবে যদি দাম বাড়ে তাহলে অনেকেই ভীষণ অসুবিধায় পড়বেন। ঠিক কোন যুক্তিতে এই অবস্থা তা বোধগম্য নয়। অন্যদিকে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু লাগামছাড়া রিচার্জের মাশুলের কারণে সাধারণ মানুষের নাজেহাল অবস্থা। এর কি কোনও সমাধান নেই?

দেবাশিস গোপ, কুশমণ্ডি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩০৮

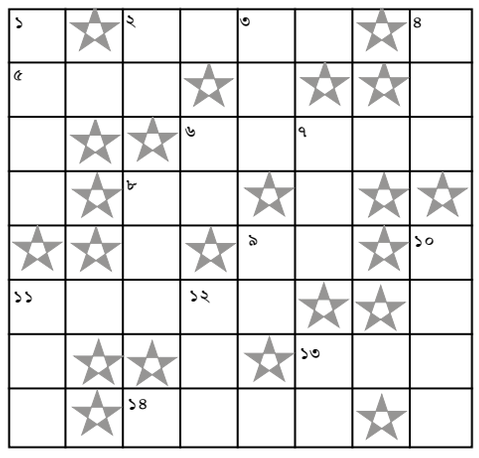

পাশাপাশি : ২। পরিচ্ছন্ন এবং স্বচ্ছ ৫। পরীক্ষার খাতায় নকল করা ৬। সোনার মতো চকচকে ৮। ডাল বেটে তৈরি, ওষুধও হতে পারে ৯। ফলের নাম ১১। তর্ক বিতর্ক বা বাদানুবাদ ১৩। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা ১৪। সমুদ্র মন্থনে যে ফুলগাছ উঠে আসে।

উপর-নীচ : ১। গায়ে পড়া ব্যক্তি ২। মধু ও মৌচাকের সঙ্গে সম্পর্ক আছে ৩। আকাশ পথে চলে এই যান ৪। যা সহজে পাওয়া যায় ৬। ফেল –, মাখো তেল ৭। ফুল অথবা চুলের ছাঁট ৮। ব্রাহ্মণ বালক ৯। মৌমাছির হুল ১০। রাজা রাবণের ছেলে ১১। এ পাখি ঘরেও থাকে বনেও থাকে ১২। বেতনের বিনিময়ে কাজ ১৩। মার্গ সংগীতে যত সুর আছে।

সমাধান ■ ৪৩০৭

পাশাপাশি : ১। মোলায়েম ৩। তাগাদা ৫। নিরাশাব্যঞ্জক ৬। জালিম ৭। হায়না ৯। ঘাতপ্রতিঘাত ১২। রসদ ১৩। টিপকল।

উপর-নীচ : ১। মোলাহেজা ২। ময়রা ৩। তালব্য ৪। দারক ৫। নিম ৭। হাত ৮। নাজেহাল ৯। ঘাগর ১০। প্রমাদ ১১। ঘাপটি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সঞ্চার সাথী নিয়ে ঢোঁক গিলল কেন্দ্র

বিরোধীদের লাগাতার সমালোচনার জের

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : 'আপনি যদি সঞ্চার সাথী না চান, তাহলে আপনি এটা সরিয়ে দিতে পারেন। অ্যাপটি বাধ্যতামূলক নয়।' নতুন স্মার্টফোনে সঞ্চার সাথী অ্যাপ আগে থেকে ইনস্টল করা নিয়ে দেশজুড়ে যে বিতর্ক দানা বেঁধেছে, তাতে এই ভাষাতেই ঢোঁক গিললেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। বলেন, 'সবার কাছে এই অ্যাপটি পেশ করা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু সেটি মোবাইলে রেখে দেওয়া হবে কি না ব্যবহারকারীর ওপর নির্ভর করছে।'

সবার কাছে এই অ্যাপটি পেশ করা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু সেটি মোবাইলে রেখে দেওয়া হবে কি না সেটা ব্যবহারকারীর ওপর নির্ভর করছে। - জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

সঞ্চার সাথী একটি নজরদারি অ্যাপ। নাগরিকদের গোপনীয়তার অধিকার আছে। সরকার বিভিন্ন উপায়ে এদেশে স্বৈরতন্ত্র কায়েম করতে চায়। -প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা

সাধারণ বোধবুদ্ধি বলে, এই ধরনের অ্যাপ যদি ঐচ্ছিক হয়, তাহলে এগুলি কাজে লাগতে পারে। কিন্তু গণতন্ত্রে কোনও কিছুকে বাধ্যতামূলক করা হলে তা সমস্যাজনক। -শশী থারুর

সিন্ধিয়ার দাবি, সাইবার প্রতারণা ও ফোন চুরি রুখতেই সঞ্চার সাথী অ্যাপটি তৈরি করা হয়েছে। যদিও টেলিকম দপ্তরের নির্দেশিকাটি সামনে আসতেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রে রে করে উঠেছে বিরোধীরা। মঙ্গলবার কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা বলেন, 'সঞ্চার সাথী একটি নজরদারি অ্যাপ। স্পষ্টতই এটা অদ্ভুত। নাগরিকদের গোপনীয়তার অধিকার আছে। সরকারের সব ব্যাপারে খবরদারি ছাড়াই সবারই নিজের পরিবার ও বন্ধুদের মেসেজ পাঠানোর গোপনীয়তার অধিকার আছে। সরকার বিভিন্ন উপায়ে এদেশে স্বৈরতন্ত্র কায়েম করতে চায়।' দলীয় লাইনের বাইরে গিয়ে প্রায় সমস্ত বিষয়ে কেন্দ্র ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সমর্থন জানানো কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরও এ নিয়ে আপত্তি জানিয়ে বলেন, 'সাধারণ বোধবুদ্ধি বলে, এই ধরনের অ্যাপ যদি ঐচ্ছিক হয়, তাহলে এগুলি কাজে লাগতে পারে। যাঁদের এগুলির প্রয়োজন, তাঁরা যেন সেগুলি ডাউনলোড করতে পারেন। কিন্তু গণতন্ত্রে কোনও কিছুকে বাধ্যতামূলক করা হলে তা সমস্যাজনক।'

জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া অবশ্য নজরদারি চালানোর অভিযোগ খারিজ করে বলেন, 'বিরোধীদের কাছে যখন কোনও ইস্যু থাকে না এবং যদি নতুন কোনও ইস্যু খোঁজার চেষ্টা করে, তাহলে আমাদের কী করার আছে। আমাদের কর্তব্য হল উপভোক্তাদের সাহায্য করা এবং তাঁদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা। এই অ্যাপটি মোটেই আড়ি পাততে পারে না কিংবা ফোন কলের ওপর নজরদারিও চালাতে পারে না। আপনাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আপনারা এই অ্যাপটি সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় করতে পারেন।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'পোর্টালের মাধ্যমে ২০ কোটিরও বেশি ডাউনলোড হয়েছে সঞ্চার সাথী। অ্যাপ ডাউনলোড হয়েছে দেড় কোটি। প্রতারণা রুখতে কার্যকরী ভূমিকাও নিয়েছে অ্যাপটি। তাঁকে সমর্থন জানিয়ে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, অধিবেশনে বিঘ্ন ঘটাতেই ইস্যু তৈরি করছে বিরোধীরা। সমস্ত ইস্যুই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেগুলিকে ব্যবহার করে সংসদে বাধা তৈরি করা ঠিক নয়।' এই অ্যাপটি ব্যবহারকারীদের সাইবার সুরক্ষার পাশাপাশি হারানো মোবাইল খুঁজে পেতে অত্যন্ত কার্যকরী। সরকারি হিসেবে চলতি বছরেই সাত লক্ষেরও বেশি হারানো মোবাইল উদ্ধারে 'সঞ্চার সাথী' সাহায্য করেছে।

তবে অ্যাপল তাদের নীতি অনুযায়ী বিক্রির আগে মোবাইলে নিজস্ব অ্যাপ ছাড়া অন্য কোনও 'থার্ড পার্টি অ্যাপ' ইনস্টল করে না। অতীতের বহু দেশের অনুরোধ তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের এই কড়া বার্তা তারা মানবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

বিরোধীদের চাপে সংসদে এসআইআর নিয়ে সুর বদল কেন্দ্রের

নির্বাচনি সংস্কার চর্চার আশ্বাস

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে শেষমেশ বিরোধীদের এককাট্টা অবস্থানের চাপে সুর বদল করতে বাধ্য হল মোদি সরকার। ঠিক হয়েছে, ৯ ডিসেম্বর, আগামী মঙ্গলবার বেলা ১২টা থেকে লোকসভায় নির্বাচনি সংস্কার নিয়ে আলোচনা হবে। মঙ্গলবার সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে কয়েক দফা বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে আলোচনার প্রসঙ্গে এসআইআরের নামোল্লেখ করা হয়নি। সরকারের একটি সূত্র প্রথমে জানিয়েছিল, 'এসআইআর নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। বিরোধীরা যদি প্রতিবাদ জারি রাখে তাহলে আমরা বিলগুলি নিয়ে এগোব।'

বিরোধীরা অবশ্য প্রথম থেকেই দাবি তুলেছিল, যে কোনও রূপে এসআইআর নিয়ে সংসদে আলোচনা করতে হবে। এদিন এসআইআরের বদলে নির্বাচনি সংস্কার নিয়ে আলোচনায় সরকার রাজি বলে জানিয়ে বিরোধীদের সেই দাবি কার্যত মেনে নেওয়া হয়েছে বলেই ধারণা রাজনৈতিক মহলের। রিজিজু এদিন বলেন, 'আজ লোকসভার মাননীয় স্পিকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সর্বদল বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, ৮ ডিসেম্বর সোমবার দুপুর ১২টা থেকে বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা হবে। অন্যদিকে ৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার দুপুর ১২টা থেকে নির্বাচনি সংস্কার বিষয়ে আলোচনা হবে লোকসভায়।' অন্যদিকে রাজ্যসভাতে বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনা হবে ৯ ডিসেম্বর এবং নির্বাচনি সংস্কার নিয়ে আলোচনা হবে ১১ ডিসেম্বর।

বিরোধীরা অবশ্য চেয়েছিলেন, প্রথমেই যেন নির্বাচনি সংস্কার নিয়ে আলোচনা হয়। শীতকালীন অধিবেশনের প্রথমদিনই সংসদে এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবিতে বারবার লোকসভা এবং রাজ্যসভা মুলতুবি হয়ে গিয়েছিল। মঙ্গলবারও সেই অচলাবস্থা জারি থাকে। লাগাতার স্লোগান ও হট্টগোলের জেরে সংসদের উভয়কক্ষের কাজকর্ম দিনভর ব্যাহত হয়।

বিরোধীদের নিশানা করে রিজিজু বলেন, 'আপনারা তো নির্বাচনে জিততে পারেন না। মানুষ আপনাদের বিশ্বাস করে না। আপনারা তাই আপনাদের ক্ষোভ সভায় উগরে দিচ্ছেন। এটা ঠিক নয়।' বিরোধীদের এসআইআর চাপকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'আমি গতকালও বলেছি আমরা আলোচনায় রাজি। কিন্তু তার আগে আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে বসতে হবে। সময় নিয়ে বারবার চাপ দেওয়াটা ঠিক নয়। সব ইস্যুই গুরুত্বপূর্ণ।'

এদিন প্রথম সাড়ে বারোটায় সর্বদলীয় বৈঠকে বসেন কিরেন রিজিজু। যদিও সেখানে কোনও সমাধানসূত্র না মেলায় ফের সাড়ে তিনটের সময় বৈঠকে বসেন সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতারা। সেখানেই ঐকমত্যে পৌঁছোয় শাসক ও বিরোধী। এদিনও অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে এসআইআর

সংসদের বাইরে এসআইআর বিরোধী বিক্ষোভে সোনিয়া-রাহুলদের সঙ্গে তৃণমূলের মমতাবালা ঠাকুর।

নিয়ে সংসদের মকরদ্বারের সামনে প্রতিবাদে শামিল হন কংগ্রেস সহ সমগ্র বিরোধী জোট। ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে তৃণমূল অনুপস্থিত থাকলেও এদিন এসআইআর নিয়ে প্রতিবাদে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, সোনিয়া গান্ধি,প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার পাশাপাশি প্রতিবাদে শামিল হতে দেখা গিয়েছে তৃণমূলের মমতাবালা ঠাকুর এবং বাপি হালদারকেও। তৃণমূলের সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'একটি দায়িত্বশীল বিরোধী দল সংসদ চালাতে যা যা করার সবই করেছে। সরকার সংসদকে উপহাস করলেও আমরা সর্বোচ্চ সহনশীলতা দেখিয়েছি। এসআইআর নিয়ে আলোচনা আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার ছিল এবং রয়েছে, মানুষ মরছে। তবু সংসদীয় রীতিনীতি মেনে সময় নিয়ে সরকারের প্রস্তাব মেনে নিয়েছি।' মল্লিকার্জুন খাড়গে এদিন রাজ্যসভায় বলেন, 'এসআইআরের অত্যধিক চাপে ২৮ জন বিএলও মারা গিয়েছেন। এটা গুরুতর বিষয়। আমরা চাই এখনই আলোচনা হোক। গণতন্ত্র, নাগরিক ও দেশের স্বার্থে আপনি আলোচনায় অনুমতি দিন। আমরা অবশ্যই সহযোগিতা করব।' এদিকে এদিন সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর মামলায় আবেদনকারীদের অন্যতম আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি জানান, এসআইআরের মাধ্যমে ঘুরপথে এনআরসি করা হচ্ছে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

রেণুকার পাশে রাহুল

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : সংসদে একটি কুকুর নিয়ে ঢোকার ঘটনা ও কংগ্রেস সাংসদ রেণুকা চৌধুরীর মন্তব্যের জেরে সোমবার শীতকালীন অধিবেশনের শুরুর দিনেই ব্যাপক বিতর্ক হয়েছে। মঙ্গলবার ওই প্রসঙ্গে মন্তব্য করে নতুন করে হইচই ফেললেন লোকসভার বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধি'। তাঁর মন্তব্য স্পষ্ট করে দিয়েছে তিনি রেণুকার পাশে। রাহুল বলেছেন, 'আমার মনে হচ্ছে আজ কুকুরই প্রধান বিষয়। কী করেছে বেচারা কুকুর? এখানে কি ও অনুমোদিত নয়?' এক সাংবাদিক বলেন, 'রুল বুকে কিছু বলা নেই। কিন্তু পোষ্যরা এখানে অনুমোদিত নয়।' রাহুল বলেন, 'কিন্তু ওদের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে।' রেণুকার গতকালের মন্তব্যকে সমর্থন করায় রাহুল গান্ধির সমালোচনা করে বিজেপির মুখপাত্র সম্বিত পাত্র জানিয়েছেন, রাহুল গান্ধি ও রেণুকার চৌধুরীর মন্তব্য সংসদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে।

ফের বিতর্কে এয়ার ইন্ডিয়া

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : এয়ার ইন্ডিয়ার একটি এয়ারবাস এ৩২০ বিমান গুরুতর সুরক্ষা শংসাপত্র ছাড়াই নভেম্বর মাস জুড়ে একাধিক বাণিজ্যিক উড়ান চালিয়ে ফের বিতর্কে জড়িয়েছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় বিষয়টি ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নড়েচড়ে বসেছে বিমান সংস্থা এবং বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ। এয়ার ইন্ডিয়ার একটি এ৩২০ বিমান বাণিজ্যিক উড়ানের জন্য বাধ্যতামূলক 'এয়ারওয়ার্থিনেস রিভিউ সার্টিফিকেট' (এআরসি) নবীকরণ ছাড়াই নভেম্বর মাসে অন্তত আটটি রুটে যাত্রী পরিবহণ করে। এআরসি হল বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ রেকর্ড এবং শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখার পর জারি করা একটি বাৎসরিক নিরাপত্তা শংসাপত্র। এই শংসাপত্র ছাড়া কোনও বিমান বাণিজ্যিক পরিষেবা দেওয়ার যোগ্য হয় না।এয়ার ইন্ডিয়া অভ্যন্তরীণভাবে এই ত্রুটি শনাক্ত করার পরই দ্রুত বিষয়টি ডিজিসিএ-কে জানায়। বিমান সংস্থা এই ঘটনাকে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে অভিহিত করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ নিয়েছে। এই গাফিলতির সঙ্গে জড়িত সমস্ত কর্মীকে অবিলম্বে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং বিস্তারিত অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু হয়েছে।

ঘিরে ধরে কুয়াশা যখন... জম্মু-কাটরা লাইনে এগিয়ে চলেছে বন্দেভারত এক্সপ্রেস। মঙ্গলবার।

'মোদির কথা কান পেতে শোনে বিশ্ব'

পুনে, ২ ডিসেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্যের গুরুত্ব বোঝে গোটা বিশ্ব। তিনি যখন কথা বলেন, তখন বিশ্বনেতারা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। এই পর্যবেক্ষণ আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের। তাঁর মতে, এটি ভারতের শক্তিবৃদ্ধির প্রতিফলন। শুধু তা-ই নয়, মোদির নেতৃত্বে ভারত আজ তার ঠিক স্থান খুঁজে পাচ্ছে বলেই এমনটা হচ্ছে।

সোমবার পুনেতে আরএসএস-এর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন সরসংঘচালক ভাগবত। তিনি বলেন, বিশ্বশান্তির প্রশ্নে ভারতের বিরাট অবদান রয়েছে। ভারতই বিশ্বজনীন বহু সমস্যার সমাধান করেছে। ভারত চাইলে সংঘাত কমে আসে এবং শান্তি বিরাজ করে চরাচরে। ইতিহাসে এর ভূরিভূরি নজির আছে। বর্তমানে বৈশ্বিক পরিস্থিতি ভারতের কাছে এমন অগ্রণী ভূমিকাই দাবি করে।

ভাগবত ভারতের ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক মর্যাদার ওপর জোর দিয়ে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য কেন বিশ্বজুড়ে এত মনোযোগ দিয়ে শোনা হচ্ছে? তাঁর কথা রাষ্ট্রনেতারা শুনছেন

পর্যবেক্ষণ ভাগবতের

কারণ, ভারতের শক্তি এখন সেইসব জায়গায় প্রকাশ পেতে শুরু করেছে, যেসব জায়গায় তার থাকা উচিত। আর সেই কারণেই বিশ্ব আমাদের দিকে নজর দিতে বাধ্য হয়েছে।'

ভাগবতের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছে পোল্যান্ডের বিদেশসচিব ওয়াডিক্লাভ টিওফিল বার্তোশেভস্কির কথাতেও। আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে মোদির গুরুত্ব স্বীকার করে বার্তোশেভস্কি সম্প্রতি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদির কথা আগ্রহ নিয়ে শোনেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট পুতিন।' ভারত-পোল্যান্ড সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার সময় মোদির বিশেষ প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন বার্তোশেভস্কি। সংঘের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আত্মসমালোচনার সুরও শোনা গিয়েছে ভাগবতের গলায়। তিনি বলেন, গত একশো বছরে বহু চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে হয়েছে সংঘকে। কিন্তু তারপরেও প্রশ্ন থাকে, ভারতীয় সমাজকে এক করার কাজ কেন এত দীর্ঘ হল? ভাগবতের মতে, এ বিষয়ে আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে সংঘের।

ভাগবত আরএসএস প্রতিষ্ঠাতা ড. কেশব বলীরাম হেডগেওয়ারের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'সংঘের ভিত্তি হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। সকলকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।'

বেঁচে আছেন ইমরান : বোন

ইসলামাবাদ, ২ ডিসেম্বর : রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে বন্দি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মৃত্যু-জল্পনায় জল ঢেলে দিলেন তাঁর বোন উজমা খান। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলের ভিতর গিয়ে দাদার সঙ্গে দেখা করে আসেন তিনি জানিয়েছেন, ইমরান খান জীবিত আছেন।

উজমা খান বলেন, 'ইমরান খান ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তাঁকে একা রাখা হয়েছে। তাঁকে মানসিকভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে।' গত কয়েকদিন ধরেই জল্পনা চলছে, ইমরান খানকে জেলের মধ্যেই নাকি মেরে ফেলা হয়েছে। আফগানিস্তানের একটি সংবাদমাধ্যমে এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পিটিআই সমর্থকদের বিক্ষোভের আগুনে ঘি পড়ে। মঙ্গলবার ইমরানের সমর্থকরা ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডিতে তাঁদের নেতাকে দেখতে দেওয়ার দাবিতে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান।

শিবকুমারের বাড়িতে সিদ্দা

বেঙ্গালুরু, ২ ডিসেম্বর : প্রাতরাশ কূটনীতি অব্যাহত। শনিবার কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর বাড়িতে প্রাতরাশ করেন উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার। মঙ্গলবার হল পালটা। শিবকুমারের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তাঁর বাড়িতে জলখাবার খেলেন সিদ্দারামাইয়া। তাঁদের মধ্যে ঘরোয়া বৈঠক হল একান্তে। মেনুতে ছিল ইডলির সঙ্গে নাট্টি চিকেন আর কফি।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, পদ দু'টির একটি ঐতিহ্যবাহী। অন্যটি নতুনত্বের স্বাদ বহন করে। অর্থাৎ প্রথমটি ঐতিহ্যবাহী কংগ্রেসের পছন্দের, দ্বিতীয়টি নবীনত্বের। সিদ্দারামাইয়া ও শিবকুমার দু'জনকেই এদিন খোশমেজাজে দেখা গিয়েছে। বাসভবনের বাইরে এসে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে ভিতরে নিয়ে যান উপমুখ্যমন্ত্রী। দুই নেতার খুশি খুশি মুখ উষ্ণতার ইঙ্গিত দিয়েছে। আড়াই বছর আগের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সিদ্দারামাইয়া মুখ্যমন্ত্রিত্বের কুর্সি শিবকুমারকে ছেড়ে দিচ্ছেন কি না, তা নিয়ে অবশ্য কিছু জানা যায়নি।

'অনুপ্রবেশকারীদের জন্য কি লাল গালিচা'

রোহিঙ্গা মামলায় কড়া অবস্থান সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : আটক থাকা অবস্থায় পাঁচজন রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীর 'নিখোঁজ' হয়ে যাওয়ার ঘটনায় দায়ের হওয়া এক মামলার শুনানিতে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট অত্যন্ত কড়া মন্তব্য করেছে। আদালত প্রশ্ন তুলেছে, দেশের আইনকে আর কতটা প্রসারিত করা উচিত যাতে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারীরা দেশের সম্পদ ব্যবহার করতে পারে।

জেলবন্দি রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা উধাও হয়ে যাচ্ছে। তাঁদের কোনও খোঁজ মিলছে না। এমনই অভিযোগ তুলে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয়েছিল মামলা। আবেদনকারীর পক্ষের দাবি ছিল, রোহিঙ্গাদের যদি ভারত থেকে বের করে দিতে হয় তবে তা আইন অনুযায়ী হওয়া উচিত।আবেদনে অভিযোগ জানানো হয়, গত মে মাসে দিল্লি পুলিশ কিছু রোহিঙ্গাকে আটক করেছিল। তারপর থেকে আর তাঁদের কোনও খোঁজ নেই। মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানি চলছিল প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চে।

ওই মামলার শুনানিতে দেশের সংবেদনশীল সীমান্ত পরিস্থিতি এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়টি উল্লেখ করেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। তিনি আবেদনকারীর আইনজীবীকে সরাসরি প্রশ্ন করেন, 'আপনারা কি অবৈধ অভিবাসীদের জন্য লাল গালিচা পেতে দিতে চান?' তিনি আরও বলেন, যারা সুড়ঙ্গপথে বা অন্য কোনও গোপন উপায়ে দেশে ঢুকে পড়ছে, তাদের

আদালতের মন্তব্য

- আপনারা কি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য 'লাল গালিচা' পেতে দিতে চান?
- অবৈধ অভিবাসীদের জন্য আইনকে আর কতটা শিথিল করা হবে?
- আমাদের দেশের দরিদ্র শিশুরা কি দেশের সুযোগসুবিধা পাওয়ার অধিকারী নয়?
- অনুপ্রবেশকারীকে দেশের মধ্যে স্থান দেওয়ার বাধ্যবাধকতা কি আমাদের আছে?
- আটক অনুপ্রবেশকারীদের মুক্তির জন্য হেবিয়াস কর্পাস করা খামখেয়ালি আচরণ।

খাদ্য, আশ্রয় এবং শিশুদের শিক্ষার অধিকার দেওয়া হবে, অথচ দেশের দরিদ্র নাগরিকরা সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে? প্রধান বিচারপতি জোর দিয়ে বলেন, আটক অনুপ্রবেশকারীদের মুক্তির জন্য হেবিয়াস কর্পাস-এর মতো আবেদন 'খামখেয়ালি'।

আদালত আরও জানতে চায়, কোনও ব্যক্তি যদি অনুপ্রবেশকারী হন, তবে তাকে দেশের ভিতরে রাখার কি কোনও বাধ্যবাধকতা সরকারের রয়েছে?

অন্যদিকে, ভারত সরকারের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতে জানান, যে ব্যক্তি জনস্বার্থ মামলাটি করেছেন, তাঁর এই ধরনের আবেদন করার কোনও অধিকার বা 'স্ট্যান্ডিং' নেই।

এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১৬ ডিসেম্বর হবে বলে জানিয়েছে আদালত।

ভারত পাশে আছে, শ্রীলঙ্কাকে বার্তা

চেন্নাই, ২ ডিসেম্বর : সেনিয়ার ও দিতওয়া--পরপর জোড়া ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে এশিয়ার দক্ষিণাংশ জুড়ে চলা বিপর্যয়ে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের রেশ কাটেনি। বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে থাকা গভীর নিম্নচাপ থেকে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে তামিলনাড়ুতে। লাল সতর্কতা জারি হয়েছে এই রাজ্যে। ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে পড়শি দেশ শ্রীলঙ্কার। এই সংকট মুহূর্তে শ্রীলঙ্কাবাসীর পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমারা দিশানায়েককে ফোনে বলেছেন,

চূড়ান্ত সতর্কতা চেন্নাইয়ে

'শ্রীলঙ্কার জনগণের পাশে রয়েছে ভারত। বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনে সবরকমের সহায়তা ভারত দেবে।' দেশের কঠিন সময়ে ভারত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় মোদিকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন দিশানায়েকে।

প্রধানমন্ত্রী সোমবার ফোন করেছিলেন। সোমবার শ্রীলঙ্কার উদ্দেশে বিপুল ত্রাণ পাঠিয়েছে নয়াদিল্লি। সাগরবন্ধুর মাধ্যমে সেখান থেকে ভারতীয়দের দেশে ফিরিয়ে আনাও সম্ভব হয়েছে। এবার জোড়া ঘূর্ণিঝড়ের ফলায় শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন শ্রীলঙ্কায়। পরিকাঠামো লন্ডভন্ড।

শ্রীলঙ্কার খুব কাছে থাকা এদেশের অঙ্গরাজ্য তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ের থিরুভাল্লুরের অবস্থাও ভালো নয়। মঙ্গলবার আবহাওয়া দপ্তর লাল সতর্কতা জারি করেছে থিরুভাল্লুরে। আগামী এক সপ্তাহের পূর্বাভাস বলছে, বজ্রবিদ্যুৎ সহ ব্যাপক বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এই শহরে।

ধিক্কার পাকিস্তানকে : ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত শ্রীলঙ্কায় মেয়াদ উত্তীর্ণ ত্রাণ পাঠিয়ে চরম বিড়ম্বনায় পাকিস্তান। বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হল শাহবাজ শরিফের দেশ। পাক হাইকমিশন খাদ্য ও ওষুধ সম্বলিত ত্রাণ প্যাকেজের ছবি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে। তাতে লেখা ছিল, পাকিস্তান শ্রীলঙ্কায় বিপর্যস্ত ভাইবোনদের জন্য

নেটিজেনরা ওই ছবিতে মেয়াদ শেষের তারিখ দেখতে পান(ইএক্সপি : ১০/২০২৪)। ছবিটি দ্রুত ভাইরাল হয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। শ্রীলঙ্কার কর্মকর্তারা বিষয়টিকে 'গুরতর' বলে উদবেগ প্রকাশ করে পাকিস্তানের কাছে আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা চেয়েছেন। মানবিক সহায়তার নামে এমন কান্ডে বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। ইসলামাবাদ সরকার এবিষয়ে এখনও কোনও মন্তব্য করেনি।

বেতনে জুড়বে না মহার্ঘ ভাতা

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : অষ্টম বেতন কমিশনে মূল বেতনের সঙ্গে মহার্ঘভাতাকে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। লোকসভায় এ কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজা মুন্ডে। সম্প্রতি একাধিক কর্মচারী সংগঠন মূল বেতনের সঙ্গে মহার্ঘভাতার ৫০ শতাংশ জুড়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিল। এই দাবি মেনে নেওয়া হলে মূল বেতনের পরিমাণ বাড়ত। পরবর্তী অর্থ কমিশনে মহার্ঘভাতার অঙ্কও বাড়ত। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতেই অর্থ মন্ত্রকের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, এখনই তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। প্রতি বছর দুইবার- ১ জানুয়ারি এবং ১ জুলাই মহার্ঘভাতা দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। বর্তমানে ৫৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা পান কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা।

৩ রাজ্যে তল্লাশি

রাঁচি, ২ ডিসেম্বর : এক চাটার্ড অ্যাকাউন্টেটের ৯০০ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেনে তোলপাড় ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে দুই ভিন রাজ্য। নরেশকুমার কেজরিওয়াল নামে ওই ব্যক্তি হাওয়ালা চক্র চালান বলে অভিযোগ। এর প্রেক্ষিতে রাঁচি, সুরাট ও মুম্বইয়ের একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি। বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন ৩৭ ধারায় নরেশকুমারের আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠদের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে।

বিএনপি'র ধন্যবাদে নয়া সমীকরণের জল্পনা

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২ ডিসেম্বর : শেখ হাসিনা বাংলাদেশ-ছাড়া। তাঁর দল আওয়ামী লিগও বর্তমানে ছন্নছাড়া। অন্যদিকে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াও গুরুতর অসুস্থ। বাংলাদেশের রাজনীতির দুই মহারথীর এহেন অবস্থায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে সামনে রেখে জামায়াতে ইসলামি ও পাকিস্তান যেভাবে পদ্মাপারে জাঁকিয়ে বসছে, তাতে উদ্বেগে নয়াদিল্লি। হাসিনার ভারতে আশ্রয় নেওয়া ও ইউনূস সরকারের বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও তাঁকে বাংলাদেশের হাতে তুলে না দেওয়ার সিদ্ধান্তে নয়াদিল্লি-ঢাকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক টাল খেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অসুস্থ বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্যকামনা করে গঙ্গা-পদ্মার সম্পর্ককে নতুন খাতে বইয়ে নিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যাতে খুশি বিএনপি-ও।

সোমবার এক্স হ্যান্ডেলে মোদি লিখেছেন, 'বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার কথা জানতে পেরে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তিনি বহু বছর ধরে বাংলাদেশের জনজীবনে অবদান রেখেছেন। তাঁর দ্রুত আরোগ্যকামনার জন্য প্রার্থনা করছি। ভারতের পক্ষে যা কিছু সম্ভব, সেই সমস্ত সহায়তা করতে প্রস্তুত।' শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লিগের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেও খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনা করায় মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়েছে বিএনপি। দলের তরফে জানানো হয়েছে, 'ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদি যে চিন্তাপূর্ণ বার্তা এবং বিএনপি চেয়ারপার্সনের দ্রুত আরোগ্যকামনা করে প্রার্থনা জানিয়েছেন, তাতে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।'

অসুস্থ খালেদার আরোগ্য কামনা মোদির

কূটনৈতিক মহলের মতে, খালেদার প্রতি সহানুভূতির বার্তা দিয়ে হাসিনা-পর্বকে আপাতত পাশে রেখে বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে মোদির বার্তায়। গত বছর হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত ও দেশছাড়া হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে কার্যত নির্বান্ধব হয়ে পড়েছে ভারত। সেই শূন্যস্থান দ্রুত ভরাট করছে পাকিস্তান ও চিন। ইউনূস-জামায়াতের যুগলবন্দিতে বাংলাদেশ কার্যত পাকপন্থী মৌলবাদী সংগঠন ও আইএসআইয়ের নতুন মরূদ্যানে পরিণত হচ্ছে। যা ভারতের কাছে সুরক্ষাগত কারণেই উদ্বেগের বিষয়। আওয়ামী লিগ ছাড়া খালেদার দলই বাংলাদেশের একমাত্র মূলস্রোতের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল। সাম্প্রতিক একটি জনমত সমীক্ষাতেও দেখা গিয়েছে, আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে ভোট হলে সর্বাধিক আসনে জিতে ক্ষমতায় আসতে পারে বিএনপি। আবার ইউনূস ক্ষমতায় আসার পর থেকে নানা ইস্যুতে বিএনপি-র সঙ্গে তাদের একদা জোটসঙ্গী জামায়াতের মতবিরোধ প্রকাশ্যে এসে গিয়েছে। আগামী নির্বাচনে দুই দলের আলাদাভাবে লড়াইয়ের সম্ভাবনাও তীব্র।

বিএনপি ক্ষমতায় এলে সেই আশঙ্কা তুলনামুলকভাবে কম। শেখ হাসিনার মতো না হলেও অতীতে খালেদা জিয়ার সরকারের সঙ্গে কাজ করতে খুব বেশি অসুবিধা হয়নি নয়াদিল্লির। খালেদাকে দেখতে চিনের একটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল বর্তমানে ঢাকায় এসেছেন।

ক্ষমা চাইলেন রণবীর

গোয়ায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ‘কান্তারা চ্যাপ্টার ১’-এর অভিনেতা ঋষভ শেট্টিকে ‘নকল’ করার জন্য দারুণভাবে সমালোচিত হন রণবীর সিং। সেজন্য অভিনেতা ক্ষমা চাইলেন মঙ্গলবার। ইন্সটাগ্রামে তিনি পোস্ট করেছেন, ‘আমি ঋষভের অসাধারণ অভিনয়কেই তুলে ধরতে চেয়েছিলাম। একজন অভিনেতা হিসেবে আমি জানি, ওই দৃশ্যকে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে কতটা দিতে হয়েছে ওঁকে। এই জন্যই তাঁকে মর্যাদা দিতে চেয়েছিলাম। আমি সবসময় যেকোনও সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে সম্মান করি, আর আমার দেশের ওপর আমার আস্থা আছে। তবু যদি কারওর আবেগকে আঘাত দিয়ে থাকি, তাহলে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি।’ অনুষ্ঠানের যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে রণবীর বলছেন, ‘ছবিটা আমি সিনেমাহলে দেখেছি। ওর অভিনয় অসাধারণ, বিশেষ করে যখন ওই মহিলা ভূত ওর শরীরের ভিতর বাসা বাঁধল, ওই একটা শট...।’ এরপরই তিনি ঋষভের অভিনয়কে নকল করেন, পাশে ঋষভকে হাসতে দেখা যায়। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া ইউজাররা তাঁর এই ব্যবহার মেনে নিতে পারেনি। উল্লেখ্য, তুলুনাড়ুর দাইভা আরাধনার ওপর নির্মিত কান্তারা চ্যাপ্টার ১ তৈরি হয়েছে দাইভার ওপর নিয়ন্ত্রণ কার থাকবে—রাজকীয় পরিবার না স্থানীয় মানুষজন—এই নিয়ে। ঋষভ ছাড়া ছবিতে আছেন রুক্মিণী বসন্ত, গুলশন দেবাইয়া প্রমুখ। অন্যদিকে রণবীর সিং আসছেন ‘ধুরন্ধর’ হয়ে, আগামী ৫ ডিসেম্বর।

নিক, প্রিয়াংকার সপ্তপদী

আজ সত্যিই তাঁদের সপ্তপদী। পায়ে পায়ে সাত। দেখতে দেখতে সাত বছর পেরিয়ে গেল। প্রিয়াংকা চোপড়া আর নিক জোনাসের বিয়ের সাত বছর। ২০১৮ সালে সারা দেশকে কাঁপিয়ে দিয়ে যে অসম বিয়ে হয়েছিল, তা দেখে লোকে এমনিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। স্বামী নিক জোনাসের চেয়ে প্রায় ১১ বছরের বড় প্রিয়াংকা চোপড়া। এই বিয়ে এমনিই টিকবে না বলে মনেছিল সকলের। অনেকেই ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছিলেন। কিন্তু শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বেশ সুখেই আছেন নিক, প্রিয়াংকা। সারোগেসির মাধ্যমে একটি সন্তানও হয়েছে তাঁদের-মালতী। সব মিলিয়ে অত্যন্ত সুখী আর সফল জীবন। সপ্তম বিবাহবার্ষিকীতে প্রিয়াংকা চোপড়ার একটা অদেখা ছবি শেয়ার করে নিক জোনাস লিখেছেন, ‘আমার স্বপ্নসুন্দরীর সঙ্গে সাত বছর ধরে বিবাহিত জীবন যাপন করছি।’ নিকের এই ছবি আর ক্যাপশনের নীচে বহু মানুষ শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁদের সুখ এবং সমৃদ্ধি কামনা করেছেন।

একনজরে সেরা

জিৎ, দেব মুখোমুখি

আগামী বছর পুজোয় সম্ভবত জিৎ-এর ছবি, কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত আসবে। দেব কিছু না বললেও খাদান ২-এর সম্ভাবনা আছে। প্রজাপ্রতি ২-এর পর বা নিজের জন্মদিনে হয়তো বলবেন সে কথা। জিৎ-দেব ঠান্ডা লড়াই বহুশ্রুত, ঝামেলা এড়াতেই একসঙ্গে তাঁদের ছবি আসা বন্ধ হয়। আবার কি ঝামেলার যুগ শুরু হল?

হারলেন সলমন

দক্ষিণী স্টার মোহনলালের ছবি দৃশ্যম ৩-এর শুটিং বাকি থাকতেই প্যানোরামা স্টুডিয়োজ ছবির সব স্বত্ব কিনেছে ৩৫০ কোটি টাকায়। দৃশ্যম ৩-এর হিন্দি ভার্সনও এদের কাছে আছে। কোন ভার্সন কবে আসবে, ঠিক করবেন ওরাই। অন্যদিকে সলমন খানের ব্যটল অফ গালওয়ান-এর সব মিউজিক, স্যাটেলাইট সহ স্বত্ব কিনেছে জিও স্টুডিয়োজ ৩২৫ কোটি টাকায়।

বিয়েটা ভুল

এক সাক্ষাৎকারে জয়া বচ্চনকে প্রশ্ন করা হয়, বিয়ে নিয়ে অমিতাভ তাঁকে কী বলেছেন? জয়ার উত্তর, ‘উনি হয়তো বলতেন আমার জীবনের সবথেকে বড় ভুল, কিন্তু আমি তা শুনতে চাইনি, তাই জানতেও চাইনি। তাঁর আরও সংযোজন, নাতনি নভ্যা নভেলি বিয়ে করুক, তিনি চান না, কারণ বিয়ে নামক লাড্ডু খেলেও জ্বালা, না-খেলেও।’

রাজনীতিতে ইমন

মঙ্গলবার নবান্নে ১৫ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর লেখা এই খতিয়ান-নির্ভর একটি গান গাইলেন ইমন চক্রবর্তী। মুখ্যমন্ত্রীই ঘোষণা করলেন তাঁর নাম। ইমনকে উত্তরীয় দিয়ে অভিবাদন জানানো হয়। তাহলে এই প্রাক্তন কমিউনিস্ট কি তৃণমূলে পা রাখছেন? আগেও এই জল্পনা হয়েছিল, তিনি অবশ্য অস্বীকার করেন। এবার?

ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি

প্রায় ৪৫০ কোটি টাকার সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন ধর্মেন্দ্র। এর মধ্যে আছে তাঁর জন্মভিটে পাঞ্জাবের নাসারালি গ্রামের কোটি টাকার পৈতৃক জমি। তিনি এই জমি তাঁর কাকা ও তাঁর পরিবারকে দিয়ে গিয়েছেন। এতদিন ওঁরাই জমির দেখাশোনা করতেন। সাফল্যের চূড়ায় উঠেও সুযোগ পেলেই মাথায় জন্মস্থানের মাটি ছুঁইয়ে আসতেন।

সামান্থার বিয়ের পর কী করলেন প্রাক্তন স্বামী?

মহাকাশে অসীম ছায়াপথ। অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ নক্ষত্রের সমাবেশ। আমাদের পৃথিবী গ্রহটা সেখানে নেহাতই এক তুচ্ছ অস্তিত্ব। আবার তার মধ্যে আমরা কোথায়? কত বিন্দু আমরা? আদৌ সেই অস্তিত্ব কি চোখে দেখা যায়? এই প্রশ্নটা বেশ দার্শনিক। জানি। কিন্তু সামান্থা রুথ প্রভু আর রাজ নিধিমারুর বিয়ের সঙ্গে এই প্রশ্নের কী সম্পর্ক, জানেন? নেটিজেনিরা আপাতত এই ধাঁধাটাই ভেবে চলেছেন। কারণ সামান্থা আর তাঁর প্রাক্তন স্বামী রাজের বিয়ের পরে শ্যামলী দে এই গ্যালাক্সির ছবিই পোস্ট করে একটা বিন্দুর পাশে ক্যাপশন দিয়েছেন, ‘আমরা এখানে’।

অনেকেই অবশ্য বলবেন যে, এটা একটা এমনিই পোস্ট, কিন্তু এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ দিনে আচমকা এই পোস্টটা আসার মানে কী? নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে কি এতটাই তাচ্ছিল্য বোধ করছেন শ্যামলী? নাকি, যেখানে যা হচ্ছে হয়ে যাক, তিনি নিজেকে ওই মহাশূন্যের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন-এ কথাটা বলতে চাইছেন?

এদিকে সামান্থার পূর্ববর্তী স্বামী অভিনেতা নাগাচৈতন্য কিন্তু তাঁর প্রাক্তন স্ত্রীর বিয়ের ঠিক পরেই শুধুমাত্র নিজের কাজ নিয়েই পোস্ট করেছেন। অন্য কোনও দিকে তাঁর খেয়াল নেই, রাখতেই চান না। ২০১৭ সাল থেকে ২০২১ অবধি সামান্থা আর নাগা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকার পরে বিচ্ছেদ হয়ে যায় তাঁদের। আর তারপর থেকে নাগাচৈতন্যকে নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনার মধ্যেই নেই সামান্থা। নাগাচৈতন্যও যে চিন্তাহীন, সে কথা তাঁর পোস্টেই বলে দেয়। দু বছর আগের জনপ্রিয় ‘ধুতা’ ছবির স্মৃতি রোমন্থন করেছেন নাগা। অন্য একটা কথাও লেখেননি আর।

বীর ধুরন্ধর

গানমুক্তি। ‘ধুরন্ধর’ ছবির গানের অ্যালবাম প্রকাশ অনুষ্ঠানে ‘সিগনেচার এনার্জি’ নিয়ে রণবীর সিং।

নীল, তৃণা দূরে সরছেন?

নীল আর তৃণা নাকি এখন উত্তর আর দক্ষিণ! দুজনে দুই মেরুতে আছেন? কেউ কাউকে অনুসরণ করেন না আর! ইনস্টাগ্রামে আনফলো করেছেন একে অন্যকে। আর তারপর থেকে শুরু হয়েছে রটনা, জল্পনা।

যদিও জুন মাসে নীলের জন্মদিনে বরের ছবি শেয়ার করেছিলেন তৃণা। অক্টোবর মাসে দুজনকে একবার একসঙ্গে দেখাও গিয়েছিল। কিন্তু ওই শেষ। দুজনের কেউই আর তেমন করে চর্চায় নেই। নীল তো এখানে থাকেনই না। ছোটপর্দা থেকেও দূরে থাকেন। একটা দীর্ঘ সময় মুম্বাইতে কাটাচ্ছেন তিনি। তৃণা অবশ্য ছোটপর্দার নামি নায়িকা। কাজের ব্যস্ততা তাঁর প্রবল। কিন্তু এর মধ্যে এমন কী ঘটে গেল? পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে কী সমস্যা এল?

অবশ্য এটাই প্রথম নয়। তাঁদের বিয়ের কয়েক মাস পর থেকেই শুরু হয়েছে বিচ্ছেদের গুঞ্জন। যদিও তখন দুজনেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন? অবশ্য তৃণার সোশ্যাল ওয়ালে এখনও দুজনের কাপল ছবি জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু কতদিন?

উত্তর জানে না কেউ!

বাবা ভিকির প্রথম সাক্ষাৎকার

গত নভেম্বর পুত্রসন্তানের বাবা হয়েছেন ভিকি কৌশল। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খবর দিয়েছিলেন, আনন্দও প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু বাবা হওয়ার পর এই প্রথম সাক্ষাৎকারে তিনি জানালেন বাবা হওয়ার অভিজ্ঞতা। তাঁর কথায়, ‘বাবা হওয়াই ২০২৫ সালের সবথেকে দামি মুহূর্ত। এটা ম্যাজিক এনেছে আমার জীবনে।’ এর সঙ্গে তিনি যোগ করছেন বাবা হতে তিনি কতটা আগ্রহী ছিলেন। তিনি বলেছেন, ‘এটা আমার কাছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। এই সময়টাই আলাদা, যেন রোমাঞ্চ জাগাচ্ছে। আমি সব সময় ভেবেছি, যখন সঠিক সময়টা আসবে, আমি আবেগে ভাসব, আনন্দে পাগল হয়ে যাব। কিন্তু সত্যি বলতে কি, বাবা হওয়ার পর আমার পা আগের থেকে অনেক বেশি জমিতে রাখা আছে, অনেক বেশি গ্রাউন্ডেড আমি।’

সন্তানের সঙ্গে সময় কাটানোর ফাঁকে সময় বার করে গেম অফ থ্রোনস দেখেছেন ভিকি। তাঁর কথায়, ‘এই নিয়ে তিনবার হল’। চলতি বছর ভিকিকে অবিস্মরণীয় সাফল্যের স্বাদ এনে দিয়েছে। ছাওয়া সুপার-ডুপার হিট। এখন সঞ্জয় লীলা বনশালির লাভ অ্যান্ড ওয়ার নিয়ে ব্যস্ত। ছবিতে তিনি এয়ার পাইলট। এছাড়া মহবতার ছবিতেও তিনি থাকবেন। ভগবান পরশুরামের জীবন নিয়ে তৈরি ছবির পরিচালনায় অমর কৌশিক।

ধুরন্ধরকে সেন্সর বোর্ডের অনুমতি

মেজর মোহিত শর্মার জীবন নিয়ে তাঁর পরিবারের অনুমতি ছাড়াই ছবি করেছেন পরিচালক আদিত্য ধর—এই অভিযোগ তুলে মেজরের পরিবার দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। কোর্ট সেন্সর বোর্ডকে নির্দেশ দেয় অভিযোগ খতিয়ে দেখে ছাড়পত্র দিতে। মঙ্গলবার বোর্ড জানিয়ে দিয়েছে, মেজরের জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ছবির যোগ নেই। পুরোপুরি কাল্পনিক। এটি সেনাবাহিনীর কার্যাবলী বা কোনও বিশিষ্ট সেনা অফিসারের জীবনকে তুলে ধরছে না। ছবিকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে পদ্ধতি মেনেই এবং ছবি মুক্তির আগে রিভিউয়ের জন্য সেনাদের কাছে স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ে পাঠানোর দরকার নেই।

মেজরের ভাই মধুর শর্মা বলেছেন, ‘আমি নিশ্চিত বোর্ড নিয়ম মেনেই কাজ করেছে। এই বিষয়ে ডিসক্লেমার নিশ্চয় ছবির শুরুতে থাকবে।’

ছোট্ট তারা

পুরাতন মালদা শহরের মোকাতিপুর এলাকার বাসিন্দা তনুসা সাহা পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। রাজ্য তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক জয় করে জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ পেয়েছে।

কমলাভোগ, গুড়ের রসগোল্লা, সন্দেশে মিশছে রাসায়নিক

খাচ্ছেন কী বালুরঘাটে?

এবছর তো নভেম্বরের শেষদিক থেকেই বেশ শীত শীত ভাব। আর শীতকাল মানেই গুড়ের রসগোল্লা, কমলাভোগে কামড়। কিন্তু বালুরঘাটের মিষ্টির দোকানগুলি থেকে শখ করে যে মিষ্টি কিনে আনছেন, তা খেলে পেটে সইবে তো? মিষ্টি ভেবে কামড় বসাচ্ছেন না তো রাসায়নিকের গোলায়? খোঁজ নিলেন **পঙ্কজ মহন্ত**

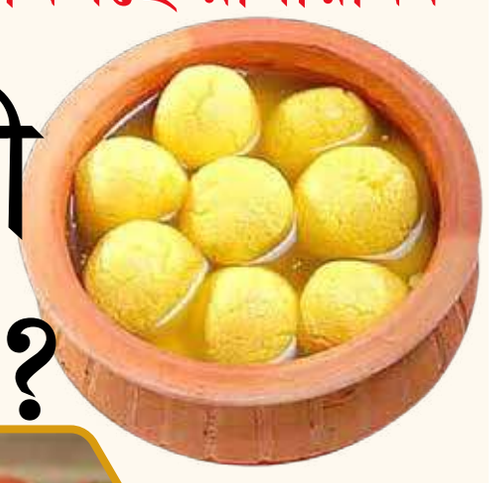

মিষ্টির দোকানে রংবেরঙের মিষ্টি। ছবি : মাজিদুর সরদার

সোমবার দুধবাজারে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের অভিযান ছিল চমকপ্রদ। ল্যাক্টোমিটার হাতে তাঁরা হাতেনাতে প্রমাণ করে দিয়েছেন দুধে জলের আধিক্যের বিষয়টি। সেইসঙ্গে মিষ্টির দোকানে যে মিষ্টিগুলো বিক্রি হচ্ছে, সেগুলির মধ্যেও যে ময়দার ভেজাল যথেষ্ট, প্রমাণ করে দিয়েছেন সেটাও। এবার প্রশ্ন উঠছে, দোকানগুলিতে রঙিন মিষ্টির যে রমরমা, তাতে কোনও রাসায়নিক মিশে নেই তো?

বালুরঘাটের বিভিন্ন দোকানপাট ঘুরে দেখা গেল, কৃত্রিম সুঘ্রাণ থেকে শুরু করে ক্ষতিকর ফুড কালারের অবাধ ব্যবহার চলছে। জিভে জল নিয়ে আসা বিভিন্ন খাদ্যের সুগন্ধ ও মনকাড়া রং তৈরির জন্য এমন রাসায়নিকই ভরসা। তা কিন্তু শরীরের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর। যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিচ্ছেন শহরের একাধিক মিষ্টি প্রস্তুতকারক।

বালুরঘাটের মঙ্গলপুরের এক মিষ্টির দোকানে এব্যাপারে কথা বলতে গিয়েই গোল বাঁধল। সাংবাদিক পরিচয় না দিয়ে প্রথমে জানতে চাওয়া হল কমলাভোগ মিষ্টি সম্পর্কে। বিক্রেতা দাবি করলেন, তাঁদের দোকানে আসল কমলালেবু ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আসল কমলালেবু ব্যবহার করলে কি এমন গাঢ় কমলা রং ধরে ছানার গোল্লায়? কোন রাসায়নিক ব্যবহার করেন? এপ্রশ্ন করতেই তেড়েমেড়ে দোকান থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন বিক্রেতা। রঘুনাথপুরের এক মিষ্টির দোকানেও একই অভিজ্ঞতা। তাঁরাও দাবি করেছেন, সব মিষ্টি একদম 'খাঁটি'। কোনও ক্ষতিকারক রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় না। যেটুকু রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়, সবই নাকি প্রাকৃতিক ও অনুমোদিত।

এবার যাওয়া গেল শহরের বড় বড় মুদির দোকানে। সেখানে রমরমিয়ে বিক্রি হচ্ছে রাসায়নিক রং। বিক্রেতারা জানালেন, খাবারের দোকানের লোকজনই এমন রাসায়নিকের বড় ক্রেতা। বাজার ঘুরে জানা গেল, কমলাভোগের যে মনকাড়া কমলা রং, তার 'নেপথ্যশিল্পী' লেমন ইয়েলো লিকুইড কালার। গুড়ের রসগোল্লার লালচে আভাও আসলে কৃত্রিম। হলুদ রংয়ের সন্দেশেও অনেক সময় মিশছে রাসায়নিক রং। সবুজ রঙের মিষ্টিতেও রাসায়নিক।

বালুরঘাট ব্যবসায়িক সমিতির সম্পাদক হরেরাম সাহা অবশ্য বলেন, 'অনেকেই মিষ্টিতে ক্ষতিকারক রং ব্যবহার করার অভিযোগ করেন। বিষয়টি আমরা খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরে পরীক্ষা করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছি। তাঁরা যদি তেমন মিষ্টির দোকানদারদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেন, আমাদের কিছু করার নেই। ব্যবসায়ী বলেই সেইসব ব্যবসায়ীকে সমর্থন করব, এমনটা নয়। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষাই আমাদের মূল লক্ষ্য।'

মিষ্টির উজ্জ্বল রং দেখে খাদ্যরসিকরা আকৃষ্ট হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তা স্বাস্থ্যের পক্ষে কতখানি নিরাপদ? বালুরঘাট শহরের ক্রেতারা বলছেন, রংগুলো এমন উজ্জ্বল যে না কিনে থাকা যায় না। কিন্তু খাওয়ার পর অদ্ভুত স্বাদ মুখে লেগে থাকে। চিকিৎসক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতে, 'দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত রাসায়নিক রং, সুগন্ধী ব্যবহার করলে লিভার, কিডনি বা ত্বকের সমস্যা বাড়তে পারে।' শিশুদের ওপর প্রভাব আরও মারাত্মক হতে পারে বলেও আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের।

এমন কথা শুনে স্বভাবতই উদ্বিগ্ন মিলন সংঘের বাসিন্দা, মিষ্টিপ্রেমী তনয় সরকার। বললেন, 'বাড়িতে অতিথি এলে তাদের জন্য তো মিষ্টি আনতে হয়। মাঝে মাঝে নিজেদের জন্যও আনি। বিভিন্ন দোকানে রংবেরঙের মিষ্টি দেখে সত্যিই লোভনীয় মনে হয়। কিন্তু কীভাবে রংগুলো হয় সেটাও মাথায় ঘুরঘুর করে। তাই সতর্ক থাকতে আমি রঙিন মিষ্টির বদলে রসগোল্লাই বেশি কিনি।'

শহরের বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের নজরদারি বাড়ানো জরুরি। মিষ্টির দোকানগুলিতে হানা দিয়ে উপাদান পরীক্ষা না করলে পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হতে পারে। রঙিন মিষ্টির আকর্ষণ বাড়লেও, তার আড়ালে লুকিয়ে থাকা সম্ভাব্য বিপদও যে বড় আকার নিচ্ছে, সে কথা মানছেন শহরের অনেকেই।

এই বিষয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ দাসের মন্তব্য, 'নিয়মিত খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের তরফে বিভিন্ন খাবারের গুণগত মান নিয়ে অভিযান করা হয়। আগামীতে সিন্থেটিক ফুড কালার ও আর্টিফিশিয়াল ফুড এসেন্স নিয়েও অভিযানে নামা হবে। ক্ষতিকারক উপাদান মিললেই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বিপজ্জনক

- কমলাভোগের যে মনকাড়া কমলা রং, তার 'নেপথ্যশিল্পী' লেমন ইয়েলো লিকুইড কালার
- গুড়ের রসগোল্লার লালচে আভাও আসলে কৃত্রিম
- হলুদ রংয়ের সন্দেশ বা সবুজ রঙের মিষ্টিতেও অনেক সময় মিশছে রাসায়নিক

দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত রাসায়নিক রং, সুগন্ধী ব্যবহার করলে লিভার, কিডনি বা ত্বকের সমস্যা বাড়তে পারে।

- **সঞ্জয় ভট্টাচার্য** চিকিৎসক

নেশামুক্তির প্রচার

মালদা, ২ ডিসেম্বর : নেশামুক্ত সমাজ গড়তে গম্ভীরার মাধ্যমে প্রচার শুরু করল সমাজকল্যাণ দপ্তরের নেশামুক্ত ভারত অভিযান কমিটি। মঙ্গলবার দুপুরে জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরে শিল্পীরা গম্ভীরা গানের মাধ্যমে নেশার পরিণতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করেন।

দপ্তরের এক আধিকারিক সুজয় ব্যাপারী বলেন, 'মাদক সেবন একটি সামাজিক ব্যাধি। সমাজকে এই ব্যাধি থেকে মুক্তি দিতে আমরা নানা উদ্যোগ নিচ্ছি। এনিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে আমরা গম্ভীরা শিল্পকে হাতিয়ার করে ময়দানে নেমেছি। আজ পরীক্ষামূলক পর্যায়ে জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরে একটি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।' পরবর্তীতে গোটা ডিসেম্বর মাসজুড়ে জেলার বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় ২০টি এধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে বলে খবর।

৯ কোটি বরাদ্দ

বালুরঘাট, ২ ডিসেম্বর : আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচির মাধ্যমে ৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হল বালুরঘাট পুরসভার ২৫টি ওয়ার্ডের জন্য। যার মধ্যে ইতিমধ্যেই ৪ কোটি টাকার কাজের টেন্ডার করা হয়ে গিয়েছে। ৫৬টি ওয়ার্ক অর্ডার সম্পন্ন করা হয়েছে। ১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার মোট ২০টি ওয়ার্ক অর্ডার বিভিন্ন এজেন্সিকে দেওয়া হয়েছে। সেই ফান্ড থেকেই মঙ্গলবার শহরের পাওয়ারহাউস এলাকায় একাধিক রাস্তার কাজ শুরু হল। অবশেষে রাস্তা মেলায় খুশি এলাকাবাসী। বালুরঘাট পুরসভার ২৫টি ওয়ার্ডে ৩৫টি ক্যাম্প করে বাসিন্দাদের মতামত নেওয়ার পর মোট ৩৪৮টি কাজের অনুমোদন মেলে। এর মধ্যে ২৮২টি কাজ নিয়ে প্রাথমিক সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে পুরসভা এবং ৫৬টি কাজের টেন্ডার হয়েছে। বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র বলেন, 'এদিন ১ নম্বর ওয়ার্ডে দুটি কংক্রিট রাস্তা ও রাস্তার পাশে পেভার্স ব্লক বসানোর কাজ শুরু হয়েছে।'

রায়গঞ্জে আইজি

রায়গঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : উত্তর দিনাজপুর জেলা সফরে এসেছেন উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশকুমার যাদব। তিনি জেলার একাধিক কর্মসূচিতে যোগদান করেছেন। করণদিঘি থানার অধীন রসাখোয়া পুলিশ ফাঁড়ির নবনির্মিত কনস্টেবল ব্যারাকের উদ্বোধন করেন তিনি। রায়গঞ্জে একটি জিমের উদ্বোধন করেন। মহিলাদের ব্যারাকেরও উদ্বোধন করেন। রায়গঞ্জ শহরের শিলিগুড়ি মোড়ে অবস্থিত একটি ট্রাফিকের ঘরের উদ্বোধন করেন তিনি। এছাড়া হেমতাবাদ থানার সীমানা প্রাচীরের উদ্বোধন করার পাশাপাশি হেতাবাদের চৈনগর এলাকায় একটি পুলিশ ফাঁড়ির উদ্বোধন করেন। উত্তরবঙ্গের আইজি বলেন, 'রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পরিকাঠামো অন্যান্য জেলার তুলনায় অনেক অগ্রগতি হয়েছে।'

বোলিং মেশিন

মালদা, ২ ডিসেম্বর : এবার থেকে বোলিং মেশিনের সাহায্যে ব্যাটিং অনুশীলন করতে পারবেন মালদার ক্রিকেটাররা। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের পক্ষ থেকে মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে এই বোলিং মেশিন দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে ওই যন্ত্রের মাধ্যমে ব্যাটিং অনুশীলন করেন জেলার ক্রিকেটাররা। উপস্থিত ছিলেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী প্রমুখ। তিনি বলেন, 'অনেকদিন ধরেই আমরা সিএবি-র কাছে বোলিং মেশিনের জন্য আবেদন জানিয়ে আসছিলাম।'

মালদা মেডিকেলের প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভে অস্থায়ী কর্মীদের।

'মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই'

মালদা মেডিকেলে বিক্ষোভ

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার তিন মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে কর্মবিরতিতে শামিল হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল মালদা মেডিকেলের অস্থায়ী কর্মীদের একাংশ। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, নিজেদের পাওনা টাকা চাইতে গিয়েও হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। যদিও অস্থায়ী কর্মীদের বিক্ষোভে মেডিকেলের পরিষেবায় কোনও প্রভাব পড়েনি বলে দাবি করছেন মালদা মেডিকেল কলেজের সুপার প্রসেনজিৎ বর।

এদিন বিক্ষোভকারী অজিতেশ রায় বলেন, 'অস্থায়ী কর্মীরা একটি ঠিকাদারি সংস্থার মাধ্যমে মেডিকেলে পরিষেবা দিয়ে থাকি। কিছুদিন আগে ঠিকাদারি সংস্থার বদল ঘটে। নতুন ঠিকাদারি সংস্থার কাছে প্রায় ৪০ জনের তিন মাসের বেতন বকেয়া। বারবার বলা সত্ত্বেও বিভিন্ন কোম্পানি বেতন আটকে রেখেছে। এই পরিস্থিতিতে সংসার চালাতে আমাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।' তাঁর আরও সংযোজন, পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে, কোনও দোকানে বাকিতে সামগ্রী মিলছে না। আগামীকাল মালদায় মুখ্যমন্ত্রী আসছেন। সংবাদমাধ্যম দ্বারা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এদিনের বিক্ষোভ বলে জানান তিনি।

এবিষয়ে মেডিকেল সুপারের প্রতিক্রিয়া, 'মালদা মেডিকেলে বিভিন্ন কোম্পানির মাধ্যমে সাফাইয়ের কাজ করা হয়। কিছুদিন আগে মেডিকেলের আগের কোম্পানি পরিবর্তিত হয়েছে। ওই কোম্পানি কাদের দিয়ে কাজ করাবে সেটা তাদের বিষয়। তবে আমরা কোম্পানিকে বলেছিলাম, পুরোনো কর্মীদের দিয়ে কাজ করালে সকলের সুবিধা হবে। কিছু কর্মী নিজেদের সমস্যার কথা আমাদের জানিয়েছেন। আমরা সেইমতো কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।'

দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থার তরফে অস্থায়ী কর্মীদের সুপারভাইজার মনোজ বিশ্বাসের দাবি, 'কয়েকজন অস্থায়ী কর্মীর মাসখানেকের বেতন বকেয়া রয়েছে। সেই বকেয়া বেতন আগামী ১০ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করার কথা বলা হয়েছে। কয়েকজন কর্মী যে অভিযোগ তুলছেন তা পুরোপুরি সত্য নয়।'

মালদা মেডিকেলের অস্থায়ী কর্মীদের বেতন নিয়ে বিভিন্ন সময় নানা অভিযোগ উঠে এসেছে। এর আগেও বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন মেডিকেলের অস্থায়ী কর্মীরা। বছর দুয়েক আগে মেডিকেলে বরাতপ্রাপ্ত এক কোম্পানির বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগও উঠেছিল। সেই সময় লাগাতার কয়েকদিন অস্থায়ী কর্মীদের কর্মবিরতির ফলে মেডিকেলের পরিষেবায় ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল।

এদিনের বিক্ষোভ নিয়ে দিগ্বিজয় মজুমদার নামে এক অস্থায়ী কর্মীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, 'দীর্ঘদিন ধরে মালদা মেডিকেলে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজ করছি। অগাস্টে নতুন এক কোম্পানি এই কাজের বরাত পায়। বর্তমানে ওই কোম্পানির অধীনে ১৩৫ জন কাজ করছেন। তার মধ্যে প্রায় ৪০ জনের তিন মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। এনিয়ে প্রতিবাদ করায় আমাদের তিনজনকে মৌখিকভাবে কাজ থেকে বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আমরা মেডিকেল কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়েছি।' যাঁরা এখানে অবস্থান বিক্ষোভে এসেছেন তাঁদেরও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ভয়ে অনেকেই বিক্ষোভে যোগ দেননি বলে দাবি দিগ্বিজয়ের।

কিছু কর্মী নিজেদের সমস্যার কথা আমাদের জানিয়েছেন। আমরা সেইমতো কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।

প্রসেনজিৎ বর, সুপার
মালদা মেডিকেল

কী অভিযোগ

- মঙ্গলবার তিন মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে কর্মবিরতিতে শামিল হন মালদা মেডিকেলের অস্থায়ী কর্মীদের একাংশ
- বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, পাওনা টাকা চাইতে গিয়েও হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে
- যাঁদের বেতন বকেয়া রয়েছে, তা ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে পরিশোধের আশ্বাস দিয়েছে ঠিকাদারি সংস্থা
- অস্থায়ী কর্মীদের বিক্ষোভে মেডিকেলের পরিষেবায় কোনও প্রভাব পড়েনি বলে দাবি করেছেন মেডিকেল সুপার

মৃত ১

পুরাতন মালদা ও মালদা, ২ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার সকালে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ই-কমার্স কর্মীর। সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সুজাপুর বাইপাসে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত তরুণ আশরাফুল শেখ (৩৫) সেখানকারই বাসিন্দা। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, প্রতিদিনের মতো এদিন সকালেও আশরাফুল ই-কমার্স সংস্থার ডেলিভারির কাজের জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। তিনি কমলাবাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় ইংরেজবাজারের দিক থেকে আসা একটি দশ চাকার লরি তাঁকে ধাক্কা মারে।

অন্যদিকে, দুপুরে ইংরেজবাজার থানার সাতটারি এলাকায় পাথরবোঝাই ট্র্যাক্টরের সঙ্গে একটি চারচাকা গাড়ির সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় গাড়ির সামনের দিকের অংশ দুমড়ে যায়। তবে কোনওক্রমে রক্ষা পেয়েছেন দুই গাড়ির চালক। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটি উদ্ধার করে।

আহত

বালুরঘাট, ২ ডিসেম্বর : টোটোর সঙ্গে বাইকের ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়লেন বাইকচালক। হেলমেট পরা থাকলেও তা খুলে যাওয়ায় মাথায় গুরুতর আঘাত পান তিনি। স্থানীয়দের সাহায্যে আহতকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মঙ্গলবার বালুরঘাট ব্লকের বোয়ালদার গ্রামের বাধেরাজুয়া এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। তবে, আহত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় টোটো ও বাইকের দৌরাত্ম্য নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায়দিনই এই কারণে দুর্ঘটনা ঘটছে।

দাবি

রায়গঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের ২২০৮টি বুথে কোনও মৃত বা ট্রান্সফার্ড ভোটার নেই। এর মধ্যে রায়গঞ্জ বিধানসভার ১১টি বুথের নাম রয়েছে। অবিলম্বে এই বুথগুলিতে পুনরায় এসআইআর শুরুর দাবি জানিয়ে মঙ্গলবার জেলা শাসককে চিঠি দিলেন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত। পাশাপাশি দিদির দূত নামে যে অ্যাপ রয়েছে সেটিও বন্ধের দাবি জানিয়েছেন। মোহিত বলেন, 'শাসকদলের কথামতো বিএলও-রা কাজ করেছেন।'

গোপালের জন্য শীতবস্ত্র

কখনও তিনি শ্রীকৃষ্ণ, আবার কখনও তিনি পার্থসারথি। তবে বাল্যরূপে তিনি গোপাল। তিনি শুধু দেবতা নন, তিনি যেন বাড়ির এক সদস্য। বাড়ির এই ছোট্ট সদস্যের জন্য শীত পড়তেই গরম পোশাক কেনার হিড়িক পড়ে গিয়েছে। দশকর্মা ভাণ্ডারগুলিতে মিলছে বিভিন্ন সাইজ ও বিভিন্ন দামের রকমারি উলের পোশাক। লিখলেন **রাহুল দেব**

রায়গঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : তিনি কারোর বাড়ির ছেলে, আবার কারোর ছোট্ট ভাই, কারোর কারোর খেলার সঙ্গী। তিনি এইসকল রূপে বাড়িতে বাড়িতে পূজিত। শ্রীকৃষ্ণের ছেলেবেলাকে গোপাল রূপে পুজো করা হয়। এই গোপাল শুধু দেবতা নন, তিনি যেন বাড়ির একজন। তাই বাড়ির বাকি সদস্যদের মতো তাঁরও যত্ন করা হয়। শীতের আমেজ শুরু হয়ে গিয়েছে। সবাই কমবেশি শীতের পোশাক পরতে শুরু করেছে। যাঁদের বাড়িতে গোপাল রয়েছে তাঁরা গোপালের জন্য শীতবস্ত্র কিনতে শুরু করেছেন। বাড়ির ছোট্ট সদস্য গোপালকে গরমকালে যেমন সুতির হালকা পোশাক পরানো হয় তেমনি শীতে যাতে তাঁর ঠান্ডা না লাগে সেজন্য প্রয়োজন গরম পোশাক।

এই গোপালের শীতের বস্ত্র কেনার হিড়িক পড়ে গিয়েছে। দশকর্মা ভাণ্ডারে গিয়ে সকলেই খোঁজ করছেন উল দিয়ে বোনা ছোট ছোট সোয়েটারের। গোপালের মূর্তির মাপ অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের শীতবস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে। উলের তৈরি এই ছোট ছোট সোয়েটার এক একটি দেড়শো টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। তবে জামার আকৃতি বড় হলে দামও খানিকটা বেশি পড়ছে। যেগুলি উন্নত মানের উল দিয়ে তৈরি সেই শীতবস্ত্রগুলির দাম পড়ছে প্রায় দুশো টাকা। ক্রেতারা গোপালের জন্য এই ধরনের উলের পোশাক কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।

তাপসী মণ্ডল নামে এক শহরবাসীর কথায়, 'আমাদের বাড়িতে বহু বছর ধরে গোপালের মূর্তি আছে। প্রতিদিন দু'বেলা করে তাঁকে সেবা দেওয়া হয়। প্রতিবছর শীতের আগে তাঁর জন্য কিছু ভালো শীতবস্ত্র কিনে নিয়ে আসি। এবছর একটু মোটা ও ভালো উলের তৈরি শীতবস্ত্র কিনে এনেছি। গোপালও বাড়ির সদস্য। শীতকালে যাতে তাঁর ঠান্ডা না লাগে তাই এই আয়োজন।'

পিংকি কুণ্ডু নামের এক বৃদ্ধা বলেন, 'আমার নাতির বয়স প্রায় দেড় বছর। আমার নাতি বাড়ির গোপালের সঙ্গে খেলে। এমনকি নাতির জন্য চকোলেট বা মিষ্টি কিছু আনা হলে তা গোপালের জন্যও আনা হয়। শীতকালে গোপালের যাতে ঠান্ডা না লাগে তাই তাঁর জন্যও উলের পোশাক কিনে আনা হয়। এবছর গোপালের জন্য দুটি উলের পোশাক কেনা হয়েছে।'

বাড়ির গোপালের জন্য শীতবস্ত্র কেনার চাহিদা যে বেড়েছে সেকথা স্বীকার করেছেন বিক্রেতারাও। প্রদীপ সাহা নামে দেবীনগর এলাকার এক দশকর্মা ভাণ্ডারের মালিক জানান, প্রতি বছর শীত পড়তে শুরু করলে গোপালের জন্য বাহারি উলের পোশাক দোকানে আনা হয়। উলের মান ও পোশাকের সাইজ অনুযায়ী এক একটি শীতবস্ত্রের এক একরকম দাম। এবছরও প্রচুর শীতবস্ত্র নিয়ে এসেছি। ক্রেতারা নিজেদের পছন্দ মতো বিভিন্ন রং ও ডিজাইনের শীতের পোশাক নিয়ে যাচ্ছেন। আরেক বিক্রেতা শংকর ঘোষ জানান, এবছর প্রায় দেড়শো টাকা থেকে ভালো মানের গোপালের শীতবস্ত্র বিক্রি করছেন তিনি।

আমাদের বাড়িতে বহু বছর ধরে গোপালের মূর্তি আছে। প্রতিদিন দু'বেলা করে তাঁকে সেবা দেওয়া হয়। প্রতিবছর শীতের আগে তাঁর জন্য কিছু ভালো শীতবস্ত্র কিনে নিয়ে আসি। এবছর একটু মোটা ও ভালো উলের তৈরি শীতবস্ত্র কিনে এনেছি। গোপালও বাড়ির সদস্য। শীতকালে যাতে তাঁর ঠান্ডা না লাগে তাই এই আয়োজন।

তাপসী মণ্ডল, শহরবাসী

প্রয়াত নেত্রী

কালিয়াগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : প্রয়াত কালিয়াগঞ্জ পুরসভার কংগ্রেসের প্রাক্তন কাউন্সিলার স্বপ্নারানি সরকার। সোমবার গভীর রাতে বাড়িতেই তাঁর জীবনাবসান হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। ১৯৯৯ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলার ছিলেন তিনি। মঙ্গলবার তাঁর মৃত্যুর খবর যেতেই কালিয়াগঞ্জ পুরসভায় শোকসভা পালন করা হয়। কালিয়াগঞ্জের কংগ্রেস নেতা সুজিত দত্ত বলেন, 'স্বপ্নাদি জনদরদি ও নিষ্ঠাবান নেত্রী ছিলেন। ওঁর মৃত্যুতে আমাদের দলের অপূরণীয় ক্ষতি হল।'

পর্যবেক্ষণ

ডালখোলা, ২ ডিসেম্বর : এসআইআর-এর কাজ পর্যবেক্ষণ করতে ডালখোলায় এলেন রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম। মঙ্গলবার দুপুরে ডালখোলা পুরসভায় দলীয় কাউন্সিলার তথা কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন সাংসদ। তিনি বলেন, 'এসআইআর-এর কাজ তদারকি করতেই ডালখোলায় এসেছি।'

'বিয়ের শব্দে' ওষ্ঠাগত শহর

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : নববধূর গাড়ি এগিয়ে চলেছে শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশে। সামনে পুড়ছে বাজি। নিঃশব্দ ভাঙছে নিষিদ্ধ শব্দবাজি। তার পিছনে সমস্ত ডেসিবেলের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে বাজছে ডিজে। যথারীতি এমন পরিস্থিতিতে চলার পথ না পেয়ে নববধূর গাড়ির পিছনে আটকে প্রচুর মানুষ, খুঁজছেন চলার একটু পথ। প্রত্যেকেই বিরক্ত। সাউন্ড সিস্টেমের কানফাটা আওয়াজে অধিকাংশ বাড়িতে বন্ধ হচ্ছে জানলা-দরজা। কিন্তু ঘরের মধ্যে থেকেও পঠনপাঠনে মনোনিবেশ করতে পারছে না মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বা অন্য ক্লাসের পড়ুয়া। অগ্রহায়ণ মাস শুরু হতেই এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতি কালিয়াগঞ্জ শহরে।

এখন সর্বত্র বিয়ের অনুষ্ঠান। বিয়ে থেকে বধূবরণ, বর ও কনের প্রতিটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এখন আরও এক উৎসব। কিন্তু এমন উৎসবে শামিল এক শ্রেণির মানুষের কাণ্ডে অতিষ্ঠ শহরের সিংহভাগ মানুষ। দুয়ারে যে স্কুলগুলিতে বার্ষিক পরীক্ষা রয়েছে, বেশি দেরি নেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার, সে খেয়াল নেই কারও। নিজেদের নিছক আনন্দ-ফুর্তির ক্ষেত্রে অনেকেই ভুলে যাচ্ছেন পাশের বাড়ির ছেলেমেয়েটির পরীক্ষার কথা, সমস্যায় পড়ছেন পাড়ার সহ নাগরিকরাও। অতিষ্ঠ অভিভাবকদের অভিযোগ, কালীপুজোর আগে নিষিদ্ধ শব্দবাজির বিরুদ্ধে অভিযান চলে পুলিশের। কিন্তু পরবর্তীতে আর নজরদারি থাকে না। ফলে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে নিষিদ্ধ শব্দবাজি। শব্দদানবের তাণ্ডব বন্ধেও প্রশাসন নিরুত্তর। কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় অবশ্য বলছেন, 'বিষয়টি দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

এমন পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ অভিভাবক শান্তনু সাহা বললেন, 'মেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। রাতে পড়তে গিয়ে সমস্যায় পড়ছে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছে মেয়ে। আজ যাঁরা কার্যত জ্ঞানশূন্য হয়ে শব্দবাজি পোড়াচ্ছেন বা মদত দিচ্ছেন, মেয়ে ভালো ফল করলে তাঁরাই শুভেচ্ছা জানাতে বাড়িতে হাজির হবেন।' প্রতি বছর পরীক্ষার আগে এমন অত্যাচারের বিরুদ্ধে কেন জোটবদ্ধ হয়ে স্কুলগুলি প্রশাসনের দ্বারস্থ হচ্ছে না, সেই প্রশ্নও তুলছেন অনেকে। কালিয়াগঞ্জ সরলা সুন্দরী উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সঞ্জিতকুমার দত্তের বক্তব্য, 'গত বছর শব্দদানবের বাড়বাড়ন্ত রোখার ক্ষেত্রে আমরা কালিয়াগঞ্জ থানা এবং কালিয়াগঞ্জ পুরসভাকে চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রশাসনের তেমন কোনও ভূমিকা দেখিনি। অভিভাবকদের প্রস্তাব অনুযায়ী শহরের সমস্ত স্কুল মিলে আবার প্রশাসনকে এব্যাপারে লিখিত অভিযোগ জানানোর চেষ্টা করব।'

শহরের প্রতিটি অনুষ্ঠান ভবনই জনবসতিপূর্ণ এলাকায়। কয়েকটি ভবনে রাতভর হুল্লোড় চলার পাশাপাশি নিষিদ্ধ শব্দবাজি পোড়ানো হয় বলে অভিযোগ। স্টেশন রোড এলাকার বাসিন্দা গৌতম ভদ্রের কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরে অধিক রাত পর্যন্ত ভবনে শব্দদানবের তাণ্ডব চলছে। অসুস্থ মায়ের বয়স ৯০ বছর। বিষয়টি ভবনের কর্মীদের জানালেও গুরুত্ব দেওয়া হয় না।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কালিয়াগঞ্জের এক মাইক ব্যবসায়ীর সাফাই, 'লক্ষাধিক টাকা বিনিয়োগ করে তো পেটে গামছা বেঁধে থাকব না। বিয়েবাড়িতে সাউন্ড সিস্টেম ভাড়া দিয়ে রোজগার হয়।' কালিয়াগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ কুণ্ডু বললেন, 'কালিয়াগঞ্জ থানার সঙ্গে দ্রুত কথা বলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

বাজছে ডিজে, পুড়ছে বাজি

পৃথিবীর পাঠশালা

দীর্ঘ জীবনের চাবিকাঠি ভালোবাসা

ভালোবাসা কেবল অনুভূতি নয়, এটি মন ও শরীরকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। বিজ্ঞান দেখায়, ভালোবাসা এবং গভীর সম্পর্ক মানসিক স্বাস্থ্যকে উন্নত করে, স্ট্রেস কমায় এবং শারীরিক সুস্থতা বাড়ায়। আবেগগত বন্ধন অক্সিটোসিন (সুখের হরমোন) নিঃসরণকে উসকে দেয়, যা শান্তি ও নিরাপত্তার অনুভূতি জাগায় তো বটেই, এমনকি স্ট্রেস হরমোন কর্টিসলও কমিয়ে দেয়। ভালোবাসা নিম্ন রক্তচাপ, শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং দ্রুত আরোগ্য লাভের সঙ্গেও যুক্ত। পারিবারিক বন্ধন বা বন্ধুদের ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার দেওয়া আপনার মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়।

চকোলেট দুধ সেরা এনার্জি ড্রিংক

চকোলেট দুধকে শুধু মিষ্টি পানীয় ভাবলে ভুল হবে। এটি বিজ্ঞানসম্মতভাবে অ্যাথলিটদের জন্য অন্যতম সেরা রিকভারি ড্রিংক। সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, ব্যায়ামের পর শক্তি পুনরুদ্ধার, পেশি মেরামত এবং পারফরমেন্স বাড়ানোর ক্ষেত্রে এটি সাধারণ স্পোর্টস ড্রিংকগুলির চেয়েও বেশি কার্যকর। এর কারণ, কার্বোহাইড্রেট এবং উচ্চমানের প্রোটিনের ভারসাম্যপূর্ণ মিশ্রণ। কার্বোহাইড্রেট দ্রুত পেশির শক্তি ফিরিয়ে আনে, আর প্রোটিন ক্ষতিগ্রস্ত পেশি ফাইবার মেরামত করে। এটি পান করা সহজ, কার্যকর এবং আপনার শরীরকে দারুণভাবে সতেজ করতে পারে।

কম ঘুমালে মস্তিষ্ক নিজেই নিজেকে খায়

ঘুম মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। গবেষণা দেখাচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে ঘুমের অভাব হলে মস্তিষ্ক কার্যত নিজেকেই খেতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়াকে 'অটোফেজি' বলা হয়। পর্যাপ্ত ঘুম না হলে মস্তিষ্ক তার শক্তির চাহিদা মেটাতে নিজের কোষ এবং নিউরাল সংযোগগুলিকে ভাঙতে শুরু করে, যা স্মৃতিশক্তি এবং মেধাকে দুর্বল করতে পারে। রাতে ৭-৯ ঘণ্টা গুণগত ঘুম মস্তিষ্ককে বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে, নিউরন মেরামত করতে এবং স্মৃতিকে মজবুত করতে সাহায্য করে। এই গবেষণা প্রমাণ করে, ঘুম কোনও বিলাসিতা নয়, বরং মস্তিষ্কের জন্য একটি মৌলিক প্রয়োজন।

মানসিক চাপে চুল পাকে

পাকা চুল সাধারণত বার্ধক্যের লক্ষণ হিসাবে দেখা হলেও, নতুন গবেষণা এর কারণ হিসাবে মানসিক চাপ বা স্ট্রেসকে দায়ী করছে। দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ চুলের ফলিকলে থাকা রং উৎপাদনকারী কোষগুলিকে (মেলানোসাইটস) ক্ষয়ে দেয়, ফলে চুল ধীরে ধীরে তার প্রাকৃতিক রং হারাতে শুরু করে। তবে আশার কথা, এই প্রক্রিয়াটি উলটে দেওয়া সম্ভব। স্ট্রেস কমালে কিছু চুলের ফলিকল তাদের রং উৎপাদন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে পারে। মনঃসংযোগ, নিয়মিত ব্যায়াম এবং পর্যাপ্ত ঘুমের মতো কৌশলগুলি স্ট্রেস কমাতে ও চুলের প্রাকৃতিক রং রক্ষা করতে সহায়ক।

কটাক্ষ শুভেন্দুর

প্রথম পাতার পর

যাঁদের চাকরি দিয়েছেন বলে তিনি দাবি করছেন, তাঁদের নাম, বাবার নাম, ঠিকানা দিয়ে সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করার দাবি জানাচ্ছি। এই মুখ্যমন্ত্রী বামফ্রন্টের আমলে রেখে যাওয়া এক কোটি বেকারকে ২ কোটি ১৫ লক্ষে পরিণত করেছেন।' নিয়োগ নিয়েও শুভেন্দু কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর মন্তব্য, 'দীর্ঘ আট-নয় বছর ধরে কোনও চাকরির পরীক্ষা হয়নি। ২০১৫ সালে শেষ এসএসসি পরীক্ষা হয়েছিল। ২০১৭-তে শেষ পিএসসি পরীক্ষা হয়েছিল। চাকরি চুরি হয়েছে। যে মুখ্যমন্ত্রী ডাবল ডাবল চাকরির কথা বলেছিলেন, সেই মুখ্যমন্ত্রীর আমলে ডাবল ডাবল চাকরি চলে গিয়েছে।'

এর পরেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে একগুচ্ছ প্রশ্ন ছুড়ে দেন। তিনি দাবি করেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করছি, ৫১টা কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র কেন বন্ধ হয়ে গেল? যুবশ্রীর কী হল? এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক থেকে ১৫০০ টাকা করে বেকার ভাতা বন্ধ করে কেন দিলেন? আপনাকে বলতে হবে সারের কালোবাজারি কেন হয়? কেন কৃষকদের কাছ থেকে সঠিক পরিমাণ ফসল কেনা হচ্ছে না?' মমতাকে তোপ দেগে শুভেন্দু বলেন, 'আপনি কৃষকদের সর্বনাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নিজে পিএম কিষান সম্মান দিতে চান। রাজ্যে ৮৩ লক্ষ কৃষক পরিবার সেই প্রকল্পে টাকা পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু শুধু বিজেপি করার অপরাধে, হিন্দু হওয়ায় ৩৩ লক্ষ কৃষকের নাম আপনি পাঠাননি। আপনি দুই হাজার লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। আমরা চাই সেই অনুযায়ী তালিকা আপনি প্রকাশ করুন।' সমস্ত তথ্য দিয়ে রাজ্যকে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে বলে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা দাবি জানান।

সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু বলেন, 'এরপর কী হবে তা আগাম বলে দিচ্ছি। প্রত্যেক বিধানসভায় ১৫ জনের টিম গঠন করা হয়েছে। এরা মিথ্যা প্রচার করবে। প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে মন্দির দর্শন করবে। এরপর জনসভা করে কমিউনিটি লাঞ্চ করবে। সন্ধ্যায় ডিনারের সঙ্গে থাকবে। যা প্রচার করা হবে তার সঙ্গে বাস্তবের কোনও সম্পর্ক থাকবে না।'

মুখ ঢেকে যায়

প্রথম পাতার পর

স্কুলের বাচ্চারা এবং শিক্ষকরা সমস্যায় পড়েন। হাওয়া দিলে সব আবর্জনা বাড়ির সামনে চলে আসে।' যদিও সেখানকার পুরসভার বিদায়ি কাউন্সিলার অভিজিৎ সাহার দাবি, 'সাফাইকর্মীদের ফোন করে নিয়ে এসে সাফাইয়ের কাজ করাই। কিন্তু এত আবর্জনা জমছে যে ফেলার জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। সাধারণ মানুষ সচেতন না হলে হবে না।'

একই ছবি দেখা গেল ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের ভারত সেবাশ্রম রাস্তায়। ডাস্টবিনের বাইরে জমে আছে আবর্জনা, কিন্তু চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সেখানকার বিদায়ি কাউন্সিলার প্রসেনজিৎ সরকারের দাবি, 'একটিমাত্র ডাস্টবিন, ৪ জন মাত্র সাফাইকর্মী। ফলে ভীষণ সমস্যা হচ্ছে।'

রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসক সন্দীপ দাবি করেছেন, 'শহরের মূল রাস্তার পাশে যে সমস্ত ডাস্টবিন আছে সেগুলো নিয়মিত দু'বার করে পরিষ্কার করা হয়। তা সত্ত্বেও জঞ্জালে ভরে যাচ্ছে।' তাঁর আশ্বাস, 'নিয়মিত যাতে প্রতিটি ডাস্টবিন পরিষ্কার হয় সেজন্য কর্মীদের নজর দিতে বলব।'

চাপ বাড়ল

প্রথম পাতার পর

ধৃত গাড়িচালক রাজু ঢালির মোবাইল থেকে পাওয়া ভিডিও ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছে। চলতি সপ্তাহে ওই রিপোর্ট হাতে পেলে আদালতে প্রামাণ্য নথি হিসেবে গ্রাহ্য হবে বলে দাবি করছেন পুলিশকর্তারা। ইতিমধ্যে ওই ঘটনায় ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তদন্তে অনেকটা অগ্রগতি হয়েছে বলেও দাবি করেছেন তদন্তকারীরা। তা সত্ত্বেও বিডিও'র আগাম জামিন নিশ্চিত হওয়ার পরই বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট হাইকোর্টে আর্জি জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

পুনের দোকানে মিলল গলায় ফাঁস লাগানো ঝুলন্ত দেহ

ভিনরাজ্যে মৃত্যু বাঙালি শ্রমিকের

পরাগ মজুমদার

কান্দি, ২ ডিসেম্বর : ভিনরাজ্যে ফের এক বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু। এবার মহারাষ্ট্রের পুনেতে কাজ করতে গিয়ে মারা গেলেন মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার অন্তর্গত বড়ঞার আজিজ শেখ (২৮)। ওখানে মাংসের একটি দোকানে কাজ করতেন তিনি। ওই দোকান থেকেই গলায় ফাঁস লাগানো ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এমন ঘটনাই মঙ্গলবার আজিজের পরিবারকে জানানো হয়। এমন আকস্মিক ঘটনায় ভেঙে পড়েছে পরিবারটি। শোকের ছায়া গোটা গ্রামে। ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়া নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে আজিজের মৃত্যু। যথারীতি বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল।

রহস্যজনকভাবে ফের ভিনরাজ্যে বাংলার শ্রমিকের মৃত্যু ঘটল। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামে তেমন কাজ না থাকায় ছয় মাস আগে কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে পুনেতে যান আজিজ। সেখানে একটি মাংসের দোকানে কাজ জুটিয়ে নেন তিনি। প্রত্যেকদিনই পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলতেন আজিজ। বাড়িতে নিয়মিত টাকাও পাঠাতেন। পরিবারের লোকের কাছে মঙ্গলবার সকালে পুনে থেকে আজিজের মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছায়। দোকান থেকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় আজিজকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন বলে পুনে থেকে জানানো হয়। এমন খবরে হতচকিত হয়ে পড়ে পরিবারটি। এমন রহস্যমৃত্যুর কিনারা হওয়া উচিত বলে পরিবারের দাবি। মৃতের আত্মীয় হাসান শেখ বলেন, 'পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিল আজিজ। ওর মৃত্যুতে পুরো পরিবারটা ভেসে গেল। এমন রহস্যমৃত্যুর কিনারা হওয়া উচিত।'

আজিজ শেখের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর শোকার্ত পরিজনরা।

রহস্যের গন্ধ

- পুনের মাংসের দোকান থেকে গলায় ফাঁস লাগানো ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার আজিজ
- মৃত্যুর খবর পুনে থেকে টেলিফোনে জানানো হয় আজিজের পরিবারকে
- মৃত্যুর পিছনে রহস্য রয়েছে দাবি করে তদন্তের দাবি পরিবার ও গ্রামবাসীর
- ভিনরাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের অত্যাচার নিয়ে সরব তৃণমূল, শাসকদলকে দুষছে বিজেপি

অতীতে মুর্শিদাবাদের অনেক পরিযায়ী শ্রমিককে ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে মারধর খেতে হয়েছে। মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। এবার মারা গেলেন আজিজ। স্থানীয় বাসিন্দা রেজাউল শেখ বলেন, 'যা পরিস্থিতি চলছে, তাতে ঘরের ছেলেদের বাইরে কাজকর্মে পাঠাতেই ভয় লাগছে। জানি না শেষপর্যন্ত কী হবে। হয় অর্থ রোজগারের জন্য মারা পড়বে, অন্যথায় জখম হয়ে বাড়ি ফিরে আসবে।' তৃণমূলের বড়ঞা ব্লক সভাপতি মাহে আলমের অভিযোগ, 'বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকরা রাজ্যের বাইরে কোনও অবাঙালি এলাকায় কাজ করতে গেলেই তাঁদের প্রাণসংশয় ঘটছে।' মুর্শিদাবাদের বিধায়ক বিজেপির গৌরীশংকর ঘোষ বলেন, 'বর্তমান সরকারের আমলে রাজ্যে সাধারণ মানুষের হাতে কোনও কাজ নেই। বাধ্য হয়েই সংসারের রুজিরোজগারের জন্য অন্য রাজ্যে পাড়ি দিতে হচ্ছে এখানকার তরুণদের। পরিস্থিতির জন্য রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা চূড়ান্তভাবে দায়ী।'

ডিসেম্বরেই উত্তরবঙ্গে মোহন ভাগবত

তারুণ্য আর মেধাকে টার্গেট সংঘের

পূর্ণেন্দু সরকার ও রাহুল মজুমদার

জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : লক্ষ্য শুধু বিধানসভা ভোট নয়, আরও অনেক দূর। উত্তরবঙ্গের যুবশক্তি ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে নিয়ে আমজনতার মধ্যে নিজেদের মতাদর্শের বীজ ছড়িয়ে দিতে কাজ শুরু করছে আরএসএস। তারই প্রথম পর্ব শুরু হচ্ছে ডিসেম্বরে। ১৮-১৯ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে দুটি বৈঠকে হাজির থাকবেন সংঘপ্রধান মোহন ভাগবত। প্রথম বৈঠকে উত্তরবঙ্গের বাছাই করা তরুণ-তরুণীকে আরএসএস-এর আদর্শে কাজ করার পাঠ দেবেন তিনি। দ্বিতীয় বৈঠকে উত্তরবঙ্গের বাছাই করা প্রায় ১৫০ বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তাঁর মতবিনিময় হবে। ওই বুদ্ধিজীবীদের তালিকাও তৈরি করা হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগেই পাড়ায় পাড়ায় নিজেদের জনভিত্তি তৈরির কাজ করবে সংঘের আদর্শে উদ্বুদ্ধ তরুণ লিয়াজোঁ টিম।

শিলিগুড়ির অনুষ্ঠানের পরের দিনই একই ধরনের কর্মসূচি রয়েছে কলকাতায়। সংঘের শতবর্ষ উদযাপনের আওতায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হলেও এর পিছনে রাজনৈতিক অঙ্ক থাকছেই। রাজনৈতির মহলের মতে, আরএসএস-এর মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফল ভোটে গেরুয়া শিবির পাবেই। যদিও আরএসএসের দাবি, এর সঙ্গে রাজনীতি বা বিজেপির কোনও যোগ নেই। সংঘের এক কর্তার বক্তব্য, 'মোহন ভাগবতজি সংঘের অনুষ্ঠানে আসবেন। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই।'

সংঘ সূত্রেই জানা গিয়েছে, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলা থেকে সংঘের মানসিকতায় বিশ্বাসী এমন বাছাই করা তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ দেবেন ভাগবত। জেলা স্তর থেকে এই বাছাইয়ের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ। ভাগবতের প্রশিক্ষণে যোগ দেওয়ার আগে জেলায় জেলায় ওই তরুণ-তরুণীদের সংঘের নেতৃত্বে প্রস্তুতি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

সংঘের এক প্রবীণ নেতা জানিয়েছেন, যুবশক্তির ওই প্রশিক্ষণে ৩৫ বছরের বেশি বয়সি সদস্য-সদস্যাদের প্রবেশ নিষেধ। তাঁর ব্যাখ্যা, আমরা যা শেখার, যা দেওয়ার দিয়েছি। এখনও দিয়েই চলেছি। কিন্তু নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের এখন থেকেই সংঘের নির্দেশে কাজ করার সময় এসেছে।

মোহন ভাগবতের মতো শীর্ষ নেতার কাছে কী বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাবেন তরুণ-তরুণীরা? সংঘের ওই নেতা বলছেন, 'সংঘ এই মুহূর্তে পারিবারিক ও সামাজিক চেতনা বিকাশের উপর নজর দিয়েছে। সপ্তাহে পাঁচদিন নিজের বা পরিচিতের পরিবারকে সময় দেওয়া, একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করা, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবেন ওই প্রশিক্ষিতরা। নিজের ও পরিচিতের পরিবারের যে কোনও সমস্যায় পাশে থাকতে হবে তাঁদের। জনসংযোগের মাধ্যমে সংঘের আদর্শ ছড়িয়ে দিতে হবে কার্যত নিঃশব্দে। পাড়ার মন্দিরে যাওয়া, লোকজনের সঙ্গে কথা বলা ও পাড়া বৈঠকে মানুষের কথা শোনা বাধ্যতামূলক। কোথায় কারা, কী আলোচনা করছেন তা শোনা এবং সেই আলোচনায় ঢুকে যেতে হবে। আলোচনা যাই হোক না কেন, নিজের মতামতকে কখনোই সংঘের লাইনের বাইরে নিয়ে যাওয়া চলবে না। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি শহরে ওই বৈঠকের রূপরেখা তৈরি করতে নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসেছিলেন আরএসএস-এর উত্তরবঙ্গের শীর্ষ নেতারা। ওই বৈঠকের পরই এক শীর্ষ নেতা জানান, মোহন ভাগবতের প্রশিক্ষণে অংশ নিতে বাছাই করা তরুণ-তরুণীদের নিজের মোবাইল নম্বর ও আধার কার্ড দিয়ে অংশগ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু করেছে সংঘ। শিলিগুড়ির শতাব্দী ভবনের মাঠে মঞ্চ করে সভা হবে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, উত্তরবঙ্গ বিজেপির শক্ত গড়। কিন্তু গত কয়েকটি নির্বাচনে কয়েকটি আসনে বিজেপিকে ব্যাকফুটে যেতে হয়েছে। ধূপগুড়িতে বিজেপির বিধায়কের মৃত্যুর পর সেই আসন আর দখলে রাখতে পারেনি গেরুয়া শিবির। কোচবিহারে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে হারতে হয়েছে। এই জায়গাগুলিতে নিজেদের লাগাম শক্ত করতে মরিয়া গেরুয়া শিবির। আরএসএস-এর মাধ্যমে তার ভিত তৈরির কাজ চলছে।

তারুণ্যের পাশাপাশি মেধাও যে আরএসএস-এর টার্গেট তা বোঝা যাচ্ছে তাদের কর্মসূচিতেই। ১৯ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গের প্রায় ১৫০ জন বুদ্ধিজীবীকে ডাকা হবে। তাঁদের মধ্যে চিকিৎসক, অ্যাথলিট, সমাজসেবী, আইনজীবী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের সফলরা রয়েছেন।

মেলেনি বেতন, চিন্তায় পুরকর্মীরা

ডালখোলা, ২ ডিসেম্বর : দীর্ঘ তিন সপ্তাহ ধরে ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ শূন্য থাকায় বেতন নিয়ে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন পুরকর্মীরা। ডালখোলা পুরসভায় স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী মিলিয়ে মোট কর্মীর সংখ্যা দুশোর বেশি। এর আগে মাসের ১ তারিখ কর্মীরা বেতন পেয়ে যেতেন, কখনো-কখনো নতুন মাস শুরু হওয়ার আগেও বেতন পেয়ে যেতেন তাঁরা। কিন্তু নভেম্বর মাস শেষ হয়ে ডিসেম্বর মাস শুরু হয়ে গেলেও পুরকর্মীরা নভেম্বর মাসের বেতন পাননি।

ডালখোলা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হাজি ফিরোজ আহমেদ জানান, চেয়ারম্যান ইস্তফা দেওয়ার পর তিনি পুরসভার দায়িত্ব নিয়েছেন। পুরকর্মীদের বেতন সংক্রান্ত নথির কাজ করা হয়েছে। কিছু সমস্যা ছিল তা মেটানো হয়েছে। তিনি বলেন, 'আশা করছি, আগামী ৫ তারিখের মধ্যে পুরকর্মীরা তাঁদের বেতন পেয়ে যাবেন।'

অনেক অস্থায়ী কর্মী চিন্তায় পড়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, সারা মাস কাজ করে যে পরিমাণ টাকা মেলে তা দিয়ে তাঁদের সংসার চলে। তবে এবার গত মাসের বেতন এখনও না মেলায় তাঁরা সমস্যায় পড়েছেন। কবে বেতন মিলবে তা নিয়ে তাঁরা ধোঁয়াশায় রয়েছেন। পুরকর্মীদের অনুমান, চেয়ারম্যান না থাকায় এই সমস্যা হচ্ছে।

বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধী শিবির। বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলার সহ সভাপতি তথা ডালখোলা পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুভাষ গোস্বামী কটাক্ষের সুরে বলেন, 'যাঁরা বর্তমানে ডালখোলা পুরসভার দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁরা পুরসভার নিয়মকানুনের বিষয়ে অজ্ঞ। পুরকর্মীদের এর মাশুল গুনতে হচ্ছে। যাঁদের পদে বসানো হয়েছে, তাঁদেরকে আগে নিয়মকানুন জানতে হবে।'

ধর্ষণে বাবার জেল

বালুরঘাট, ২ ডিসেম্বর : সৎমেয়েকে ধর্ষণে ২০ বছরের সাজা হল বাবার। মঙ্গলবার এই সাজা ঘোষণা করেন বালুরঘাট জেলা আদালতের স্পেশাল পকসো কোর্টের বিচারক শরন্যা সেন প্রসাদ। একইসঙ্গে ১০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ বিচারক দিয়েছেন বলে এদিন জানান জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী ঋতব্রত চক্রবর্তী। গত শনিবার ওই ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন বিচারক।

বালুরঘাট শহরের বাসিন্দা এক গৃহবধূ পরিচারিকার কাজ করে সংসার প্রতিপালন করেন। স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়ায় তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন। তাঁর সঙ্গেই থাকত প্রথম পক্ষের মেয়ে নবম শ্রেণির ছাত্রী। দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীর কাছেই মেয়েকে রেখে ওই বধূ পরিচারিকার কাজ করতে যেতেন। ওই বধূ যখন কাজে বের হতেন, তখন নবম শ্রেণির ছাত্রী সৎমেয়েকে বাড়িতে একা পেয়ে ধর্ষণ করত বাবা। ২০২৪ সালের ১৭ জুন মাকে পেট ব্যথার কথা জানায় ওই নাবালিকা। এরপর চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর মা জানতে পারেন, তাঁর নাবালিকা মেয়ে চার মাসের গর্ভবতী। মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মা জানতে পারেন দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীর কীর্তি। পরের দিনই ওই বধূ বালুরঘাট থানায় স্বামীর বিরুদ্ধে মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন। বালুরঘাট জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী ঋতব্রত চক্রবর্তী এদিন বলেন, 'নির্যাতিতা কিশোরীর পড়াশোনা ও ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষকে দু'লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।'

চেয়ারম্যান নিয়ে

প্রথম পাতার পর

এবার আসা যাক নবীন দাবিদারদের কথায়। স্থানীয় রাজনীতিতে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রিয়াংকা নবীন হলেও তাঁর উত্থান হয়েছে দ্রুতগতিতে। নবীন প্রজন্মের মধ্যে জনসংযোগ ভালো। এই পুরসভায় একজন মহিলা মুখকে নিয়ে এসে চমক দিতে পারে তৃণমূল। আর চতুর্থ দাবিদার বিশ্বজিৎ হালদারেরও বয়স কম। তিনি আবার প্রয়াত জেলা তৃণমূল নেতা দুলাল সরকারের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন। এককথায় দুলাল সরকারের রাজনৈতিক ভাবশিষ্য। ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিশ্বজিতের নাম উঠে আসার ক্ষেত্রে এই দুলাল-আবেগও একটা কারণ তো বটেই।

নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচন নিয়ে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব আপাতত মুখে কুলুপ এঁটেছে। জেলা তৃণমূলের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, 'পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কে হবেন, তা নিয়ে জেলা নেতৃত্বের তরফে কোনও প্রস্তাব পাঠানো হয়নি। আমরা কিছু জানি না। চেয়ারম্যান একমাত্র রাজ্য নেতৃত্ব ঠিক করবে। তার পরেই আমরা তা ঘোষণা করব।'

এদিকে, বিরোধীরা চেয়ারম্যান নির্বাচনে এই বিলম্ব নিয়ে সমালোচনায় সরব হয়েছে। প্রাক্তন বাম চেয়ারম্যান বিশ্বনাথ সুকুল বলেন, 'তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ দরকষাকষির কারণেই চেয়ারম্যান পদ খালি আছে। ওরা এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। ফলে মানুষ বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন।'

বহরমপুরে মমতা

বহরমপুর, ২ ডিসেম্বর : বুধবার মালদার গাজোলে সভার আগে মঙ্গলবার নবান্নে বৈঠক সেরে মুর্শিদাবাদে পৌঁছালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বহরমপুরের ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে হেলিকপ্টারে নেমে তিনি চলে যান স্টেট গেস্টহাউসে। মালদায় সভা শেষে বুধবার ফের এখানে ফিরে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার জেলার বহরমপুর স্টেডিয়ামে জনসভা রয়েছে তৃণমূল নেত্রীর। বহরমপুরের সভার চূড়ান্ত প্রস্তুতির মাঝে এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান জঙ্গিপুরের সাংসদ তৃণমূলের খলিলুর রহমান, কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার, জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া, মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ। স্বভাবসুলভভাবে স্টেট গেস্টহাউসে যাওয়ার পথে সাধারণ মানুষের উদ্দেশে হাত নাড়ান মুখ্যমন্ত্রী।

অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর সফরের মাঝে জেলাভাগের দাবিতে জঙ্গিপুর মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ শহরের ফুলতলা এলাকায় মঞ্চ তৈরি করে অনশন শুরু করেছে মুর্শিদাবাদ জেলা সংগ্রাম কমিটি। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই জেলাভাগের দাবি উঠছে। ২০২২ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা জেলাভাগের ঘোষণাও করেছিলেন। কিন্তু দাবি পূরণ হয়নি। এদিন সংগ্রাম কমিটির তরফে হাসানুজ্জামান বাপ্পা বলেন, 'এটা এক ধরনের দ্বিচারিতা। মুখ্যমন্ত্রী নিজে যেখানে বলেছেন ছোট জেলা হলে প্রশাসনিক কাজের সুবিধা হবে, তাহলে কেন তিনি বঞ্চনা করছেন?'

উন্নয়নের পাঁচালি মমতার

প্রথম পাতার পর

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে চলতে হবে। তাই আপনারা টাকাটা দিন।'

গত সাড়ে ১৪ বছরে রাজ্য সরকার কী কী করেছে, তা পেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'পর্যটন থেকে শুরু করে মাছ এবং ডিম উৎপাদনে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পেরেছি। ২০১১ সালের আগে রাজ্যের ২ লক্ষ পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ ছিল। আমরা গত সাড়ে ১৪ বছরে তা বাড়িয়ে ৯৯ লক্ষ করেছি। এই প্রকল্পের টাকাও আমাদের দিচ্ছে না। গ্রামীণ বাড়ি ও আবাসন প্রকল্পে ৬৭ লক্ষ ৬৯ হাজার বাড়ি তৈরি করে দিয়েছি। পুরোপুরি রাজ্য সরকারের টাকায় পথশ্রী প্রকল্পের কাজ চলছে।'

যদিও বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রাজ্য সরকারের উন্নয়নের দাবিকে তীব্র কটাক্ষ করেন। তাঁর ভাষায়, 'এটা ঢপের পাঁচালি।' মালদায় এক কর্মসূচিতে তিনি বলেন, 'এটা স্বেচ্ছাচারিতার পাঁচালি। আমরা বলি, এটা জলাঞ্জলির পাঁচালি। বাংলার গৌরব, সংস্কৃতির জলাঞ্জলি হয়েছে আপনার হাতেই।' নবান্নের সরকারি অনুষ্ঠানটিতে রাজ্য স্তরের প্রশাসনিক কর্তাদের পাশাপাশি জেলা শাসকরা ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন।

এসআইআর-এর জন্য যাতে উন্নয়নে বিঘ্ন না ঘটে, তা ওই বৈঠকে জেলা শাসকদের স্মরণ করিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভোটের কাজ করছেন করুন। কিন্তু উন্নয়নের যে কাজ চলছে, তাতে ঘাটতি রাখা যাবে না। মানুষের কাছে আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে।' সম্প্রতি কয়েকজন বিএলও এবং সাধারণ মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে এসআইআর আতঙ্কের যোগ আছে বলে তৃণমূলের অভিযোগ। তাঁদের প্রত্যেকের পরিবারকে ২ লক্ষ, অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন ১৩ জনকে ১ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকার দেবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

তাঁর হিসেবে 'এসআইআর আতঙ্কে' রাজ্যে মৃতের সংখ্যা ৩৯। মমতার কথায়, 'আমি বেঁচে থাকতে এরাজ্যে ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না। আমি সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি করি। এরাজ্যে সব ধর্ম সুরক্ষিত। কেন্দ্রকে বলব ব্রিটিশদের মতো জোর করে কিছু করবেন না।'

ভোটের আগে বিহারে নীতীশ সরকারের মহিলাদের ১০ হাজার টাকা অনুদানের প্রসঙ্গ তুলে মমতা বলেন, 'অনেক রাজ্যে বিজেপি অনেক কিছু দেখানোর জন্য করছে। ভোটের আগে ১০ হাজার, তারপর বুলডোজার। আরে, আমরা তো প্রতি বছরই মহিলাদের ১২ হাজার করে দিই। ২ কোটি ২১ লক্ষ মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন। ১ কোটি মেয়ে কন্যাশ্রী ও ২২ লক্ষের বেশি মেয়েকে রূপশ্রী প্রকল্পের টাকা দেওয়া হচ্ছে।'

ওরা কাজ করে।।

ধানখেতে কাজে ব্যস্ত। কুমারগঞ্জ ব্লকে ছবিটি তুলেছেন অভিজিত সরকার।

কমলার সুবাস

প্রথম পাতার পর

এখন গ্রামের বাজারেও আমাদের কমলাকে লোকে 'দার্জিলিং কমলা' হিসাবেই কিনছে।'' পঞ্চগড়ের চাকলার হাট ইউনিয়নের বাগান মালিক মিজানুর সিদ্দিকীর কথা, 'আমাদের চা বাগান আছে। তার পাশেই পরীক্ষামূলকভাবে দার্জিলিং কমলার বাগান করেছিলাম। গত বছর প্রথম ফলন এসেছিল। এবছর প্রচুর ফলন হয়েছে। ভবিষ্যতে কমলা বাগান আরও সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা আছে।'

ওপার বংলার সমতলে দার্জিলিং প্রজাতির কমলা চাষে উৎসাহিত কৃষি বিজ্ঞানীরা। বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডিন সুভাষচন্দ্র রায়ের কথা, 'দার্জিলিংয়ের মান্দারিনের মতো আন্তর্জাতিক আইন মেনে এক দেশ থেকে অন্য দেশে বহু কৃষিজ প্রজাতির ফসল চাষ হচ্ছে। এক্ষেত্রে কলম কাটিং সহ নানা পদ্ধতিতে কমলার চাষ হতে পারে। যদিও কোনও অবস্থাতেই হুবহু একরকম ফল পাওয়া যাবে না। খানিকটা আলাদা হবেই। তবে বাংলাদেশে যা হয়েছে তা কৃষি বিজ্ঞানীদের অবশ্যই উৎসাহ দেবে।' বাংলাদেশের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের এক আধিকারিক টেলিফোনে জানিয়েছেন, পদ্ধতিগতভাবে সেদেশের মাটি এবং আবহাওয়াতে দীর্ঘজীবী এবং রোগ প্রতিরোধকারী অথচ স্বাদে টক প্রজাতির কমলার গাছের সঙ্গে দার্জিলিংয়ের সুগন্ধি এবং সুস্বাদু প্রজাতির কমলার গাছের মিলন ঘটানো হয়েছে। ফলে যে প্রজাতি পাওয়া গিয়েছে তার ফল স্বাদে, গন্ধে দার্জিলিং মান্দারিনের মতো অথচ সমতলের তুলনায় উষ্ণ এলাকায় গাছটি রোগ প্রতিরোধ করে টিকে থাকতে সক্ষম।

সব মিলিয়ে দার্জিলিংয়ের মান্দারিন এখন যেন দুই বাংলার অঘোষিত দূত। কাঁটাতার, পাসপোর্ট, ভিসার ঝকমারি এড়িয়ে পাহাড়ের ঐতিহ্যকে সমতলে নতুন দুনিয়া গড়ে দিয়েছে প্রকৃতি। সীমান্তের ওপারে দ্বিতীয় উত্তরবঙ্গ মজেছে সিটংয়ের মিষ্টি ঘ্রাণে।

মহিলাদের বিক্ষোভ

প্রথম পাতার পর

গত নভেম্বরে তুড়িপাড়ার ২২ বছর বয়সি তরুণ রাহুল সিংহের মৃত্যুর পর, অবৈধ চোলাই মদ বিক্রির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়ে ওঠেন এলাকাবাসী। স্থানীয়দের অভিযোগ, শহরের এই পাড়ায় দীর্ঘদিন ধরেই একাধিক চোলাই মদের ঠেক চলছে। পাড়ার পুরুষরা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। বাদ যাচ্ছে না শিশুরাও। গরিব পরিবারগুলির উপার্জনক্ষম পুরুষরা নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ায় চূড়ান্ত অর্থকষ্ট শুরু হয়েছে পরিবারগুলিতে। শুধু তাই নয়, নিয়মিত মদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় এক বছরে ৮ থেকে ১০ জনের মৃত্যুও হয়েছে। তাই রাহুলের মৃত্যুর পর বাসিন্দারা দাবি জানাতেই পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের উদ্যোগে ভেঙে ফেলা হয় চোলাই মদের ঠেক। কিন্তু দিনকয়েক চুপচাপ থাকার পর ফের চোলাই মদের ঠেকগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন এলাকার মহিলারা।

গত দু'দিন ধরে অবৈধ মদ কারবারিদের সঙ্গে প্রমীলাবাহিনীর তুমুল বচসা ও মারামারির ঘটনা ঘটেছে। বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরও করেছেন আন্দোলনকারীরা। কমিটি করে রীতিমতো পালা করে পাড়া পাহারা দিতে নেমেছেন এলাকার মহিলারা। পাড়ার বা অন্য পাড়া থেকে আসা কাউকেই ওই মদ কারবারিদের বাড়িতে যেমন ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, তেমনই ওই বাড়িগুলোতে যাতে মদ তৈরি না হয়, সেদিকেও কড়া নজর রেখেছেন মহিলারা। সকাল-বিকেল পুলিশের টহলদারি ভ্যানও পাড়ায় ঘুরতে শুরু করেছে। ফলে চাপে পড়ে চুপচাপ ছিল কারবারিরা। এজেন্টের মাধ্যমে মদ বাইরে পাঠানোর চেষ্টা করেও তারা ধরা পড়েছে।

এদিন সকালে এমনই এক এজেন্টকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন মহিলারা। সব মিলিয়ে অবৈধ মদের কারবারকে ঘিরে মঙ্গলবারও দিনভর প্রবল উত্তেজনা ছিল শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডে তুড়িপাড়ায়।

২ কোটির বেস প্রাইসে ভেঙ্কি-গ্রিনরা

নিলামে ১৩৫৫ জন

মুম্বই, ২ ডিসেম্বর : আবু ধাবিতে ১৬ ডিসেম্বর হতে চলা সংক্ষিপ্ত নিলামের জন্য মোট ১৩৫৫ জন ক্রিকেটার নাম লেখালেন। এর মধ্যে ২ কোটি টাকার সর্বাধিক বেস প্রাইসে রাখা হয়েছে ৪৫ জনকে। তার মধ্যে রয়েছেন দুইজন ভারতীয়-ভেঙ্কটেশ আইয়ার এবং রবি বিষ্ণোই। বাকি উল্লেখযোগ্যরা হলেন- ক্যামেরন গ্রিন, লিয়াম লিভিংস্টোন, মাথিশা পাথিরানা এবং ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা প্রমুখ। তবে তারকা ক্রিকেটারদের মধ্যে নাম লেখাননি অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার গ্রেন ম্যাক্সওয়েল। গতবার তাঁকে ৪.২ কোটি টাকায় নিয়েছিল পাঞ্জাব কিংস। মাঝপথে আঙুলে চোট পাওয়ায় তাঁর পরিবর্তে আর এক অজি অলরাউন্ডার মিচেল ওয়েনকে দলে নেয় পাঞ্জাব। সেই ওয়েনকেই রিটেইন করেছে প্রীতি জিন্টার দল। মইন আলি এবং ফাফ ডু প্লেসি আগেই জানিয়েছিলেন পাকিস্তান সুপার লিগের খেলার জন্য আইপিএলের সংক্ষিপ্ত নিলামে নাম লেখাবেন না।

২ কোটির বেস প্রাইসে থাকা উল্লেখযোগ্য ক্রিকেটার

INDIAN PREMIER LEAGUE

ভেঙ্কটেশ আইয়ার, রবি বিষ্ণোই, ক্যামেরন গ্রিন, লিয়াম লিভিংস্টোন, মাথিশা পাথিরানা, জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক, স্টিভেন স্মিথ, মুস্তাফিজুর রহমান, গাস অ্যাটকিনসন, বেন ডাকেট, জেমি স্মিথ, রাচিন রবীন্দ্র, ডেভিড মিলার।

প্রতিটি দল সর্বাধিক ২৫ জন ক্রিকেটার দলে নিতে পারবে। সেই হিসেবে ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজি মিলিয়ে এখনও ৭৭টি স্থান ফাঁকা। তার মধ্যে বিদেশিদের শূন্যস্থান ৩১। ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ফ্রাঞ্চাইজিদের পছন্দের ক্রিকেটারদের তালিকা জমা দিতে হবে। সেই তালিকায় জায়গা পাওয়া ক্রিকেটাররাই উঠবেন নিলামে।

আন্দ্রে রাসেলের অভাব পূরণে কলকাতা নাইট রাইডার্স ঝাঁপাতে পারে অজি অলরাইন্ডার গ্রিনের দিকে। তাদের হাতে রয়েছে সর্বাধিক ৬৪.৩ কোটি টাকা। তারপরই ৪৩.৩ কোটির পুঁজি নিয়ে থাকা চেন্নাই সুপার কিংসেরও একজন বিদেশির জায়গা খালি। দুই দলই আরও ৯ জন ক্রিকেটার নিতে পারবে। এছাড়াও লড়াই তীব্র হতে পারে লিভিংস্টোন, বিষ্ণোই, জোশ ইংগ্লিশদের নিয়েও।

করণের শতরানে জয় বাংলার

হিমাচলপ্রদেশ-২০৮/৫ বাংলা-২১২/৫
(৫ উইকেটে জয়ী বাংলা)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : ছন্দ ফিরল। জয় এল। অভিষেক শর্মা আতঙ্কও কাটল।

হিমাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে শতরানের পথে বিধ্বংসী ব্যাটিং করণ লালের। মঙ্গলবার হায়দরাবাদে।

চুম্বকে এই হল সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে বাংলার মঙ্গলবারের খতিয়ান। শেষ ম্যাচে পাঞ্জাবের অভিষেক ব্যাটিং তাণ্ডবে ছারখার হয়ে গিয়েছিল বাংলা। সেই ধাক্কা সামলে আজ হিমাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে ৫ উইকেটে জিতে জয়ের সরণিতে ফিরলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। ব্যাট হাতে ৫০ বলে ১১৩ রানের ইনিংস খেলে দলকে ভরসা দিলেন ওপেনার করণ লাল। মূলত তাঁর ব্যাটে ভর দিয়েই হিমাচলপ্রদেশের দখল নিল টিম বাংলা। হায়দরাবাদের জিমখানা ক্রিকেট মাঠে প্রথমে ব্যাটিং করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ২০৮/৫ করেছিল হিমাচল। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে করণ ও অভিষেক পোড়েলের (২৬ বলে ৪১) ওপেনিং জুটিতেই জয়ের ভিত তৈরি হয়ে গিয়েছিল। পরে অভিষেক আউট হয়ে গেলেও করণকে থামানো যায়নি। বৈভব অরোরাদের বিরুদ্ধে তিনিই বাংলার নায়ক হিসেবে দলকে জিতিয়ে দিলেন।

ওপেনিংয়ের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই করণ এবার দারুণ ছন্দে। নিয়মিত রান করছেন। আজও করলেন। তাঁর ৫০ বলে ১১৩ রানের ইনিংসে রয়েছে ৮টি বাউন্ডারি ও ১০টি ছক্কা। ১৭.৩ ওভারে করণ যখন আউট হন, তখন বাংলার জয় সময়ের অপেক্ষা। স্বাভাবিকভাবেই করণই ম্যাচের সেরা হয়েছেন। সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা হায়দরাবাদ থেকে বলছিলেন, 'দুর্দান্ত ব্যাটিং করল করণ। ওর ইনিংসের জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। যদিও আমাদের এখনও অনেক পথ চলা বাকি।' পরশু ফের ম্যাচ রয়েছে বাংলার। সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচের আগে করণের ফর্ম এখন বাংলার বড় ভরসা। যদিও বোলিং নিয়ে উদ্বেগ থাকছেই। শেষ ম্যাচে পাঞ্জাব ৩০০-র বেশি রান করেছিল। আজ হিমালচপ্রদেশও ২০৮ করেছে। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন অবশ্য মহম্মদ সামি (৩১/১), আকাশ দীপ (৩৫/০), মুকেশ কুমারদের (৪১/১) পারফরমেন্সে দুশ্চিন্তার কিছু দেখছেন না। তাঁর যুক্তি, 'টি২০ ক্রিকেটে বরাবরই ব্যাটারদের রাজত্ব চলে। এখানেও তাই হচ্ছে।' এদিকে, আজ বাংলা বনাম হিমাচলপ্রদেশ ম্যাচে জাতীয় নির্বাচক কমিটির সদস্য অজয় রাতরা হাজির ছিলেন। খেলার শেষে সামির সঙ্গে তিনি আলাদাভাবে কথাও বলেন। কী কথা হয়েছে, সেটা জানা যায়নি।

খেলা চলাকালীন হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গে সেলফি নিতে মাঠে ঢুকে পড়লেন তাঁর এক ভক্ত। মঙ্গলবার।

প্রত্যাবর্তনে বরোদার জয়ের নায়ক হার্দিক

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : দুরন্ত শতরান বৈভব সূর্যবংশীর। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে ম্যাচে তবুও হার এড়াতে ব্যর্থ বিহার।

মুস্তাক আলির প্রথম দুই ম্যাচে রান পাননি বৈভব। মঙ্গলবার সেই আক্ষেপ মিটল। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে বিহারের হয়ে দেশের কনিষ্ঠতম ক্রিকেটার হিসাবে ঘরোয়া টি২০-তে শতরান করে ইতিহাস গড়লেন বৈভব। ৫৮ বলে শতরান পূর্ণ করেন তিনি। শেষপর্যন্ত ৬১ বলে ১০৮ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন বিহারের ১৪ বছরের এই ব্যাটার। তাঁর ব্যাটে ভর করেই মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ১৭৬ রান তোলে বিহার।

জবাবে মহারাষ্ট্র ১৯.১ ওভারে ৭ উইকেটে ১৮২ রান তুলে নেয়। সৌজন্যে পৃথ্বী শ-র ৩০ বলে ৬৬ রানের ইনিংস।

ব্যর্থ বৈভবের শতরান

অন্যদিকে, চোট সারিয়ে এদিন মাঠে ফিরলেন হার্দিক পান্ডিয়া। প্রত্যাবর্তনে বল হাতে সাফল্য পেলেন না। তবে ৪২ বলে ৭৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে জয় এনে দিলেন বরোদাকে। শুরুতে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ২২৮ রান তোলে পাঞ্জাব। অর্ধশতরান করেন আলমোলপ্রীত সিং (৩২ বলে ৬৯) ও অভিষেক শর্মা (১৯ বলে ৫০)। হার্দিকের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে ভর করে ৫ বল বাকি থাকতেই ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় বরোদা।

এদিকে, মুস্তাক আলিতে নজর কাড়ছেন শচীন তেন্ডুলকারের ছেলে অর্জুন। এদিন মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে গোয়ার জয় বড় অবদান রাখলেন তিনি। বল হাতে ৪ ওভারে ৩৬ রান দিলেও ৩ উইকেট নেন। পরে রান তাড়ায় নেমে ১০ বলে ১৬ রান করেন অর্জুন।

অন্যদিকে, ঘরোয়া ক্রিকেটে দুই বছর পর টি২০ খেলতে নেমে শতরান করলেন সরফরাজ খান (৪৭ বলে অপরাজিত ১০০)। তাঁর দাপটে এদিন অসমকে ৯৮ রানে হারাল মুম্বই। টসে হেরে মুম্বই ৪ উইকেটে ২২০ রান তোলে। সরফরাজকে যোগ্য সংগত করেন আজিঙ্কা রাহানে (৪২)। জবাবে অসম ১২২ রানে অল আউট হয়।

মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শতরানের পর বৈভব সূর্যবংশী। ইডেন গার্ডেন্সে মঙ্গলবার।

সমাধান দ্রুত চেয়ে ফেডারেশনকে চিঠি আনোয়ারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের পর এবার আনোয়ার আলির চিঠি অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে।

গত ১৬ মাস ধরে চলছে মোহনবাগান বনাম আনোয়ার আলি দলবদল বিতর্ক। যে সমস্যা সমাধানের বিষয়ে উদ্যোগ না নেওয়ায় এবার এআইএফএফ-কে চিঠি দিলেন আনোয়ার। এর আগে ফেডারেশনের বিরুদ্ধে ফিফাকে চিঠি দেয় মোহনবাগান। যার প্রাপ্তিস্বীকার করে ফিফাও জানায়, তারা এই বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে ফেডারেশনকে নির্দেশ দেবে। গত ১৩ নভেম্বর এই বিষয়ে এআইএফএফ-এর অ্যাপিল কমিটিতে শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেওয়া হয়। এবার আনোয়ার নিজেই এই বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। ২০২৪ সালের ৮ জুলাই তিনি মোহনবাগানের সঙ্গে লোন-চুক্তি ভেঙে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেন। তারপর ১৭ জুলাই, ২০২৪ সালে বিষয়টি যায় প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটিতে। তারপর থেকেই এই বিষয়টি ঝুলে আছে ফেডারেশনের কাছে। এদিন আনোয়ারের আইনজীবী এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবেকে একটি চিঠি দেন। যেখানে তিনি আনোয়ারকে তাঁর মক্কেল বলে উল্লেখ করে ঝুলে থাকা বিষয়টি সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আইনি নোটিশ পাঠাচ্ছেন বলে জানান। গত এক বছর ধরে বিষয়টি ফেডারেশনের অ্যাপিল কমিটির কাছে পড়ে থাকার উল্লেখও করেন এই চিঠিতে। ক্রমাগত শুনানি স্থগিত হওয়ায় প্রকাশ্যে তাঁর মক্কেলকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যা একজন নামী ফুটবলারের পক্ষে সম্মানহানিকর বলে জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটি আনোয়ারকে চার মাসের সাসপেনশন ও ১২.৯ কোটি টাকার জরিমানা করে। যা নিয়ে আনোয়ার ক্লাব দিল্লি এফসি ও ইস্টবেঙ্গল দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করলে বিষয়টি সেখানে অ্যাপিল কমিটির শুনানি না হওয়া পর্যন্ত রায়দান স্থগিত করে দেয়। তারপর থেকে আনোয়ার টানা ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলে চলেছে এবং অ্যাপিল কমিটির শুনানি অন্তত ১১ বার স্থগিত হয়ে গিয়েছে। এখন দেখার তাঁর আবেদনের পর কী হয়।

কেনের ৫২

ক্রাইস্টচার্চ, ২ ডিসেম্বর : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে বৃষ্টিবিঘ্নিত দিনে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে চাপে নিউজিল্যান্ড। প্রথম দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে তাদের স্কোর ২৩১/৯। তার মধ্যেও নজর কাড়লেন কেন উইলিয়ামসন (৫২)। তৃতীয় বলেই ডেভন কনওয়েকে (০) হারানোর পর টম ল্যাথামের (২৪) সঙ্গে কেনের ৯৪ রানের জুটি স্বস্তি দিয়েছিল কিউয়িদের। কিন্তু কেন আউট হওয়ার পর সেই ছন্দ তারা ধরে রাখতে পারেনি।

দ্বিতীয় টেস্টে নেই খোয়াজা

ব্রিসবেন, ২ ডিসেম্বর : পিঠের চোটের জন্য পারথে অ্যাসেজের প্রথম টেস্টে দুই ইনিংসেই পছন্দের ওপেনিংয়ে নামতে পারেননি তিনি। সেই চোটই কাল হল। ব্রিসবেনে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলা গোলাপি বলের টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা উসমান খোয়াজা।

পারথে প্রথম ইনিংসে চার নম্বরে নামতে বাধ্য হলেও ৩৮ বছরের খোয়াজাকে চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি। সেই ম্যাচের পর মঙ্গলবার প্রথমবার ব্যাট হাতে নামেন খোয়াজা। আধ ঘণ্টা অনুশীলন করলেও কখনোই স্বস্তিতে ছিলেন না তিনি। তারপরই দ্বিতীয় টেস্ট থেকে খোয়াজাকে বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় অজি টিম ম্যানেজমেন্ট। যদিও তাঁর পরিবর্ত হিসেবে কারও নাম ঘোষণা করা হয়নি। অস্ট্রেলিয়া শিবিরের তরফে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, খোয়াজা দলের সঙ্গে থেকে রিহ্যাব চালিয়ে যাবেন।

এই প্রসঙ্গে অজি পেসার স্কট বোল্যান্ড বলেছেন, 'নেটে খোয়াজাকে দেখে ভালো লাগছিল। কিন্তু ওর হয়তো মনে হয়েছে দ্বিতীয় টেস্টে নামার জন্য শরীর এখনও তৈরি না। পারথ টেস্টের পর থেকে ১০০ শতাংশ ফিট হওয়ার অনেক চেষ্টা করেছিল খোয়াজা। কিন্তু পারল না। ওর জন্য খারাপ লাগছে।'

খোয়াজার বদলে পারথে দ্বিতীয় ইনিংসে ওপেনিংয়ে নেমে ম্যাচ জেতানো শতরান করেন ট্রাভিস হেড। গাব্বাতেও জেক ওয়েদারাল্ডের সঙ্গে হেডকেই ওপেনিংয়ে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সেক্ষেত্রে খোয়াজার বদলে অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টার বা উইকেটকিপার-ব্যাটার জোশ ইনগ্লিস প্রথম একাদশে আসতে পারেন।

এদিকে, গাব্বায় বল পড়ার ৪৮ ঘণ্টা আগেই প্রথম একাদশ ঘোষণা করে দিল ইংল্যান্ড। পিঠের চোটে ছিটকে যাওয়া পেসার মার্ক উডের বদলে সুযোগ পেয়েছেন স্পিনার অলরাউন্ডার উইল জ্যাকস। স্কোয়াডে পেসার জোশুয়া টাঙ্গ, বিশেষজ্ঞ স্পিনার শোয়েব বশির থাকা সত্ত্বেও ২৭ বছরের জ্যাকসকে বেছে নেওয়াটা কিছুটা অপ্রত্যাশিত। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, পারথের ভরাডুবির পর ব্যাটিংকে শক্তিশালী করতেই টাঙ্গ, বশিরকে টপকে জ্যাকসের অন্তর্ভুক্তি।

ব্রিসবেন টেস্টে ইংল্যান্ডের প্রথম একাদশ ঃ বেন ডাকেট, জ্যাক ক্রলি, ওলি পোপ, জো রুট, হ্যারি ব্রুক, বেন স্টোকস (অধিনায়ক), জেমি স্মিথ, উইল জ্যাকস, গাস অ্যাটকিনসন, ব্রাইডন কার্স ও জোফ্রা আর্চার।

চলতি অ্যাসেজে সমতা ফেরানোর জন্য ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের মাথা খাটানোর পরামর্শ দিয়েছেন জিওফ্রে বয়কট। স্টোকস ব্রিগেডের উদ্দেশে প্রাক্তন ইংরেজ কিংবদন্তি বলেছেন, 'ইংল্যান্ডের প্লেয়ারদের কেউ বলেনি যে, তোমরা পজিটিভ, আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলো না। এই দলটাই সাম্প্রতিককালে উত্তেজক ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। আমার পরামর্শ, পরিস্থিতি কঠিন হয়ে গেলে একটু মাথা খাটিয়ে ব্যাটিং করো।'

ইংল্যান্ডের প্রথম একাদশে জ্যাকস

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের জন্য ফিল্ডিং অনুশীলনে স্টিভেন স্মিথ।

প্রথম টেস্টে রান না পেলেও ফুটবলে মজে জো রুট।

বরখাস্ত জাতীয় মহিলা হকি দলের কোচ

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : জাতীয় মহিলা হকি দলের হেড কোচের পদ থেকে বরখাস্ত হরেন্দ্র সিং। পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করল হকি ইন্ডিয়া।

লাগাতার খারাপ পারফরমেন্স তো রয়েছেই। সেই সঙ্গে দলের একের পর এক খেলোয়াড় হরেন্দ্র সিংয়ের বিরুদ্ধে খারাপ আচরণের অভিযোগ জানাচ্ছিল কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের কাছে। সোমবার তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করা হল। যদিও বিবৃতিতে হকি ইন্ডিয়া জানিয়েছে, ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেছেন হরেন্দ্র।

গত বছর এপ্রিলে জাতীয় মহিলা হকি দলের দায়িত্ব দেওয়া হয় হরেন্দ্রকে। তাঁর প্রশিক্ষণেই এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতে ভারতের মেয়েরা। আবার তাঁর অধীনেই এফআইএইচ প্রো লিগ থেকে অবনমন হয়েছে ভারতের। যেখানে ১৬ ম্যাচ খেলে ভারত জিতেছে মাত্র দুইটি। এদিকে খেলোয়াড়দের সঙ্গে হরেন্দ্রর সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। অর্ধেকের বেশি প্লেয়ার নাকি তাঁকে আর কোচের পদে চাইছিলেন না। তাই পরিস্থিতি জটিল হওয়ার আগেই হরেন্দ্রর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হল।

লোবেরার নির্দেশেই অনুশীলন বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট অনুশীলনে যোগ দিলেন আলবার্তো রডরিগেজ। বুধবার কলকাতায় আসছেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস।

সোমবার গভীর রাতেই শহরে চলে এসেছিলেন আলবার্তো। এদিন যে শুধু মাঠে নামলেন তাই নয়, বাকিদের সঙ্গে বল পায়ে জোরকদমে প্রস্তুতি সারলেন বাগানের স্প্যানিশ ডিফেন্ডার। দেখে বোঝা গেল, ছুটিতে থাকলেও অনুশীলনের মধ্যেই ছিলেন আলবার্তো।

যোগ দিলেন আলবার্তো

এদিকে মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত ভারতে আসার ভিসা পাননি সের্জিও লোবেরা। যদিও মনবীর সিং, আপুইয়া, রবসন রোবিনহোদের প্রস্তুতিতে কোনও খামতি থাকছে না। সহকারী কোচ বাস্তব রায় থাকলেও অনুশীলন চলছে সবুজ-মেরুনের স্প্যানিশ ফিটনেস কোচ সের্জিও গার্সিয়ার তত্ত্বাবধানে। সূত্রের খবর, তাঁর সঙ্গে নিয়মিত কথাবার্তা বলছেন লোবেরা। স্পেনে বসেই অনুশীলনে কী হবে তা ঠিক করে গার্সিয়াকে জানিয়ে দিচ্ছেন হাইপ্রোফাইল স্প্যানিশ কোচ। লোবেরার ছকে দেওয়া পরিকল্পনামাফিক কাজ করছেন ফিটনেস কোচের দায়িত্বে থাকা গার্সিয়া।

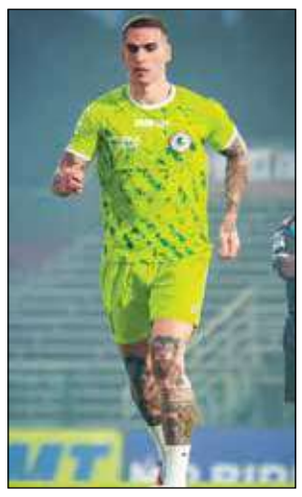

সোমবার রাতে কলকাতায় পৌঁছেই মঙ্গলবার অনুশীলনে মোহনবাগানের আলবার্তো রডরিগেজ।

প্রশ্ন উঠতে পারে বাস্তব থাকতেও গার্সিয়া কেন? প্রথমত স্প্যানিশ হওয়ায় লোবেরার সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতায় সুবিধা হচ্ছে। কারণ যদিও শুধুই স্প্যানিশ যোগ নয়, আসলে বর্তমানে ফিটনেস ট্রেনার হিসাবে কাজ করলেও এর আগে রায়ো ভায়েকানোর অনূর্ধ্ব-১৯ দল সহ স্পেনের একাধিক ক্লাবে সহকারী ম্যানেজার হিসাবে কাজ করেছেন উয়েফা প্রো লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোচ গার্সিয়া।

৭ তারিখ স্মৃতির বিয়ে নিয়ে জল্পনা

সাঙ্গলি, ২ ডিসেম্বর : সব কিছু ঠিক থাকলে ২৩ নভেম্বরই সংগীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যেত স্মৃতি মান্ধানার। কিন্তু বিয়ের দিন সকালে স্মৃতির বাবা শ্রীনিবাস মান্ধানা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। যার জেরে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিয়ে স্থগিত করে দেন বিশ্বকাপজয়ী দলের সহ অধিনায়ক। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট ভাইরাল হয়েছে, যেখানে বলা হচ্ছে ৭ ডিসেম্বর হতে পারে স্থগিত হয়ে যাওয়া বিয়ে। যদিও স্মৃতির ভাই শ্রবণ বলেছেন, 'বিয়ের তারিখ নিয়ে কিছু জানা নেই আমার। আমি শুধু জানি, বিয়ে আপাতত স্থগিত রয়েছে।' শ্রবণের কথা শুনে অনেকেই স্মৃতি-পলাশের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়ে। ২৪ নভেম্বর ভাইরাল ইনফেকশন ও অ্যাসিডিটির কারণে পলাশ হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরই তাঁর সঙ্গে এক মহিলার ঘনিষ্ঠ চ্যাটের খবর সামনে আসে। তবে সোমবার পলাশকে বাবা-মায়ের সঙ্গে বিমানবন্দরে দেখা যাওয়ার পরই স্মৃতির সঙ্গে তাঁর বিয়ে নিয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠেন নেটিজেনরা।

প্রয়াত হলেন রবিন স্মিথ

পারথ, ২ ডিসেম্বর : ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৬। মাত্র ৮ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার ছিল রবিন স্মিথের। তাঁর মধ্যেই ফ্রন্ট ফুটে স্কোয়ার কাটের জন্য নিজের আলাদা পরিচিতি গড়ে তুলেছিলেন ইংল্যান্ডের মিডল অর্ডার ব্যাটার। ১৯৯৩ সালে এজবাস্টনে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৬৩ বলে রবিন স্মিথের ১৬৭ রান সেই সময় ওডিআইয়ে ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের সর্বাধিক স্কোর ছিল। ৬২ টেস্টে তিনি ৪৩.৬৭ গড়ে ৯টি শতরান সহ ৪২৩৬ রান করেছিলেন। ৭১ ওডিআইয়ে ৪টি শতরান সহ ৩৯.০১ গড়ে তাঁর সংগ্রহে ছিল ২৪১৯ রান। সেই সব কীর্তি পেছনে ফেলে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পারথে সোমবার রাতে ৬২ বছর বয়সে নিজের বাড়িতে প্রয়াত হয়েছেন তিনি।

আজ দেশের ফুটবল তাকিয়ে দিল্লির দিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : বুধবার সারা দেশের ফুটবল মহলের নজর থাকবে দিল্লির জহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে সাইয়ের কনফারেন্স হলের দিকে।

গত ১২ এপ্রিল ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ফাইনালে মুখোমুখি হয় মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও বেঙ্গালুরু এফসি। ওই ম্যাচের পর কেটে গিয়েছে ২৩৪ দিন। এদেশের সর্বোচ্চ লিগ শুরু হয়ে অন্তত আট-নয়টা ম্যাচ হয়ে যায় অন্যান্য মরশুমে। এবার সেখানে লিগ কবে শুরু হবে তার কোনও হদিশ নেই। পরিস্থিতি এমনই যে দেশের সেরা ফুটবলারদের, দেশের শীর্ষ আদালত থেকে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন, সবার কাছে হাতজোড় করে মাঠে নামার সুযোগ করে দেওয়ার ভিক্ষা চাইতে হচ্ছে। গত অক্টোবর থেকে প্রতিদিনই যখন মনে হয়েছে, এবার হয়তো জগদ্দল পাথর সরে গিয়ে আইএসএল শুরু হবে। তখনই ফের বিষয়টি চলে গিয়েছে শীর্ষ আদালতের কাছে। অবশেষে গত ২১ নভেম্বর এই শীর্ষ আদালতেরই ডিভিশন বেঞ্চ এই লিগ শুরু করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া দপ্তরকে দায়িত্ব নেওয়ার নির্দেশ দেয়। সেই বহুকাঙ্ক্ষিত সভা অবশেষে বুধবার হতে চলেছে। যেখানে এআইএফএফ, এফএসডিএল, ব্রডকাস্টার, আইএসএল থেকে তৃতীয় ডিভিশন আই লিগ পর্যন্ত সব ক্লাব ডাক পেয়েছে। কিন্তু এই সভার আগে তৈরি হয়েছে একাধিক প্রশ্ন। প্রথমত ক্রীড়ামন্ত্রী এই এতগুলো বৈঠকে আলোচনা কী করবেন? লিগ শুরু করার সিদ্ধান্ত কি তিনিই নেবেন? নাকি এআইএফএফ-কে নির্দেশ দেবেন? তাছাড়া চার নম্বরে থাকা 'পোটেনশিয়াল বিডার্স' অর্থাৎ সম্ভাব্য দরপত্র যারা দিতে পারে সেইসব কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা। এই বৈঠকেরই বা অর্থ কী? যেখানে কোনও দরপত্রই জমা পড়েনি, সেখানে সম্ভাব্য বিডার্স হিসাবে কারা সভায় যাবেন? সবমিলিয়ে এখনও প্রচুর ধোঁয়াশা। যা বুধবারের বৈঠকের পর কাটতে পারে বলে আশায় ভারতীয় ফুটবল। অভিজ্ঞমহল বলছে, ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যের সঙ্গে হয়ত এফএসডিএল কর্তাদের বা স্বয়ং মুকেশ আম্বানিরই কিছু কথাবার্তা হয়েছে। যা খুলে দিতে পারে আইএসএল এবং অন্যান্য লিগ শুরুর দরজা। যা খবর তাতে এই মরশুমের লিগ করার জন্য হয়ত স্বল্পমেয়াদী এবং পরবর্তী ১৫ বছরের জন্য আলাদা চুক্তি করাও হতে পারে। বৃহস্পতিবার বা আগামী সোমবার শীর্ষ আদালতে আলোচনার রিপোর্ট জমা পড়তে পারে।

এদিকে, সোমবার কলকাতায় ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার ও সৈকত গঙ্গোপাধ্যায় এবং মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কর্তা কামারুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে বৈঠক করেন ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে। যেখানে উপস্থিত ছিলেন না মোহনবাগানের কোনও প্রতিনিধি। প্রকাশ্যে বলা হচ্ছিল, কল্যাণ আলোচনায় ডাকা সত্ত্বেও না করে দেয় মোহনবাগান। এরই পালটা হিসাবে এদিন এআইএফএফের তরফে সামাজিক মাধ্যমে মোহনবাগান অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের সচিব সৃঞ্জয় বসুর ও বাকি দুই ক্লাবের চিঠি প্রকাশ করে বলা হয়, তিন ক্লাব আগ্রহ প্রকাশ করাতেই ফেডারেশন সভাপতি আলোচনায় বসেন। পরে তাঁকে মোহনবাগানের তরফে সভা পিছিয়ে ৩ তারিখ করতে বলা হয়। ফেডারেশন তখন ক্রীড়া দপ্তরের ডাকা বৈঠকের চিঠি মোহনবাগানকে পাঠিয়ে দেয়। মোহনবাগান যে সঠিক তথ্য দিচ্ছে না, একথাই বলা হয়েছে এই বিবৃতিতে।

রোকো ম্যাজিকে নজর সিরিজ জয়ে

টি২০ বিশ্বকাপের জার্সি উদ্বোধন

রায়পুর, ২ ডিসেম্বর : ছবিটা আমূল বদলে গিয়েছে!

টেনশনের চোরাস্রোত নেই। বদলে ফুরফুরে মেজাজ। আর এমন মেজাজ নিয়েই বুধবার রায়পুরের মাঠে একদিনের সিরিজে দ্বিতীয় ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নামছে টিম ইন্ডিয়া।

মহেন্দ্র সিং ধোনির মহল্লায় উত্তেজক ম্যাচ দেখেছে দুনিয়া। টিম ইন্ডিয়ার ৩৪৯ রানও যেখানে নিরাপদ বলে মনে হয়নি। কিন্তু তারপরও ১৭ রানে প্রথম একদিনের ম্যাচ জিতে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছে লোকেশ রাহুলের ভারত। আগামীকাল রায়পুরের মাঠেও বড় রানের ম্যাচ হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। তার আগে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। খটকা একটাই, রাঁচির মাঠে চার নম্বরে সুযোগ পেয়ে রান না পাওয়া রুতুরাজ গায়কোয়াড়। নাকি ঋষভ পন্থ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় টিম ইন্ডিয়ার ঐচ্ছিক অনুশীলনে দুইজনকেই দেখা গিয়েছে। নেটে ব্যাটও করেছেন ঋষভ-রুতুরাজরা। কিন্তু তাঁদের নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি।

প্রবল লড়াই করে খুব কাছে গিয়েও ম্যাচ জিততে না পারার হতাশায় থাকা দক্ষিণ আফ্রিকা দলে দুই বদলের সম্ভাবনা রয়েছে। জানা গিয়েছে, অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা ও কেশব মহারাজকে প্রথম একাদশে ফেরানো হচ্ছে আগামীকাল। রাঁচির মাঠে যাই হয়ে থাকুক না কেন, রায়পুরে সিরিজে সমতা ফেরাতে মরিয়া প্রোটিয়ারা। অধিনায়ক বাভুমা আজ সাংবাদিক সম্মেলনে ইঙ্গিত দিয়েছেন, সব ম্যাচ রাঁচির মতো হবে না। ফলে টেস্ট সিরিজ জয়ের আত্মবিশ্বাসে ভরপুর দক্ষিণ আফ্রিকা একদিনের সিরিজকেও স্মরণীয় করে রাখতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

সামাজিক মাধ্যমে চর্চা, এইরকমই নাকি হতে চলেছে ভারতের টি২০ বিশ্বকাপের জার্সি।

ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ম্যাচের ফল কী হবে, আগামীকালই জানা যাবে। তার আগে দুই প্রতিপক্ষের লড়াইয়ের আসরে মূল আকর্ষণ হয়ে উঠেছেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। 'রোকো' জুটিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা চলছে। সমাজমাধ্যমে তাঁদের অবসরের সিদ্ধান্ত বদলে টেস্টে ফেরার দাবিও উঠে গিয়েছে। কারণ, ধোনির মাঠে 'রোকো' জুটি প্রমাণ করে দিয়েছে, তাদের মধ্যে এখনও বিস্তর ক্রিকেট বেঁচে। হিটম্যান রাঁচিতে করেছিলেন ৫৭। ঠিক যখন মনে হচ্ছিল, ফের তাঁর ব্যাটে সেঞ্চুরির দেখা মিলবে। সেই সময়ই তিনি আউট হয়ে যান। কোহলিকে থামানো যায়নি। রাঁচির মাঠে একদিনের ক্রিকেট কেরিয়ারের ৫২ নম্বর শতরান করে টিম ইন্ডিয়ার রানকে তিনিই ৩৫০-এর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিরাট রোশনাইয়ে মজে গিয়েছিল দুনিয়া। সেই ঘোর এখনও চলছে। তার সঙ্গে রয়েছে, 'রোকো'-র ভবিষ্যৎ জল্পনাও। সঙ্গে কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে রোহিত-বিরাটের দূরত্বের কথাও কারও অজানা নয়।

ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা
দ্বিতীয় ওডিআই আজ
সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট
স্থান : রায়পুর
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

রাঁচির পর রায়পুর। মাঠ ও শহর বদলে গেলেও 'রোকো'-কে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজের জল্পনা থামেনি। তাঁরা কি ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপে খেলবেন? স্পষ্ট জবাব এখনও জানে না দুনিয়া। কিন্তু তাঁদের খেলা উচিত, এমন দাবি প্রবলভাবে উঠে গিয়েছে। দুই বছর পরের একদিনের বিশ্বকাপ খেলতে হলে দুই প্রাক্তন ভারত অধিনায়ককেই ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে। তাঁরা কি খেলবেন বিজয় হাজারে ট্রফি? এই প্রশ্নেরও স্পষ্ট জবাব এখনও নেই। কিন্তু রাঁচি ম্যাচের পরই কোহলি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার কোনও পরিকল্পনা তাঁর নেই। হিটম্যানও কি সেই পথেই হাঁটবেন?

এমন অবস্থায় মহা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে আরও একটি বিষয়। ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরের খবর, আগামীকাল রায়পুরে গৌতম গম্ভীর-অজিত আগরকারদের সঙ্গে বিসিসিআই শীর্ষকর্তাদের বৈঠক হতে পারে। আর সেই বৈঠকে 'রোকো' জুটিকে নিয়ে কোচ গম্ভীরকে সতর্ক করা হতে পারে, এমন সম্ভাবনার খবর সামনে আসছে। শেষপর্যন্ত সেই বৈঠক হবে কি না, হলে তার ফল কী হতে পারে, সময়ই তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে 'রোকো' বনাম গুরু গম্ভীর লড়াই ক্রমশ জমজমাট হয়ে উঠেছে।

যার দ্বিতীয় পর্ব আগামীকাল রায়পুরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। রোকো জল্পনার মাঝে আগামীকাল রায়পুরে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের মঞ্চেই উদ্বোধন হতে চলেছে টিম ইন্ডিয়ার টি২০ বিশ্বকাপের জার্সিও। সবমিলিয়ে 'রোকো'-কে কেন্দ্র করে রায়পুর এখন জমজমাট।

বিমানবন্দরে জাতীয় নির্বাচকের সঙ্গে বৈঠক কোহলির

বিজয় হাজারেতে খেলবেন বিরাট

রায়পুর, ২ ডিসেম্বর : দফায় দফায় বিস্তর আলোচনা হল। যার নির্যাস, চলতি মাসে শুরু হতে চলা বিজয় হাজারে ট্রফিতে দিল্লির জার্সিতে খেলবেন বিরাট কোহলি। দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ) তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে মঙ্গলবার রাতের দিকের খবর, বিজয় হাজারে ট্রফিতে হয়তো খেলতে দেখা যাবে ভারতীয় ক্রিকেটের আরেক মহাতারকা রোহিত শর্মাকেও।

ডিডিসিএ জানিয়েছে, বিরাট নিজেই তাদের ফোন করে আসন্ন বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলার বিষয়ে নিশ্চয়তা দেন। এই প্রসঙ্গে ডিডিসিএ-র সভাপতি রোহন জেটলি বলেছেন, 'বিরাট কোহলি আসন্ন বিজয় হাজারে ট্রফিতে দিল্লির হয়ে খেলবে। ও নিজেই এই কথা জানিয়েছে। তবে কয়টি ম্যাচে বিরাটকে পাওয়া যাবে, তা এখনও নিশ্চিত নয়।'

সোমবার রাঁচি থেকে রায়পুর যাওয়ার পথে বিমানবন্দরেই জাতীয় নির্বাচক কমিটির অন্যতম সদস্য প্রজ্ঞান ওঝার সঙ্গে বিরাট, রোহিতের বৈঠক হয়। আজ রায়পুরের মাঠে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের আগেও জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রতিনিধির সঙ্গে 'রোকো'-কে আলোচনা করতে দেখা গিয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, এই দুই বৈঠকের ফলই হল বিরাটের বিজয় হাজারেতে খেলতে রাজি হওয়া।

এরইমধ্যে আজ অন্য একটি বিষয় সামনে এসেছে প্রবলভাবে। টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে রোকোর দূরত্ব ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে রাঁচির একদিনের ম্যাচে বিরাট-রোহিতের ১৩৬ রানের পার্টনারশিপ ও কোহলির শতরানের পর তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল আরও সামনে এসেছে।

আজ সন্ধ্যায় রায়পুরের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের সময় আরও একটি বিষয় সামনে এসেছে। নেটে কোহলি যখন ব্যাটিং করছিলেন, সামান্য দূরে আম্পায়ারের ভূমিকায় ছিলেন হিটম্যান। আবার নেটে রোহিতের ব্যাটিংয়ের সময়ও কোহলি ছিলেন আম্পায়ারের ভূমিকায়। তাঁদের মধ্যে অনুশীলনের মাঝে ও পরে দীর্ঘসময় আলোচনাও হয়েছে। সেই আলোচনার কোথাও ছিলেন না গুরু গম্ভীর। যিনি কোচ হওয়ার পর থেকেই দুটি অ্যাজেন্ডা নিয়ে আসরে নেমেছিলেন। প্রথম অ্যাজেন্ডা ছিল, দলের সিনিয়ারদের হটাও। দ্বিতীয় অ্যাজেন্ডা ছিল, প্রথম একাদশে বিশেষজ্ঞ ক্রিকেটারের বদলে অলরাউন্ডারদের বাড়বাড়ন্ত। দুটি মিশনে ধাক্কা খেয়েছেন কোচ গম্ভীর। আর সেই ধাক্কার পর এখন 'রোকো' জুটিই তাঁর চাকরি বাঁচানোর ঢাল হিসেবে সামনে এসেছেন।

এদিকে, বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ভারত অধিনায়ক শুভমান গিলের রিহ্যাব শুরু হয়ে গিয়েছে। যদিও ঠিক কবে তিনি ফিট হয়ে মাঠে ফিরতে পারবেন, স্পষ্ট নয়। ৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলা টি২০ সিরিজে কি শুভমানকে দেখা যাবে? সূত্রের খবর, সম্ভাবনা কম।

টেস্টে হার নিয়ে গম্ভীরকে শাস্ত্রীয় বার্তা

'কোচ থাকলে সব দায় আমি নিতাম'

রায়পুর, ২ ডিসেম্বর : বিরাট কোহলির নান্দনিক শতরানে ওডিআইয়ের সিরিজের প্রথম ম্যাচে জয় এসেছে। বুধবার রায়পুরে দ্বিতীয় ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু ঘরের মাঠে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে হারের ক্ষত ভারতীয় ক্রিকেট সমাজে এখনও দগদগে। জোড়া ম্যাচ হারের জন্য বিশেষজ্ঞদের চোখে ভিলেন নম্বর ওয়ান হয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর। শুভমান গিলদের হেডস্যারের উপর এবার ক্ষোভ উগরে দিলেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী।

২০১৭ থেকে ২০২১-শাস্ত্রী চার বছর ভারতীয় দলের কোচ ছিলেন। তাঁর আমলে বিরাটের নেতৃত্বে ঘরের মাঠে মাত্র দুটি টেস্ট হেরেছিল টিম ইন্ডিয়া। সঙ্গে ছিল ৪২ মাস টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে এক নম্বরে থাকার অহংকার। সেখানে গম্ভীরের কোচিংয়ে ঘরের মাঠে ইতিমধ্যে ৯টির মধ্যে পাঁচটি টেস্ট হেরে বসে আছে ভারতীয় শিবির। যা মানতে পারছেন না শাস্ত্রী। 'প্রভাত খবর' নামক এক পডকাস্ট শোয়ে শাস্ত্রী বলেছেন, 'আমাকে একটা কথা বলুন। গুয়াহাটি টেস্টে ভারত ১০০/১ থেকে ১৩০/৭ হল কীভাবে? এই ভারতীয় দল এতটাও খারাপ না। দলে একাধিক প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে। প্লেয়ারদেরও দায়িত্ব নেওয়া উচিত। ওরা যেদিন ব্যাট হাতে নিয়েছে সেদিন থেকে স্পিন খেলছে। আমি গম্ভীরের পক্ষও নিচ্ছি না। এই ব্যর্থতার দায় ১০০ শতাংশ গম্ভীরেরও। এই ঘটনা যদি আমি কোচ থাকার সময় হত, তাহলে সবার আগে দায় আমি নিতাম। তবে টিম মিটিংয়ে ক্রিকেটারদের থেকেও জবাবদিহি চাইতাম। কেউ রেহাই পেত না।'

টেস্টে গম্ভীরের অলরাউন্ডার-প্রীতি বিশেষজ্ঞদের খুব একটা পছন্দ নয়। যদিও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন তারকা অলরাউন্ডার জ্যাক কালিস অবশ্য উলটো পথেই হেঁটেছেন। গম্ভীরের পাশে দাঁড়িয়ে কালিস বলেছেন, 'যে কোনও ফরম্যাটে অলরাউন্ডার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে দলের ভারসাম্য ঠিক থাকে। ব্যাটিং লম্বা হয়, বোলিংয়েও বৈচিত্র্য আসে। সব ফরম্যাটেই অলরাউন্ডাররা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।'

ইডেন গার্ডেন্সে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম টেস্ট আড়াই দিনে শেষ হওয়ার পর পিচ নিয়ে কম শব্দ খরচ হয়নি। পারথে অ্যাসেজের প্রথম টেস্টে যবনিকা পড়তে লেগেছিল মাত্র দুইদিন। আশ্চর্যজনকভাবে পারথের বাইশ গজকে 'ভেরি গুড' রেটিং দিয়েছিল আইসিসি। ইডেনের পিচের ভাগ্যে জুটেছিল ডিমেরিট পয়েন্ট। যা নিয়ে সরব হয়েছেন সুনীল গাভাসকার।

টেস্টে প্রথম দশ হাজারি সানি বলেছেন, 'একটা ধারণা আছে, বাইশ গজে পেস-বাউন্স থাকলেই সেই পিচ কখনোই খারাপ হতে পারে না। কিন্তু যে পিচে বল শুরু থেকেই ঘোরে, নীচু হয় সেটা খুব খারাপ। আইসিসি-ও এই মানসিকতা নিয়ে চলছে। যার জন্য উপমহাদেশের পিচকে খারাপ রেটিং দেওয়া হয়।'

হিটম্যান আবেগে টেম্বা, রোকোয় মজে হর্ষিত

রায়পুর, ২ ডিসেম্বর : কী অদ্ভুত মিল!

দুই দল। দুই দেশ। দুই ক্রিকেটার। তাঁদের ভাবনা, পরিকল্পনাও ভিন্ন।

অথচ বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার সুবাদে তাঁদের মধ্যে মিলে সুর মেরা তুমহারা।

জোড়া টেস্ট জয়ের পর দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা রাঁচিতে প্রথম একদিনের ম্যাচে খেলেননি। সাজঘরে বসে তিনি দেখেছেন তাঁর সতীর্থদের লড়াই। সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার রোকোর ম্যাজিক। বুধবার রায়পুরে সিরিজের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের আগে প্রোটিয়া অধিনায়ক রোকো আবেগে ডুব দিয়েছেন। ২০০৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপের সময় তিনি হিটম্যানকে দেখেছিলেন। সেই সময় বাভুমা স্কুলে পড়তেন। সম্প্রতি রাঁচিতেও সেই রোহিত সঙ্গে বিরাটকে দেখে প্রোটিয়া অধিনায়ক বলছেন, 'রোহিত, বিরাটরা কিংবদন্তি। ভারতীয় দলে ওদের উপস্থিতি পুরো দলটাকেই বদলে দিয়েছে। ২০০৭ সালের টি২০ বিশ্বকাপের সময় প্রথম রোহিতকে দেখেছিলাম আমি। তখন স্কুলে পড়তাম। সেই রোহিত ম্যাজিক এখনও দেখছি।'

একদিকে প্রোটিয়া অধিনায়ক বাভুমা যখন 'রোকো'-য় মজে, তখন একই ছবি টিম ইন্ডিয়ার পেসার হর্ষিত রানার জন্যও। তাঁকে বলা হয় কোচ গৌতম গম্ভীরের মানসপুত্র। এহেন হর্ষিত আজ বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে রোকো জুটিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'বিরাট ও রোহিতভাইয়ের মতো অভিজ্ঞরা দলে থাকলে কখনোই মাঠে চাপ অনুভব হয় না। বরং দলের অন্দরে সবসময় একটা পজিটিভ ব্যাপার থাকে। যা পুরো দলেরই কাজে লাগে।' নিয়মিতভাবে সুযোগ পাওয়ার পরও তাঁর ক্রিকেট স্কিল নিয়ে প্রশ্ন ছিল। এমনকি কোচ গম্ভীরের জন্যই তিনি ভারতীয় দলের তিন ফর্ম্যাটেই খেলছেন, এমন কথাও শোনা গিয়েছে।

হর্ষিত অবশ্য মাঠের বাইরের এইসব কথায় কান দিতে নারাজ। তাঁর মতে, 'বাইরের দুনিয়ায় সবসময়ই মানুষ কিছু না কিছু বলছে। সেই সব কথা শুনতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আমি এসব নিয়ে না ভেবে নিজের কাজটা করে যেতে চাই। মাঠে সেরাটা দিতে চাই।' রাঁচি একদিনের ম্যাচে প্রোটিয়া শিবিরে প্রাথমিক ধাক্কাটা হর্ষিতই দিয়েছিলেন। মার্কো জানসেনদের পালটা লড়াই শুরুর আগে হর্ষিত ধাক্কায় চাপে পড়ে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। রাঁচির একদিনের ম্যাচ প্রসঙ্গে হর্ষিত বলছেন, 'দল আমার থেকে কী চায়, সেটা জানি। মাঠে সেই চেষ্টাই করেছিলাম। তাছাড়া রাঁচির পিচ ছিল ব্যাটিং সহায়ক। শুরুতে ওদের কয়েকটা উইকেট পেয়ে যাওয়ার ফলে আমাদের কাজটা সহজ হয়ে গিয়েছিল।'

> বিরাট ও রোহিতভাইয়ের মতো অভিজ্ঞরা দলে থাকলে কখনোই মাঠে চাপ অনুভব হয় না। বরং দলের অন্দরে সবসময় একটা পজিটিভ ব্যাপার থাকে। যা পুরো দলেরই কাজে লাগে। -হর্ষিত রানা

রাঁচির একদিনের ম্যাচে যাই হোক না কেন, রায়পুরে আগামীকাল দ্বিতীয় ওয়ান ডে ম্যাচে নয়া শুরু চাইছেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক বাভুমা। প্রথম ম্যাচে বিশ্রাম নিলেও আগামীকাল তিনি দলে ফিরছেন। মহেন্দ্র সিং ধোনির মহল্লায় ৩৪৯ রানও একটা সময় নিরাপদ মনে হচ্ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ জিততেও পারত। ব্যবধান ছিল মাত্র ১৭ রানের। এমন কথা শুনিয়ে প্রোটিয়া অধিনায়ক আজ বলেছেন, 'রাঁচিতে আমাদের রান তাড়ার শুরুটা ভালো হয়নি। তবে পরে আমরা খেলা ধরে নিয়েছিলাম। জিততে হয়তো পারিনি আমরা। কিন্তু দুই দলের ব্যবধান ছিল ১৭ রানের। আগামীকাল নতুন ম্যাচ। দেখা যাক কী হয়।'

২০০৭ সালে টি২০ বিশ্বকাপের সময় রোহিত শর্মার খেলা টিভিতে দেখার পরই তাঁর ভক্ত হয়ে যান টেম্বা বাভুমা।

গোয়ায় সুপার কাপের সেমিফাইনালের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গলের মহম্মদ বশিম রশিদ, আনোয়ার আলি, হামিদ আহদাদরা।

জয়কে নিয়ে সিদ্ধান্ত আজ

ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলতে গোয়ায় পাঞ্জাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : কার্ড সমস্যায় সুপার কাপ সেমিফাইনালে দুই উইংব্যাক মহম্মদ উবেশ ও খাইমিনথাং লুংদিমকে ছাড়াই মাঠে নামবে পাঞ্জাব এফসি। উলটোদিকে ইস্টবেঙ্গলের জয় গুপ্তার খেলা নিয়েও ধোঁয়াশা ক্রমশ বাড়ছে।

সুপার কাপ সেমিফাইনাল খেলতে মঙ্গলবার গোয়া পৌঁছল পাঞ্জাব। চলতি মরশুমে দুরন্ত ছন্দে রয়েছে প্যানাজিওটিস দিল্পেরিসের দল। বেঙ্গালুরু এফসি-র সঙ্গে একই গ্রুপে থেকেও নকআউটের ছাড়পত্র আদায় করে নিয়েছে তারা। আসলে আইএসএলের ভবিষ্যৎ ঘিরে ধোঁয়াশা থাকায় অনেক দলই হাত গুটিয়ে বসে আছে। তবে পাঞ্জাব এফসি সেই পথে হাঁটেনি। শেষ চারের লড়াইয়ের আগে আবার নতুন বিদেশি বেদে ওসুজি যোগ দিয়েছেন শিবিরে।

ফলে অস্কার ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গলের লড়াইটাও যে সহজ হবে না তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে লাল-হলুদ শিবিরে চিন্তার নাম জয় গুপ্তা। রবিবার অনুশীলনে চোট পান তিনি। সোমবার তাঁকে বিশ্রাম দিয়েছিলেন ব্রুজোঁ। এদিন মাঠে এলেও ফিজিওর কাছেই অনেকটা সময় কাটিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের এই সাইডব্যাক। আবার একথাও ঠিক এদিন সিচুয়েশন প্র্যাকটিস করাননি অস্কার। মূলত সেটপিস অনুশীলনে জোড় দেন তিনি। শেষদিকে পেনাল্টির মহড়াও চলল বেশ কিছুক্ষণ। সেখানে অবশ্য জয়কে দেখা গিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত কি তাঁকে মাঠে নামাতে পারবেন ব্রুজোঁ? ম্যানেজমেন্ট এই বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে। তবে সূত্রের খবর, জয়কে খেলানোর ব্যাপারে ম্যাচের আগেরদিন সকালে অর্থাৎ বুধবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন অস্কার। তবে একান্তই তাঁকে মাঠে নামানো না গেলে বিকল্প হিসেবে লালচুংনুঙ্গাকে তৈরি রাখছে ইস্টবেঙ্গল।

ঋষভের শতরান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় মণীন্দ্রনাথ সরকার, স্নেহলতা সরকার ও জগদীশ সিনহা ট্রফি নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটর ও ফ্লেক্স সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার অগ্রগামী সংঘ ৩২০ রানে নবোদয় সংঘকে হারিয়েছে। সিয়াম কলেজের মাঠে টসে জিতে অগ্রগামী ৪৫ ওভারে ৫ উইকেটে ৩৭৮ রান তোলে। ম্যাচের সেরা ঋষভ আগরওয়াল ৭৮ বলে ১২৩ রান করেন। প্রিন্স জয়সওয়াল ৭৮ রানে নেন ৩ উইকেট। জবাবে নবোদয় ১৯.৪ ওভারে ৫৮ রানে গুটিয়ে যায়।

সুদীপের দাপটে জয়ী মিলনপল্লি

ম্যাচের সেরা সুদীপ সিংহ।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব ৩ উইকেটে রবীন্দ্র সংঘকে হারিয়েছে। তরাই স্কুল মাঠে প্রথমে রবীন্দ্র ৩৭.৫ ওভারে ২০২ রানে অল আউট হয়। তহসিন রাজা ও সানি রায় ৩০ রান করেন। প্রজ্জ্বল ঠাকুর ৩১ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন আদিত্য সাহা (২২/২) ও সুদীপ সিংহও (২৪/২)। জবাবে মিলনপল্লি ৩৮ ওভারে ৭ উইকেটে ২০৩ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সুদীপ ৭৭ রান করেন। অরবিন্দকুমার যাদবের অবদান ২৯। আয়ুষ দাস ৩২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। বুধবার খেলবে বান্ধব সংঘ ও তরুণ তীর্থ।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মালদা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন বাসিন্দা অমৃতা বালা - কে 01.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 65D 27362 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন " ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির অবদান প্রশংসনীয়, তারা সমাজের সকল স্তরের ব্যক্তিদের জন্য জীবন পরিবর্তনকারী সুযোগগুলিতে সমানভাবে প্রবেশাধিকার প্রদান করে। এই এক কোটি টাকার পুরস্কারের অর্থ আমাকে আমার আর্থিক অবস্থানকে শক্তিশালী করতে এবং আমার প্রিয়জনদের আরও কার্যকরভাবে সাহায্য করতে সক্ষম করে তুলবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞাপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরা হয়ে রত্না বর্মন। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের ক্রিকেট শুরু

বালুরঘাট, ২ ডিসেম্বর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের একদিনের ক্রিকেটে বালুরঘাট ভেনুর খেলা মঙ্গলবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে শিলিগুড়ি ১০৩ রানে বর্ধমানকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে প্রথমে শিলিগুড়ি ৪৫ ওভারে ৫ উইকেটে ২৩১ রান তোলে। ম্যাচের সেরা রত্না বর্মন ১৪০ রানে অপরাজিত থাকে। গীতাংশী দাসের অবদান ৩৯। সিমরন দাস ২৫ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে বর্ধমান ৪০.৪ ওভারে ৮ উইকেটে ১২৮ রানে আটকে যায়। পায়েল ৪৮ ও তানিয়া ঘোষ ১৭ রান করে। শিঞ্জিনী সরকার ১৯ রানে ফেলে দেয় ৩ উইকেট।

বড় জয় নদিয়ার

মালদা, ২ ডিসেম্বর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের ক্রিকেট শুরু হল। মালদা কেন্দ্রের খেলায় অংশ নিচ্ছে জলপাইগুড়ি, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ। মঙ্গলবার নদিয়া ১৯৬ রানে হারায় মুর্শিদাবাদকে। টসে জিতে নদিয়া ৪৫ ওভারে ৩ উইকেটে ২৪৬ রান তোলে। ম্যাচের সেরা ঈশিতা বিশ্বাসের অবদান ৯৪ রান। জবাবে মুর্শিদাবাদ ২১.১ ওভারে ৫০ রানে গুটিয়ে যায়। নন্দিনী বিশ্বাসের শিকার ৯ রানে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করে রিম্পা বিশ্বাসও (১৫/২)।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছে ইশিতা বিশ্বাস। ছবি : জসিমুদ্দিন আহম্মদ

নেতাজিকে হারাল বিবেকানন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে মঙ্গলবার বিবেকানন্দ ক্লাব ২-১ গোলে হারিয়েছে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবকে। বিবেকানন্দের গোল করেন দেবাশিস রাই ও অভিষেক দাস।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে জিৎ বর্মন। ছবি : দেবদর্শন চন্দ

জেনকিন্স লিগে জিতল ২০২৫

কোচবিহার, ২ ডিসেম্বর : জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে মঙ্গলবার ২০২৩ ব্যাচের প্রাক্তনীদের ৬৫ রানে হারিয়েছে ২০২৫ ব্যাচ। ২০২৫ প্রথমে ১০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩৮ রান করে। অনির্বাণ দাস ১৯ বলে ৫৫ রান করেন। ২০২৩ জবাবে ১০ ওভারে ৭৩ রানে গুটিয়ে যায়। আয়ুষ রায়ের অবদান ২১ রান। ৩৮ রানের সঙ্গে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা জিৎ বর্মন।